প্রকাশক ঃ
এ্যাড্‌ভেন্টিষ্ট ওয়ার্ল্ড রেডিও এর পক্ষে
বাংলাদেশ এ্যাড্‌ভেন্টিষ্ট পাবলিশিং হাউস
বাংলাদেশ ইউনিয়ন মিশন
এ্যাড্‌ভেন্টপুর
১৪৯, শাহ্‌ আলী বাগ, মিরপুর -১
ঢাকা-১২১৬

অনুবাদ ঃ
পি, হালদার

সম্পাদনায়ঃ
এস, বনোয়ারী

কভার ডিজাইন ঃ
সমীরণ বারোড়ী

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯

মুদ্রণ ঃ
ইউনিক প্রেস
মিরপুর -২ , ঢাকা-১২১৬

দু'টি- কথা

এই পুস্তকটির প্রণেতা নিঃসন্দেহে একজন বিশিষ্টতম আত্মা-জয়কারী এবং সংগঠক। পনের বছর বয়সে তিনি তার হৃদয় প্রভুকে দান করেন এবং দুই বছর পরে তিনি সমস্তই তার মনোনীত মহান প্রভুর চরণসেবায় উৎসর্গ করেন। শিক্ষাদান তার জীবনের একটি দিক ছিল। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া, জর্জিয়া, ওয়াশিংটন, মিনেসেটা, ওহিয় এবং মিসিগান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার শিক্ষক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মিসিগান মহাবিদ্যালয়ে। একটি বৃহৎ স্বাস্থ্যনিবাসে বহু বছর যাজক হিসারে কাজ করায় তিনি আর্ত্ত ও পীড়িতদের অতি নিকটে আসার সুযোগ লাভ করেন।

প্রণেতার, একজন পরিচ্ছন্ন, দৃঢ়প্রত্যয়-উৎপাদক লেখক হিসাবে একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তার উদ্দীপনা এবং রচনাশৈলী, লেখকের ছাপ-সৃষ্টিকারী ক্ষমতা এবং সহানুভুতিশীলতার বিশেষত্বকেই বহন করে। এই পুস্তক প্রণয়নে তার মুখ্য উদ্দেশ্য বাইবেলের সত্যকে একটি নব চাকচিক্যে উপস্থাপনের দ্বারা মানব জাতিকে গোলকধামে পরিচালিত করা।

এই পুস্তিকাতে জীবনের এমন কোন পর্ব প্রকাশিত হয় নাই, ঈশ্বরের সত্যের বিপক্ষে এমন কোন অসঙ্গত যুক্তি দেওয়া হয় নাই, যা বারংবার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় নাই।

পুস্তিকাটির ইংরেজী মূলরূপ 'The Marked Bible' এর প্রকাশনা বিশ লক্ষ কপিরও বেশী। বহু ভাষায় এটি অনুদিত হয়েছে। এর বাংলা রূপান্তর 'স্নেহময়ী মায়ের দান' এই প্রথমবারের মত প্রকাশিত হলো। লেখক সম্পর্কে এই ভাবে বলা যায় ঃ

"তিনি ঐশ্বরিক সত্য দেখলেন কিন্তু বসে থাকেন নাই তা
জিজ্ঞাসিতে, হয়ত বা অন্যরাও দেখেছে কি না।
সন্তোষ্ট থাকেন তিনি অন্তরে, ইহা জানিবার কালে
যীশু হেটে বেড়াতেন ওখানে এখানে এই পাতালে,
এবং হাটেন তিনি চিরকাল মর্ত্ত মানুষের সাথে
ইচ্ছা হলো, মানুষ যেন হাটে তাঁরই পথে।
তিনিই হলেন মোদের সর্বেসর্বা
সবাই চলে যায় তিনি অধিষ্ঠিতা।

প্রকাশক

প্রথম অধ্যায়

একটি বিদ্রোহী ছেলে ও একজন মায়ের স্নেহ

"ওকথা আমাকে আব বলো না, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি আব কখনও বলো না। আমি খ্রীষ্ট ধর্মেব এসব কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি আব এখন এসব সহ্য কবব না। তোমাব যা খুশী তুমি কবতে পাব। কিন্তু আমি বলছি তুমি আব এ বাড়ীতে আমাব জীবনটাকে দুঃসহ কবে তুলনা।" "কিন্তু বাছা, তোমাব বাবাব কথা স্মবণ কব। তাব মৃত্যুব সময় তিনি তোমাব জন্য অনুবোধ কবে গেছেন। একটু শোন, তিনি তাব শেষ প্রার্থনায় তোমাব সম্বন্ধে একটি কথা বলে গেছেন। তিনি তাব বিছানাব কাছে আমাকে ডেকে নিয়ে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন —" "মা, তুমি মনে হয ভাবছ যে আমি এসব কথা এমনি এমনি বলছি, আব তাই তুমি তোমাব কথা বলেই চলেছ। কিন্তু আমি মনে স্থিব কবেছি যে, আমি এই পুবো ব্যাপাবটা এখানেই শেষ কবে দেব। তাছাড়া আমাব বলতে বাধা নেই যে আমি আজ থেকে এক সপ্তাব মধ্যে সমুদ্রে যাচ্ছি। আমি খুব কৃতজ্ঞ হব যদি আমি যে ক'দিন এখানে আছি সে ক'দিন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেও।"

মিসেস উইলসন একজন বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মা ছিলেন। দীর্ঘ পনেব বছব পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে একা একা দাবিদ্রেব সংগে সংগ্রাম কবলেও তিনি যে মহানগবীতে বাস কবতেন সেখানকাব মন্দ প্রভাব থেকে তিনি সব সময বিশ্বস্তভাবে তাব সন্তানকে বক্ষা কববাব চেষ্টা কবেছেন। তাব ছেলেব অভিযোগ শুনে মনে হতে পাবে যে তাকে অনেক কথা বলতে হতো, কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয। একজন মাযেব যেমন কর্ত্তব্য তেমনি ভাবে তিনি তাব ছেলেকে সংযত বাখতেন এবং চাইতেন যেন তাব নিজেব সিদ্ধান্তগুলিকেই মেনে নেযা হয। কিন্তু তিনি খুব কম কথা বলতেন, বিশেষভাবে হ্যাবল্ড যখন বযসে বেড়ে উঠতেছিল এবং যখন তাব আবও স্বাধীনভাবে কাজ কবে একজন বড় মানুষের মত সম্পূর্ণ দাযিত্ব পালন কবতে শুরু কবা উচিত। হ্যাবল্ডেব পিতাব মৃত্যুর সময হ্যাবল্ড ছিল মাত্র আট বছবেব একজন বালক। তার জন্ম থেকেই

সে ঈশ্ববেব কাছে উৎসর্গীকৃত। পিতা মাতাব চূড়ান্ত বাসনা ছিল যে, সে যেন সুসমাচাবেব পক্ষে কাজ করবাব জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত হয। তাবা চেযেছিলেন যে, সে যেন খ্রীষ্টেব সুসমাচাব প্রচাব কববার জন্য তাব জীবন উৎসর্গ করে, কাবণ তিনিই মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধাব কববাব জন্য তাঁর জীবন দিয়েছিলেন এবং তিনি আবাব একদিন তাব মহিমায এ পৃথিবীতে আসবেন যেন তাঁব লোকদেবকে তাঁব কাছে নিয়ে যেতে পাবেন। তাদেব আশা ছিল আশীর্বাদযুক্ত এবং তাদেব সন্তান কথা দিযেছিল যে, সে পিতামাতাব আশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কববে। সে দেখতে শুনতে বেশ সুন্দব চেহাবাব ছেলে ছিল এবং ছোটবেলাতেই সে ঈশ্ববেব প্রতি ভালবাসাব প্রমাণ দিযেছিল। তাবপবে একটা পবিবর্তন এলো। দযালু এবং সতর্ক স্বামী ও পিতা একটা মাবাত্মক বোগে আক্রান্ত হলেন। অনেক মাস পর্যন্ত তিনি বোগশয্যায পড়ে বইলেন। তিনি তাব ছেলেব শিক্ষাব জন্য যে অর্থ সঞ্চয করেছিলেন তা তাব চিকিৎসায বড বড বিল পবিশোধ কবতে ব্যয হযে গেল। শেষ পর্যন্ত সব টাকা খবচ হযে গেল। পবিশেষে তিনি যখন বুঝতে পাবলেন যে তাব মৃত্যু আসন্ন তখন তিনি তাব স্ত্রী ও পুত্রকে কাছে ডাকলেন এবং আব একবাব সমবেত ভাবে ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা কবলেন যে, তাবা যে তাদেব ছেলেকে ঈশ্ববেব কাছে উৎসর্গ কবেছেন তা যেন ঈশ্বব স্মবণে বাখেন এবং তাদেব পবিকল্পনামত ঈশ্বব যেন তাঁব নিজস্ব উত্তম পন্থায এবং উপযুক্ত সমযে বালক হ্যাবল্ডকে খ্রীষ্টেব পক্ষে একজন আত্মাজযেব লোক কবেন।

"ঈশ্বব কি শোনেন ? তিনি কি উত্তব দেন ?" এই প্রশ্নগুলিই মিসেস উইলসনেব মনে বিগত দু'বছবেবও অধিক সময যাবত বাব বাব উঁকি মাবছিল। তাব সমস্ত বিনতি, তাব সমস্ত চোখেব জল ও তাব সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জাগতিক বন্ধু-বান্ধবেব প্রভাব ক্রমশঃ এবং নিশ্চিতভাবে তার ছেলেকে ঈশ্ববেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে ফেলল। দিনেব পব দিন সে এমন মনোভাব প্রকাশ কবতে লাগল যে ঈশ্বব ও সত্যেব বাক্য সম্পর্কিত কোন কিছুতেই তাব রুচী নেই। যখন এই কাহিনী লেখা শুরু কবা হযেছে তখন হ্যাবল্ড রীতিমত একজন মাদকাসক্ত, একজন জুযাডী ও একজন চোব। তাব মধ্যে তাবই বংশের একজন পূর্বপুরুষ বা পিতামহের চবিত্র অবিকলভাবে ফুটে উঠল, যিনি তাব জীবনে নাস্তিকতা, ঈশ্বব-নিন্দা, মাতলামি ও খুনখাবাবির জন্য কুখ্যাত ছিলেন এবং যিনি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে তার জীবনের পবিসমাপ্তি ঘটিযেছিলেন। মিসেস্ উইলসন যখন ভাবছিলেন যে, তার পুত্রের জীবনে হযত শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হতে চলেছে, যে পিতৃপুরুষদেব অধার্মিকতা সন্তানদের উপবে তৃতীয ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্ত্তায়, তখন তার অন্তর ভিতরে ভেংগে পডতেছিল এবং তিনি ক্রমেই নিরাশ হযে পড়ছিলেন।

মিসেস উইলসনেব বাড়ীব পাশেই সম্প্রতি একটা অপবাধের ঘটনা ঘটেছিল এবং তার মনে সন্দেহের দানা বেধে উঠতেছিল তাই তিনি আর একবার তার ছেলেব সংগে কথা বলতে বাধ্য হলেন। তার অন্তরে তিনি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে

তাব ছেলে এই ঘটনায জড়িয়ে পডতে পাবে, কিন্তু চিন্তাটা তাকে এতই নিষ্ঠুবভাবে আঘাত কবতে ছিল যে তিনি নীবব থাকতে পাবলেন না। তাই তিনি কথা বললেন। কিন্তু যখন তিনি তাব সংগে কথা বললেন তখন নৈবাশ্যেব শেষ প্রবল আঘাতটি নেমে এলো। তাকে বলা হলো যেন তিনি আব কোন সময ভাল জীবনেব কথা না বলেন। বস্তুত পক্ষে সে বকম সুযোগও তাব থাকাব কথা নয, কাবণ হ্যাবলড তাব সমুদ্রে যাবাব ইচ্ছা আগেই প্রকাশ কবেছিল। মাঝখানে কয়েকদিন মাত্র সময হাতে ছিল। তাছাডা খুব সম্ভবতঃ আইনেব হাত এডাবাব জন্যই সে একটা অজুহাত দিযে যাচ্ছিল। "হায আমাব ছেলে, হায আমাব ছেলে। আমি কতবাব প্রার্থনা কবেছি যেন তুমি একজন মহান ঈশ্বব-ভীরু লোক হও। আমি সব সময ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা কবেছি যেন তিনি তোমাকে তাব কাজেব জন্য গ্রহণ কবেন। তোমাকে জগৎ থেকে দূবে সবিয়ে বাখবাব জন্য আমাব জানা সব ব্যবস্থা আমি গ্রহণ কবেছি। আমি আশা কবেছিলাম এবং বিশ্বাস কবেছিলাম যে তুমি বক্ষিত থাকবে। কিন্তু আজ তুমি একজন অপবাধী, একজন ঈশ্ববিহীন দুষ্ট লোক। তুমি ধর্মবিশ্বাসকে ঘৃণা কবছ। তুমি আমাব কাছ থেকে এমন ভাবে ফিবে গেলে যেন আমি তোমাব একজন ঘোবতর শত্রু। হায আমাব হ্যাবলড্, আমাব মানিক, আমি কি তোমাকে ত্যাগ কবব ?" তাব ছেলে যখন এবকম নির্মমভাবে বলে গেল যে তাব কাছে যেন খ্রীষ্টিয প্রত্যাশাব কথা আব কখনও না বলা হয। তখন মিসেস উইলসন তাব মনেব দুঃখে নিজেই নিজেব কাছে এভাবে কথা বলছিলেন।

তাব মা যখন শোক কবছিলেন আব কাঁদছিলেন তখন হ্যাবলড্ বেশ হই-হল্লা কবে মদ খাচ্ছিল। সে এক পৈশাচিক উৎসাহে তাব সংগীদেব উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদে যোগ দিচ্ছিল এবং একাধিকবাব সে তাব পিতামাতাব প্রত্যাশাকে প্রকাশ্যে নিন্দা কবছিল। সে মদ খাচ্ছিল আব অভিশাপ দিচ্ছিল। এমনকি সে সর্বশক্তিমানকে সংগ্রামী আহ্বান জানিয়ে বলছিল যে তাব যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে তিনি যেন সাহস কবে এসে তাকে আঘাত কবে মাটিতে ফেলে দেন। এতদূব পর্য্যন্ত হ্যাবলড্বে পতন হয়েছিল। ঈশ্বব কি শোনেন ? ঈশ্বব কি উত্তব দেন ? একজন মাযেব প্রার্থনা কি উপেক্ষিত হয়েছে ? এই সমস্ত বছবগুলিব পবিশ্রম ও ত্যাগ এবং একাগ্রতা ও বিশ্বাস কি সব বৃথায গিযেছে ? না, তা হযনি, ঈশ্ববকে ধন্যবাদ দেও।

হে মাযেব মন, তুমি ভেবনা যে
ঈশ্বর তোমাব ক্রন্দন শোনেন না।
তোমার স্বার্থ তো তাঁবই স্বার্থ
আর তিনি কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন।
তিনি শুনছেন, অপেক্ষা কবছেন ও প্রমাণ কবতে চাইছেন
যে তিনি ঈশ্বর, তোমাবই ঈশ্বব, তোমাবই ভালবাসাব ঈশ্বর
তাহলে সন্দেহ করোনা বা নিবাশ হযোনা
অন্ধকার ও আলোর মাঝে বিশ্বাসে অটল থাকো

তার সময় মেনে নিতে ভয় করোনা।
তিনি নিশ্চয়ই সঠিক কাজটি করবেন
তিনি তোমার অন্তরের গোপন রহস্য জানেন
তোমার ছেলেকে একদিন সুস্থ করা হবে।

স্নেহময়ী মায়ের কাছে এটা ছিল এক সাংঘাতিক সময়। ভারী বোঝায় যেন তিনি ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছিলেন। কোথাও উজ্জ্বল দিনের আশার আলো দেখতে না পেয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন অনন্তকালের যেন ভোর হয়ে গেছে। পৃথিবী নূতন হয়ে গেছে। অভিশাপের সব চিহ্ন চলে গেছে। পাপ ও তার সব পরিণতি চিরদিনের জন্য দূর করে দেয়া হয়েছে। তিনি মুক্তিদাতাকে দেখতে পেলেন। তিনি সকল যুগের সাধুদের দেখতে পেলেন। তিনি আরও দেখলেন যে খেজুর পাতা ও বীণা হাতে করে অসংখ্য লোকের জনতা সেখানে রয়েছে। ক্ষণকালের জন্য নিরাশ হয়ে যাবার আগেই তার প্রথম জীবনের সাথী এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। সেই উজ্জ্বল পুরুষ তার মুখের দিকে তাকালেন এবং তার পর চরম আনন্দে পূর্ণ হয়ে বললেন "এই তো হ্যারল্ড এখানেই আছে"! তাদের উভয়ের চোখের অশ্রু অত্যন্ত মূল্যবান ছিল. গানের সুরে তার উত্তর এল, "হ্যা বাবা, আমি এখানেই আছি"। তখন উজ্জ্বল খ্রীষ্টের মূর্ত্তিতে পরিণত হয়ে তাদের ছেলে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালেন।

"হ্যারল্ড, হ্যারল্ড, ধন্য ঈশ্বর। আমার পিতা আমার কথা শুনেছেন, তিনি উত্তর দিয়েছেন। হায় হায়, আমি মনে করেছিলাম তুমি আসবে না। প্রভু কি করে তোমাকে খুঁজে পেলেন, আর কি করেই বা তিনি তোমাকে মুক্তি দিলেন।" "মা, তোমার কি সেই দাগ দেয়া বাইবেল খানার কথা মনে আছে, যেখানা আমার সমুদ্রে যাবার দিনে তুমি আমার জিনিষ পত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলে? যে কথাগুলি তুমি বইখানার মধ্যে লিখে রেখেছিলে এবং সে সংগে বইখানার নিজস্ব কথাগুলি আমার কঠিন হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে এবং যে পর্য্যন্ত আমি আমার ক্লান্ত দেহমনকে তাঁর পায়ে সমর্পণ না করেছি সে পর্যন্ত আমি বিশ্রাম পাইনি। তিনিই আমাকে তুলে এনেছেন এবং সঠিক পথ শিক্ষা দিয়ে এই উত্তম দেশে আমার আত্মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন।"

মিসেস উইলসন টের পাননি যে কতক্ষণ তিনি ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন জেগে উঠলেন তখন মধ্যরাত পার হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি শুনতে পেলেন যে হ্যারল্ড টলতে টলতে তার শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু কেন যেন তার ছেলের এই ভারী পদক্ষেপেও টলতে টলতে চলা আর তাকে কষ্ট দিতে পারছিল না। তিনি স্বপ্নে বিশ্বাস করবার মত লোক ছিলেন না। যে সুন্দর দৃশ্য তিনি তার মানসিক চোখে দেখলেন তাকেও তিনি ঠিক ঈশ্বরদত্ত বলে মনে করলেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার এই ধারণা হলো যে এটা ভালবাসার এক নূতন ধরণের কাজ। তিনি আবার প্রত্যাশার এক নূতন

ভিত্তি বা সম্ভাবনার এক নূতন দর্শন লাভ করলেন, এবং মায়ের স্বভাবসিদ্ধ ব্যস্ততায় তিনি তখনই তার পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললেন কিভাবে এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়।

সেই নূতন দিনটির কি চমৎকার উদ্দেশ্যই না ছিল যখন তিনি তার বৈধব্য জীবনের ক্ষুদ্র অর্থ, বহু দীর্ঘ ও ক্লান্ত দিনের সঞ্চয় নিয়ে সেই শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, এবং সেই ক্ষুদ্র অর্থ দিয়ে হ্যারল্ডের জন্য একখানা বাইবেল কিনলেন। যা পাওয়া গেল তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাইবেল খানা কিনলেন এবং ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না, কারণ তার কাছে তার নিজের জীবনের চেয়ে তার পুত্রের জীবন অধিক মূল্যবান ছিল। যখন মিসেস উইলসন বই খানার মধ্যে তার সুন্দর নকশা আঁকা শেষ করলেন তখন বাইবেল খানা কি অদ্ভুত সুন্দরই না হয়েছিল। অতি সাবধানে তিনি বই খানার আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্য্যন্ত সেই সমস্ত অংশগুলিতে দাগ দিলেন যেগুলি তার বিশ্বাস অনুযায়ী তার ছেলের হৃদয়ের কাছে একদিন আবেদন জানাবে, তার পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী শাস্ত্রাংশগুলি ও চিহ্নিতস্থানগুলি এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিমতি, স্নেহময়ী ও প্রার্থনাশীল মায়ের পক্ষেই এরকম আত্মাজয়ের একটা পরিকল্পনা করা ও তা এত চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিল।

মায়ের পবিত্র গোপন চিন্তাগুলি জোর করে প্রকাশ করার চেষ্টা না করেও বলা যায় যে দুটি শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল – পরিপূর্ণ মুক্তিদাতা হিসাবে যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর সব আদেশের প্রতি বাধ্য থাকা। মিসেস উইলসন শিক্ষালাভ করেছিলেন যে শাস্ত্রের মধ্যে যীশুই একমাত্র মশীহ বা মুক্তিদাতা; তিনিই জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনিই নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন, তিনিই গোষ্ঠীপতিদের সংগে আলাপ করতেন, তিনিই সীনয় পর্বতে ব্যবস্থা বা দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তিনিই ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই আদম, হনোক, নোহ, অব্রাহাম, মোশি ও দায়ূদের সংগে কথা বলতেন ও চলাফেরা করতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যীশুই সেই মেষশাবক যাকে জগতের ভিত্তিমূল থেকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেজন্য কালভেরীর সময়ের আগে ও পরে মানুষেরা তাঁর মধ্য দিয়েই পরিত্রাণ পেয়ে আসছে। মিসেস উইলসনের কাছে সম্পূর্ণ বাইবেল খানাই যীশুর পুস্তক অর্থাৎ পাপীদের বন্ধুর একমাত্র কাহিনী।

মিসেস উইলসন চেয়েছিলেন যে হ্যারল্ড যখন বই খানা খুলবে তখন যেন সে কাহিনীর মধ্যে সব জায়গায় খ্রীষ্টকে দেখতে পায়, তার গলার স্বর শুনতে পায়, তাঁর ভালবাসা জানতে পারে এবং তারপর তাঁর জন্য কাজ করতে উৎসাহী হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই স্বাভাবিক যে তিনি দশ আজ্ঞার দাবীগুলিকে স্পষ্ট করে তুলে

ধবতে চেযেছিলেন। খ্রীষ্ট যদি এগুলি বলে থাকেন এবং তাবপর মানুষের হৃদযে সেগুলি লিখে দেবাব জন্য যদি তিনি মৃত্যু বরণ করে থাকেন তাহলে পরিত্রাণ লাভের জন্য কি এগুলি অপরিহার্য্য নয় ? পুস্তক খানার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় মিসেস উইলসন তার নিজেব যে কথাগুলি লিখেছিলেন যার উপরে লিখবার সময় হঠাৎ তাব এক ফোটা চোখেব জল পড়ে দাগ সৃষ্টি করেছে তা হল এই ঃ

"স্নেহেব হ্যারল্ড,

আমি তোমায ভালবাসি ও সবসময় ভালবাসব। কিন্তু একজন আছেন যিনি তোমাকে আমার চেযেও বেশী ভালবাসেন এবং যার ভালবাসার শেষ নেই, আব তিনি হলেন যীশু। তুমি এখন তাঁকে ভালবাসতেছ না, কিন্তু আমি প্রার্থনা কবছি যেন তুমি দেখতে পাও যে তিনি কত ভাল এবং শেষে তুমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কব। এই পুস্তক খানা তাঁব কাছ থেকে এসেছে এবং আমি এখানা তোমাকে দিচ্ছি। তুমি দযা কবে তাঁব উদ্দেশ্যে ও আমাব উদ্দেশ্যে এই বই খানা পড়। এব মধ্যকাব প্রতিজ্ঞাগুলি সবই নিশ্চিত। এগুলি যখন তুমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে, তখন সেগুলি তোমাকে নূতন, পবিচ্ছন্ন, বলবান ও বিজযী করে তুলবে।

তোমার স্নেহমযী "মা"

হ্যাবল্ডেব বিদায নিযে চলে যাবাব প্রায় আগেব মুহুর্ত্ত পর্য্যন্ত এই দাগ দেয়া বাইবেল খানা গোপনে অপেক্ষা কবছিল, এবং তারপর যখন কোন কাজ উপলক্ষে সে একটু দুরে গেল তখন চোখেব আড়ালে এটাকে গুটিয়ে তাব বাক্সের এক কোণায বেখে দেয়া হোল।

"বিদায় মা"

মাও বললেন "বিদায় বাবা" এবং হ্যারল্ডের গলা জড়িয়ে ধবে দীর্ঘ বিদায়ী আলিংগন করলেন। চোখে জল আসতেছিল কিন্তু আগেব বারেই তিনি তার মনকে দৃঢ় করে ফেলেছিলেন, তাই তার মুখমণ্ডলে বরং এক শান্ত হাসি দেখা দিল।
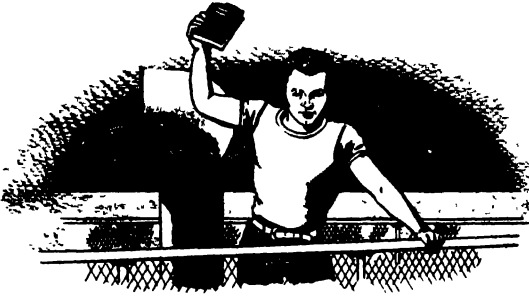
দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাতে একজন ঈশ্বরভক্ত জাহাজের কাপ্তেনের প্রার্থনার উত্তর

মে মাসেব এক উজ্জ্বল 'আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট' নামক এক খানা জাহাজে এক জন সাধাবণ ডেক কর্মচাবী হিসাবে হ্যাবলড উইলসনকে নিযে গোলডেন গেটের ভিতব দিযে মেলবোর্ণেব দিকে বওনা কবল। হ্যাবলডেব কাছে এটা ছিল একটা বিষাদের দিন। তার কঠিন জীবনেব বাহ্যিক দুঃসাহসিকতা থাকা সত্ত্বেও তাব অন্তবেব গভীবে বালকসুলভ কোমলতাব মত কিছু একটা ছিল যা সে তাডিযে দিতে পাবছিল না। প্রকাণ্ড জাহাজ খানা যখন তাব শক্তিশালী পাখাব জোবে গতি লাভ কবল এবং দ্রুত বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরেব মধ্য দিযে অগ্রসব হচ্ছিল আব নিজ দেশেব তীবগুলি যখন ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল তখন বহু বছবেব মধ্যে প্রথমবাব হ্যাবলডের জীবনে মায়ের স্মৃতি কিছুটা মূল্যবান বলে মনে হলো। সে চলাতে পাবল না। কেন, কিন্তু সে এখন তার নাগালেব বাইবে। সে এখন এমন জাযগায যেখানে সে তাব মাযের উপস্থিতি উপলব্ধি কবতে পারেনা। তার মানসিক চোখে তার মা এখন এক ভিন্ন রূপ ধাবণ কবলেন। আব যাই হোক তাব মা দেখতে বেশ সুন্দবী ছিলেন। জাহাজেব পিছনে সেটির চলে যাবাব দাগের উপর দিযে যদি ফিরে যাবাব একটা পথ করে নেযা যেত তাহলে সে আনন্দের সংগে তক্ষুনি ফিবে যেত।

অবশ্য এই অনুভূতিটা ছিল কেবল অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে মায়ের ভালবাসা সন্তানকে আকর্ষণ করাব মত সময একেবারেই অতিবাহিত হয়ে যায়নি। আর এই কোমল অনুভূতিকে স্পর্শ কবে এবং এব ভিতর দিযে কাজ করেই বিধাতাকে এমনভাবে হ্যারলড উইলসনকে প্রভাবিত কবতে হবে যাতে সে তার পাপকাজগুলি ত্যাগ করে। যুবকের গাল বেয়ে যে অশ্রুধাবা নেমে এসেছিল তা খুব তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা হলো। সে দৃঢ়সংকল্প হয়ে জোর চেষ্টা করল যাতে মায়ের প্রার্থনা ও তার সব উদ্দেশ্য মন থেকে দূর করে দেয়া যায়। সে নিজেই নিজেকে বলল

"সাহস কর, তুমি এখন বড হয়ে শিশুর মত করো না।" আর সত্যই মনে হলো সে তার ভুলে যাবার সংকল্পে সফল হলো।

সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে 'আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট' জাহাজের নাবিকরাও তেমনি বিভিন্ন দেশের মিশ্রবর্ণের লোক ছিল। তারা এমন হতছাড়া ছিল যে তারা মদ্যপান, ঈশ্বর নিন্দা ও ধর্মের সমালোচনায় পটু ছিল। তাদের মধ্যে হ্যাবল্ড সানন্দে অভিনন্দিত হলো। "আরে, এটা কি ?" হ্যাবল্ড তার একটা পোযাকের খোঁজ করছিল। সে যখন তার নাবিকের সিন্দুক থেকে সেটা টান দিল তখন একটা পোটলা মেঝের উপর পড়ে গেল। সে বলে উঠল, "আমি তো এটা আগে কখনও দেখিনি" সে তাডাতাডি মোডকটা খুলল। "একটা বাইবেল, একটা বাইবেল! মা কি আমাকে এতই মূর্খ ভেবেছে যে আমি এরকম কোন বাজে জিনিযের পক্ষ নেব ? তার চেয়ে বল, এটা একটা দেখতে সুন্দর পোযাকী বই। আমি ভাবছি এটার মূল্য কত হতে পারে। আমার মত লোকের সম্পদ হবে এটা, কি মজার কথা! হ্যাবল্ড উইলসন, যে একজন পরিচিত মদ্যপায়ী, তার উপর একজন চোরও বটে, আর তার কাছে সমুদ্র যাত্রায় থাকবে একখানা বাইবেল। আমি অনুমান করি আমি ছেলেদের কাছে প্রচার করবার চাকরিটা চাইব।"

একখানা বাইবেলের ভিতরটা দেখতে কেমন তা দেখবার জন্য সে বাইবেলখানা খুলল, আর সেখানেই সে তার স্নেহময়ী মায়ের অতি পরিচিত হাতের লেখায় এই কথাগুলি দেখতে পেল, "স্নেহের হ্যাবল্ড"। তার গলার মধ্যে কি যেন একটা আটকে যাচ্ছিল। এক মুহুর্তের জন্য সে তার শিশুকালের দিনগুলিতে চলে গেল, সে নিজেকে তার নির্দোষ অবস্থায় দেখতে পেল, সে যেন সেই স্নেহ ভালবাসার কথাগুলিকে উপভোগ করছে, যেগুলিকে সে এতদিন পর্য্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে আসছে। আবার অপ্রত্যাশিতভাবে চোখে জল এল এবং গাল বেয়ে নীচে পড়ল। সহজাত আবেগের বশে সে তার মুখ ঘুরিয়ে নিল পাছে সংগী নাবিকরা কেউ তার এই দুর্বলতা দেখে ফেলে। কিন্তু বই খানার প্রথম পৃষ্ঠায় তার মায়ের লেখা সংক্ষিপ্ত কথাগুলি পড়বার ইচ্ছাকে সে বাধা দিতে পারল না। আবার বই খানাকে রেখে দিতেও পারল না। সে সেটা নীচে ছুড়ে ফেলে তার পৃষ্ঠাগুলিকে একটার পর একটা উল্টিযে দেখতে লাগল। সে তার মায়ের কোমল হাতের দাগ দেয়া চিহ্নগুলি দেখতে পেল। কেবল যে অংশগুলিতে দাগ দেযা হয়েছিল তা নয়, কিন্তু সেই প্রসংগে পৃষ্ঠার ধারে সত্যের বাক্যও সতর্ক করে উপদেশ বাক্য ও লেখা ছিল যা কেবল তার মায়ের মত লোকের পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল।

সে চিৎকার করে বলে উঠল "আমি এ জিনিষ চাইনা। এই দুঃসহ জিনিস কি আমি যেখানে যাব সেখানেই প্রেতাত্মার মত আমার পেছনে যাবে ?" বই খানা বাক্সের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এবং তার ঢাক্‌নাটা ধপাস করে বন্ধ করে সে রাতের বিশ্রাম নিতে গেল। প্রায় একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল এবং মাসটা বেশ কঠিনই ছিল। যাত্রাটা

ছিল অশান্ত সমুদ্রেব উপর দিয়ে এবং একাধিকবাব জাহাজেব আসন্ন বিপদ দেখা দিল। এব পাবে জাহাজেব খোলেব মধ্যে আগুন ধবে গেল। 'আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট' জাহাজ খানাব মাল হিসাবে প্রচুব কেবোসিন তেল বোঝাই কবা ছিল, এবং আগুন লাগাব অর্থ হবে জাহাজেব সকলেব নিশ্চিত মৃত্যু। তাই জাহাজেব মাল সেই তেলেব কাছে আগুনেব শিখা পৌঁছবাব আগে তাবা ব্যস্ত হয়ে এক শক্তিশালী অগ্নি নির্বাপক বাহিনী গঠন কবে কাজ শুরু কবল। জাহাজেব প্রধান দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন ক্যাপ্তেন মান। তিনি ছিলেন একজন খ্রীষ্টিয়ান। তিনি কম কথা বলতেন এবং তাব ব্যক্তিত্বকে তাব সব লোকেবা শ্রদ্ধা কবত। জাহাজেব সব শ্রেণীব নাবিকদেব মধ্যে তিনি ছিলেন শিষ্ট, সাহসী, ধীব স্থিব, মার্জিত এবং সকলেব চেয়ে আলাদা প্রকৃতিব। ত্রিবিশ বছবেব বেশী সময় যাবত তিনি জাহাজেব ক্যাপ্তেনেব কাজ কবছেন, কিন্তু এটাই তাব আগুন লাগা জাহাজেব প্রথম অভিজ্ঞতা।

"আগুন, আগুন" বলে চিৎকাব শোনামাত্র তাব মধ্যকাব সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হলো। যদিও অবস্থাব বিপদ দেখে তাব স্বভাব টলমল কবে উঠল, তবুও তিনি শান্তভাবে দ্রুত সকলকে নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান নিতে বলে গেলেন। ক্যাপ্তেন মানেব মধ্যে এই বিপদেব সময় এমন কিছু ছিল যাব ফলে সকলে বিশ্বাস সহকাবে আগুনেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবল। বিশেষভাবে হ্যাবলড উইলসন এই লোকটিব সাহস ও আত্মবিশ্বাস ভাল কবে লক্ষ্য কবে দেখল। কিন্তু ক্যাপ্তেন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সংগে সংগে যে নূতন জরুবী পবিস্থিতি দেখা দিল তাতে ক্যাপ্তেনেব প্রথম সহকাবীব প্রয়োজন হলো যেন তিনি ক্যাপ্তেনেব সংগে পবামর্শ কবেন। ক্যাপ্তেনকে খুঁজে বাব কববাব জন্য হ্যাবলড উইলসনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যুবক ক্যাপ্তেনেব কামবাব কাছে গেল। সে দেখল দবজাটা ভেজানো। সে তাব সংবাদ দেবাব জন্য তাকে ডাকতে যাচ্ছিল। এমন সময় ভিতব থেকে এক স্বব শুনতে পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল। এটা ছিল প্রার্থনাব আওয়াজ। নিশ্চিত হবার জন্য সে দবজাটা ঠেলে আব একটু ফাঁক কবল। কি আশ্চর্য্য, ক্যাপ্তেন হাঁটু গেড়ে আছেন, তাব সামনে তাব বাইবেল খোলা বয়েছে, আব তাব মুখ উপবেব দিকে ফেবানো। জাহাজে ইঞ্জিনেব আওয়াজ ও লোকদের হৈ -- হুল্লুবেব শব্দের জন্য হ্যাবলড়েব আগমন লক্ষ্য কবা যায়নি, তাই ক্যাপ্তেন তাব প্রার্থনা কবে চললেন আব হ্যারল্‌ড বিস্মিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধেব মত দাঁড়িয়ে বইল। প্রার্থনা একটা উত্তবদানকারী রজ্জু স্পর্শ কবল। আব কববেনাই বা কেন? এটা ছিল এমন এক প্রার্থনা যাব উত্তর দিয়ে বাইবেলের ঈশ্বব তাঁব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কববেন এবং নাবিকদেব জীবন বক্ষা কববেন। কিন্তু হ্যারল্‌ড উইলসন এমন একজন লোক ছিল যাব জীবনটা ছিল অনিশ্চিত। তার জীবনে এই প্রথমবার সে একজন প্রার্থনারত লোককে দেখে আনন্দিত হলো। ক্যাপ্তেন মানেব

বাইবেলেব পাঠ্যাংশ ছিল গীতসংহিতা ১০৭ ঃ ২৩–৩১ পদ। এই আশ্বাসবাণীই তাব এখনকাব সান্ত্বনা। ঝড হোক বা আগুন হোক তাতে কিছু আসে যায়না, ঈশ্বব তাদেরকে দুর্দ্দশা থেকে উদ্ধাব কবে তাদেব "অভিষ্ট প্রোতাশ্রযে" নিযে যাবেন। হ্যাবল্ড উইলসন শুনতে পেল যে কাপ্তেন মান এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কববাব জন্য প্রার্থনা কবছেন। কিন্তু বিস্ময়েব কথা হলো এই যে মিসেস উইলসন তাব ছেলেকে যে বাইবেলখানা দিয়েছিলেন তাব মধ্যকার দাগানো অংশগুলিব মধ্যে এই গীতসংহিতা ১০৭ ঃ ২৩–৩১ পদগুলিও দাগানো ছিল।

কাপ্তেনের প্রার্থনার কি সত্যই উত্তর পাওয়া যাবে ?

হ্যাবল্ডেব কেবল একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা কবতে হয়েছিল, কাবণ কাপ্তেন মান দ্রুত উঠে দাঁডালেন এবং তাব বিপদজনক কর্ত্তব্যে ফিবে যাবাব জন্য বওনা দিলেন। হ্যাবল্ড তার সংবাদ জানিযে তাডাতাডি তাব অবস্থানে ফিবে গেল। বীবত্বপূর্ণ বাধাদান সত্ত্বেও আগুন দ্রুত সামনেব দিকে ছডিযে পড়ছিল। মনে হলো জাহাজেব ধ্বংস অনিবার্য কযেক মিনিটেব মধ্যে জাহাজ বোঝাই সেই তেল জ্বলে উঠবে এবং তখন সব শেষ হযে যাবে। কিন্তু হঠাৎ বিবাট এক বিস্ফোবণ হলো। পাটাতন থেকে আবদ্ধ ঢাকনাগুলি প্রায সব উডে গেল। নাবিকবা সকলে আতংকগ্রস্ত হযে পডল। তাবা কিছুই বুঝতে না পেবে শুধু অনুমান কবল যে নিশ্চযই তেলে আগুন ধবে গেছে। কি ঘটেছিল ? হায, এমন এক ঐশ্ববিক ঘটনা যা কেবল খ্রীষ্টিযানবাই বুঝতে পাবে। জলীয় বাষ্পেব এক প্রকাণ্ড পাইপ ফেটে যাওযাতে বিপুল পবিমাণ অতি উত্তপ্ত বাষ্প ও জল গিযে জাহাজেব খোলেব সবচেযে বিপদসংকুল জাযগায সজোবে পডতে লাগল। এক অদৃশ্য হাত নিযন্ত্রণ গ্রহণ কবেছিল। অতি শীঘ্র বিশাল কালো ধোযাব কুণ্ডলী সাদা বাষ্পেব মেঘে পবিণত হলো এবং অগ্নিনির্বাপকবা বুঝতে পাবল যে জাহাজ নিশ্চিতরূপে বক্ষা পাবে।

এই সম্পূর্ণ ঘটনাটা এতই আশ্চর্যজনক ছিল যে নাবিকবা সংগে সংগে তাদেব বিস্মব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কবে পাবল না। "পাট মোরান" নামে এক অজ্ঞমূর্খ আইবিসম্যান জিজ্ঞেস কবল, "কাপ্তেন, তুমি কি বিশ্বাস কর যে সেই অতি মানব এখানে কিছু করে দিয়েছে ?" কাপ্তেন মান সম্ভবতঃ ধর্মীয জীবনের একটি দিক সম্পর্কে তাব ধারণায ভুল কবেছিলেন। তিনি মনে কবতেন যে খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কে তাব লোকদের সংগে আলাপ করা অপ্রযোজনীয়। তিনি তাদের সামনে যে বাস্তব জীবন যাপন কবতেন তা দেখে তার ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কে তাদেব ধাবণা লাভ করতে দিতেন। কিন্তু এবারে তিনি তার বিশ্বাস স্বীকাব কবতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, "দেখ, সর্বশক্তিমানের হাতই ঐ বাষ্পের পাইপটা ভেংগে দিয়েছে। এটা এমনি এমনি হয়নি।

ঈশ্বব বলে একজন আছেন যিনি প্রার্থনা শোনেন এবং উত্তব দিযে থাকেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যাবা সমুদ্রে যায় তিনি তাদের সাহায্য কববেন, এবং আজ তিনি তার কথা বক্ষা কবেছেন।" এই কথাগুলি শুনবার সময় হ্যাবল্ডের দাগ দেয়া বাইবেল খানা মনে হলো অপ্রত্যাশিত আত্মার মত হ্যারল্ডকে নাড়া দিল। আবাব পাট মোরান বলল, "বলুন দেখি, কাপ্তেন, আপনি যা বলেছেন তা কি সত্যি সত্যি আপনি বিশ্বাস কবেন ?"

"হ্যাঁ বাপু আমি অনেক বছব পর্য্যন্ত এটা বিশ্বাস কবে আসছি।" "কিন্তু আপনি এই ধাবণাটা কোথায় পেলেন ? সেই বড় মানুষটি আপনাকে কোথায় বসে বলেছেন যে তিনি আমাদেব মত হতভাগা পাগলদের তত্ত্বাবধান কববেন।" "পাট, আমাব মা খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি আমাকে উর্দ্ধে স্বর্গেব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি আমাকে বাইবেল পড়তেও শিখিয়েছেন। এই বই খানা লিখবার জন্য ঈশ্বব ভাল লোকদেবকে সাহায্য কবেছেন। ঐ বই খানাব মধ্যে ঈশ্বব বলেছেন যে আমবা তাঁবই লোক, আমাদেরকে তাঁর বাধ্য থাকতে হবে এবং তিনি আমাদের যত্ন নেবেন। তিনি বলেছেন যে সমুদ্রযাত্রার সময যারা কষ্টের মধ্যে পডবে তিনি তাদেব উদ্ধাব কববেন। পাট, তুমি কি কখনও এক খানা বাইবেল দেখনি ?" সে বিস্মিত হয়ে বলল, "নিশ্চযই না, আমি কখনও দেখেনি, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আমাব চোখ দিয়ে সেবকম এক খানা বই দেখতে চাই।"

আবাব হ্যারল্ড উইলসন সহজেই অসুস্থবোধ কবতে লাগল। একজন ভাল মা, একজন ঈশ্বর, এক খানা বাইবেল, একটি প্রার্থনার উত্তব এসব চিন্তা তাকে পাঁচনীব মত আঘাত করল এবং গভীরভাবে আঘাত করল। তাব কি এক জন ভাল মা ছিল না ? আর তিনি কি তাকে ঈশ্বর বিশ্বাস করতে ও প্রার্থনা কবতে শিক্ষা দেননি ? তিনি কি তাকে বহুবার অনুরোধ করেন নি যেন সে বাইবেল পড়ে ও এর শিক্ষাগুলি মেনে চলে ? হ্যাঁ, এ সব সত্য এবং আরও অনেক কিছু। পাট মোবান ও অন্যদেব তখন ডিউটি ছিল না। তাই তারা কাপ্তেন মানেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাব কামবায় গেল এবং সেই প্রতিজ্ঞা যেখানে লেখা আছে সে জায়গাটা দেখল, যে প্রতিজ্ঞা সেদিন জাহাজের সব লোকের প্রাণ রক্ষা করেছে। হ্যারল্ডও তাদের সংগে গিয়েছিল।

দরজার কাছেই টেবিলেব উপরে বাইবেলখানা খোলা অবস্থায ছিল। কাপ্তেন বললেন, "ঐ যে সেই পুস্তক খানা যেখানা আমার মা আমাকে ভালবাসতে শিখিযেছিলেন, আব ঠিক ওখানেই সেই প্রতিজ্ঞাটি লেখা আছে যা আগুন নিভিযে দিয়েছে এবং আপনাদের ও আমার জীবন রক্ষা কবেছে।" কথাগুলি বলতে বলতে তিনি তাদের কাছে ঐ শাস্ত্রাংশটি পাঠ করলেন যা অনেকদিন পর্য্যন্ত তার আশ্রযস্থল হয়ে আসছিল। হ্যারল্ড কাপ্তেনেব মুখেব দিকে তাকাল। কি সুন্দব মুখ, সব রকম নোংরামী থেকে

মুক্ত। কেমন পবিচ্ছন্ন চেহারা। মুখেব প্রত্যেকটি কুঞ্চিত রেখায় কেমন সততা, সরলতা ও মহত্ত্বেব চিহ্ন, আর ইনিই ছিলেন একজন বাইবেলের মানুষ, একজন বাস্তব, সাহায্যকারী আন্তরিক কাপ্তেন।

হ্যাবল্ড তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে একটু খানি তামাক পাতা পুবে দিয়ে চিবাতে চিবাতে জাহাজে তার নিজ অবস্থানে ফিরে গেল। তাড়াহুডা কবে সে তার বাক্স খুলল এবং তাব মাযেব দেযা বাইবেল খানা তুলে নিয়ে কাপ্তেন যে পদগুলি পাঠ করেছিলেন সেগুলি বাব কববাব চেষ্টা করল। অনেক খুঁজবার পবে সে অংশটি খুঁজে পেল। পৃষ্ঠার একপ্রান্তে তাব মাযেব হাতের লেখা এই কথাগুলি সে পাঠ করল: "আমি সব সময প্রার্থনা কবব যেন এই প্রতিজ্ঞা সমুদ্রেব মধ্যে তোমাকে ঝড বা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করবাব জন্য তোমাব আশ্রয হয়।" সে পুস্তকখানা বন্ধ কবে ক্রুদ্ধ ভাবে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। একথা চিন্তা কবে সে ক্রুদ্ধ হলো যে সে এখনও তাব মাযেব প্রভাবেব বাইবে যেতে সমর্থ হয়নি। এই সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাটি তাব কাছে এক দুঃস্বপ্নেব মত মনে হলো। সুতবাং যখনই সে এই শাস্ত্রাংশটি ও তার পাশে লেখা কথাগুলি দেখল তখনই তাব মধ্যে সেই পুরানো দিনের শত্রুতা ও তিক্ততা জেগে উঠল। তার সব চাপা ক্রোধেব বশবর্ত্তী হযে মুখে একটা গাল দিযে সে লাফিযে উঠল। সে বাইবেল খানা নিয়ে খোলা দবজার কাছে গিয়ে আবেগের বশে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সে বিড় বিড় করে বলল, "এখানেই এই অভিশপ্ত ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাক"। এরপর, একটা প্রশংসনীয় কাজ করা হয়েছে মনে করে সে পাটাতনের উপবে ঘুবে বেড়াতে লাগল।

তৃতীয় অধ্যায়

"হায় আমার মা" ! কালিফোর্নিয়ার এক পুরনো বন্ধুর লেখা এক খানা চিঠি হাতে নিয়ে হ্যারল্ড উইলসন হনলুলুর পোষ্ট অফিসে দাঁড়িয়ে ছিল । চিঠি খানায় লেখা ছিল ঃ

"ভাই হ্যাবল্ড,

আমবা বেশ কযেক সপ্তা যাবৎ তোমাব বাড়ী ফিবে আসাব জন্য আশা কবে আছি। আমবা লোক পবম্পবায শুনেছিলাম যে তুমি ব.উা: পথে বওনা দিযেছ, আর তাই আমবা বিশ্বাস কবেছিলাম যে তুমি তোমাব মাযেব অসুখেব শেষ দিনগুলিতে তাব ভাব বহন কববার জন্য সমযমত বাড়ী আসবে।"

বেশ কযেক সপ্তা আগে তিনি বাহ্যিক প্রভাবজনিত কাবণে সাংঘাতিক ভাবে নিমোনিয়ায আক্রান্ত হন। বেঁচে থাকাব জন্য তিনি খুব চেষ্টা কবেছেন, কিন্তু তোমাব জন্য তাব উৎকন্ঠা এবং সে সংগে আর্থিক অনটন তাব সহ্যেব অতিবিক্ত ছিল, যাব কাবণে গত বৃহস্পতিবাব তিনি জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন।

তাব শেষ অনুবোধ ছিল আমি যেন তোমাকে পত্র লিখি, এবং তোমাব বাড়ী ছেড়ে যাবার দিনে তিনি যে উপহারটি তোমাব বাক্সেব মধ্যে বেখে দিযেছেন সেটা যাতে তুমি ভুলে না যাও সেজন্য তোমাকে অনুরোধ কবি। তুমি অবশ্য বুঝতে পাববে কোন জিনিষটির কথা তিনি উল্লেখ কবেছেন। ঐ জিনিষটি কি তা তিনি আমাকে বলেননি। কিন্তু তিনি আমাকে একথা বলেছেন যে ওটা যোগাড় কবতে জগতে তার যত অর্থ ছিল তার সবই তাকে ব্যয় কবতে হয়েছে।

তাছাড়া, ভাই প্রসংগক্রমে বলা দরকার যে তুমি আমাদেরকে ছেড়ে যাবার পব থেকে আমি আমাব জীবনেব গতিটাকেই বদলে ফেলেছি। আমি আর মদ্যপান,

জুযাখেলা বা ধর্মনিন্দা কবি না। এখন আমি একজন খ্রীষ্টিযান এবং আমি জীবনটাকে চমৎকার ভাবে উপভোগ করছি।

ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। তোমার এই প্রচণ্ড বিয়োগব্যাথায নিবাশ হয়োনা। খ্রীষ্টেব জন্য জীবন যাপন কব, তাহলে তোমার মাযেব সংগে আবাব দেখা হবে। আমি একটা ঝুঁকি নিযে হনলুলুর ঠিকানায এই চিঠি পাঠালাম। ইতি —

তোমার এক সময়কার মদ্যপানেব সংগী, কিন্তু এখন তা থেকে মুক্ত
হাওয়ার্ড হফম্যান

হ্যাঁ, হ্যাবল্ড বাডীব পথে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। অনেক বছর যাবৎ সে বাইরে আছে। এই সময়েব মধ্যে সে পৃথিবীব অনেক কিছু দেখেছে। সে অষ্ট্রেলিযা, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউবোপ ভ্রমণ কবে এসেছে। সে মদ্যপান ও ধর্মনিন্দাব কঠিন জীবন চালিযে এসেছে এবং সব সময পবিকল্পনা কবেছে যে তাব মাযেব সংগে যখন আবাব দেখা হবে তখন সে ভাল হযে যাবে। সে তাব সুন্দব বাইবেল খানা সমুদ্রে ফেলে দিযেছে যেন ভর্ৎসনাকারীর স্ববকে স্তব্ধ কবে দেয়া যায, কিন্তু একবাবও সে একটা শান্তির দিন দেখতে পাযনি। যখন সে ক্রুদ্ধ হযে তার মায়েব উপহার ধ্বংস কবে ফেলেছিল তার সেই মুহূর্ত্তের নির্দয অকৃতজ্ঞতা একটা প্রতিহিংসায পরিণত হযেছিল এবং তাব প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ কবে তার সমস্ত কাজে কেবল পবাজয়, ব্যর্থতা নিযে আসতেছিল।

হনলুলু প্রায তার বাডীর মত হযে গিযেছিল এবং তাব মাযেব সংগে আনন্দের পুনর্মিলনেব স্বাদ সে আগে থাকতে এবই মধ্যে উপভোগ কবতে শুরু কবেছিল। শাস্ত্রের অপব্যযী পুত্রের মত কিভাবে তাব অপবাধ স্বীকার কবতে হবে তা সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল এবং তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল যে মায়ের কাছে ফিরে গেলে তার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। সেই জন্য যে কোন লোক সহজেই বুঝতে পাবে যে বাড়ী থেকে চিঠি খানা হাতে পাবাব সংগে সংগে তার অনুভূতি কেমন হয়েছিল। এটা ছিল আন্তরিক পবিতৃপ্তির এক গভীর অনুভূতি। কিন্তু চিঠি খানা পড়বার পরে তার নৈরাশ্য তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল। "গত বৃহস্পতিবার তিনি জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন" কথাগুলি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তার উপরে এসে পড়ল। সে হতবাক হয়ে পড়ল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "হায আমার মা"। সে ভুলে গেল যে তাব চাবদিকে অপবিচিত লোকেবা বয়েছে যাদের সামনে তাব এই দুঃখ শোক প্রকাশ করা ঠিক নয়। তখন সে মনে মনে বলল, "তুমি আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলে এবং তুমি আমাকে সাহায্য কবতেও পাবতে, কিন্তু তার আগেই তুমি চলে গেলে, চলে গেলে, চলে গেলে। সে

চিঠিপত্রগুলি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল এবং দ্রুত জাহাজে যাবাব লঞ্চে গিয়ে উঠল।

"হ্যাবল্ড উইলসন, তুমি এখন কি কববে ? তোমাব যে বকম মানুষ এখন হওযা উচিৎ তুমি কি তা হবে, নাকি সম্পূর্ণরূপে এবং হযত চিবদিনেব জন্য হাল ছেড়ে দেবে ?" জাহাজে উঠবাব সময এই ধবণেব প্রশ্ন তার মনে উঁকি মাবতে লাগল। জাহাজ খানা পবেব দিন ছেড়ে যাবাব কথা। উত্তবটা তখনই আসতেছিল; কিন্তু দুঃখের কথা যে এটা ছিল তাব নীচ প্রবৃত্তিব উত্তর। অন্যান্য অনেক লোকেব বেলাতে যেমন হয হ্যাবল্ডেব বেলাতেও তাব পবিকল্পনা কার্য্যকব কবাব অক্ষমতা তাকে দুঃসাহসী এবং বাহ্যতঃ পুনঃ পুনঃ দাযিত্বহীন করে তুলল। সে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকাব কবে নিচ্ছিল এবং সে পবিকল্পনা কবেছিল যে সে যখন তাব মাযেব সংগে মিলিত হবে তখন সে উন্নততব জীবন যাপন কববে। কিন্তু তাব পবিকল্পনা এভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়ায সে ক্রুদ্ধ হল এবং সে সংকল্প কবল যে সে এখন আগেব চেযে দুষ্টতাব আবও গভীবে প্রবেশ কববে।

"ঈশ্বব বলে কেউ নেই। যদি থাকে তাহলে তিনি অত্যন্ত নির্দয এবং আমি তাকে ঘৃণা কবি। তিনি আমাকে ঘৃণা কবেন, কাবণ আমাব ঠিক প্রয়োজনেব মুহূর্তে তিনি আমার মাকে কেড়ে নিযেছেন। হায, তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে আমি তাকে দেখিযে দেব যে হ্যাবল্ড উইলসনেব তাব চেযে বেশী ক্ষমতা আছে। তিনি যদি আমাকে ঠিক কাজ কবতে না দেন তাহলে আমি বেঠিক কাজই কবব, তার নিশ্চিতরূপে মনে হলো যে সেই দিন থেকে সে জীবনে তাব এই সিদ্ধান্ত বাস্তবাযনে সফল হযেছিল; কাবণ সান ফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছে সে উচ্ছৃংখল আমোদ স্ফুর্তি, লাম্পট্য ও অপরাধ প্রবণতার কাছে নিজেকে সমর্পণ কবল। শহবেব অত্যন্ত নীচ স্তবেব লোকেবা হলো তাব সংগী। আইন ভংগের কাজে এবং এমনকি তাদের সংগীদের রক্তে নিজেদেব হাত রঞ্জিত করতেও তাবা সিদ্ধহস্ত ছিল।

হাওয়ার্ড হুফম্যান নামে যে বন্ধুটি হনলুলুতে পত্রেব মাধ্যমে সংবাদ পাঠিযেছিলেন তিনি সকাল বেলায় দৈনিক পত্রিকা "ক্রোনিকল" হাতে নিযে দেখতে ছিলেন। হঠাৎ উপরে বড় হরফে এই কথাগুলি দেখেই তার চক্ষুস্থিব হয়ে গেলঃ "মিশনের জেলায হত্যাকাণ্ড। হ্যারল্ড উইলসন নামে একজন সন্দেহভাজন নাবিক আটক। পুলিশ নিশ্চিত যে তারা সঠিক দাগী অপরাধীকে ধরতে পেবেছে।" মিঃ হুফম্যানের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তার হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল।" একজন দাগী অপরাধী। হ্যাঁ, তিনি জানতেন এটা মিথ্যা নয, কারণ বহু বছব আগে তিনিও সেই চুরি ডাকাতিব সংগে যুক্ত ছিলেন; আর এখন হ্যারল্ড তাব সেই পুবনো অপবাধের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য ফিরে এসেছে। তার নব্য যুবতী স্ত্রী তার উদ্বেগের কারণ জেনে যেতে পারে

এই ভয়ে সে তাডাতাডি তাব কোট পবে ও মাথায টুপি দিযে ঘব থেকে বেবিযে গেল। হুফম্যানেব পবিবাব তখনও ওকল্যাণ্ড শহবে একটা সব চেযে সুখী ও সুন্দব পবিবাব হিসাবে স্বীকৃতি পেযেছিল। মিঃ হুফম্যান শহবেব সর্বত্র একজন খাঁটী সৎ লোক হিসাবে সুপবিচিত ছিলেন এবং যেদিন তিনি খ্রীষ্টধর্মেব পথে পা বাডিযে ছিলেন সেদিন থেকে তাব বিবাট ব্যবসাযে প্রখব বৃদ্ধি ও উন্নতি দেখা যাচ্ছিল। মিঃ হুফম্যান অন্য একজন লোকেব কাছ থেকে ইতিপূর্বে যা কিছু গ্রহণ করেছিলেন তা সব প্রত্যর্পণ কববাব পবে লোকেবা তাব অতীত বিষযগুলি ভুলে গেল। তিনি এখন সেই লোকটিব কাছে গেলেন যে লোকটিব বাডীতে তিনি একসময হ্যাবলড উইলসনকে নিযে গিয়ে তাব নিজেব অপবাধ স্বীকাব কবেছিলেন এবং তাব কাছ থেকে যে অর্থ নিযেছিলেন তা চক্রবৃদ্ধি হাবে সুদ সমেত ফেবত দিযেছিলেন। তাহলে এখন তাব ভাবনা কি? ওহঃ, হ্যাবল্ডেব জন্য। তিনি বিশ্বাস কবছিলেন যে তাব পুবনো বন্ধুকে ঈশ্বব তাব পাপ থেকে উদ্ধাব কববেন এবং একজন সহকর্মী হিসাবে তাকে ধার্মিকতাব পথে পবিচালিত করবেন। কিন্তু হ্যাবলড ফিবে এসে আগেব চেযে আবও নীচস্তবে নেমে গেছে। সম্ভবতঃ সে সংশোধিত না হওযায এবং তাব অতীতেব পাপ ক্ষমা না হওযায এখন সব কিছু প্রকাশ হযে পডছে, যাব ফলে তাব মনে যে চিন্তা ছিল তা ব্যর্থ হযে যাবাব উপক্রম হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছে মিঃ হুফম্যান দ্রুত থানায গেলেন এবং কযেদীব সংগে সাক্ষাৎ চাইলেন। তাব নাম শুনে লোকেবা সহজেই তাকে প্রবেশ কবতে দিল। তার পুবনো দিনেব সংগীব দিকে তাকিযে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। তাব সর্বাংগে ছডিযে আছে এক নিষ্ঠুবতাব ছাপ। প্রবাদবাক্যে আছে "যতদিন শ্বাস ততদিন আশ"। তাই তিনি আশা ছাডলেন না। তাব ভালবাসাব টানে তিনি হ্যাবল্ডকে বুঝাতে চেষ্টা কবলেন যে এখনও তাব উপবে তাব আস্থা আছে এবং তাব এই প্রযোজনেব সময় তিনি তাব পাশে থাকবেন। তদন্তেব ফল প্রকাশ পেল যে হত্যাকাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে হ্যাবল্ডের কোন অংশ ছিলনা, তবুও পবিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে সে আইনের হাত থেকে রেহাই পাবেনা। হাওয়ার্ড হুফম্যান এখন চেষ্টা কবতে লাগলেন যাতে শাস্তিটা আর একটু হালকা কবা যায। তাব উদ্দেশ্য হাসিল কবাব জন্য তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাব ইতিহাস এখানে দেবার প্রযোজন নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে হ্যাবল্ড উইলসন একটি শর্তে ছাডা পেল, আর শর্তটি হলো এই যে তাকে পাঁচ বছরের জন্য দেশত্যাগ কবতে হবে এবং সে সংগে এই সতর্কবাণী থাকবে যে যখন সে ফিরে আসবে তখন তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ভবিষ্যতে উত্তম আচরণের নিশ্চয়তার সুপারিশ আনতে হবে।

এই শর্তগুলি তাকে দেশবিহীন একটা মানুষে পরিণত করল এবং এগুলি পালন কবা তার পক্ষে বেশ কঠিন মনে হলো। কিন্তু হাওযার্ড হুফম্যানের উৎসাহে সে স্থিব করল যে সে তা পালন কবতে চেষ্টা কববে। সে 'পেসিফিক ক্লিপার' নামক জাহাজে একজন সাধারণ নাবিক হিসাবে একটা চাকরি পেল। জাহাজ খানা এক সপ্তাহ পরে

সান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে ইয়োকোহাকা রওনা হয়ে গেল। তার সন্দেহই হয়নি যে জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন বহু বছর আগের সমুদ্র যাত্রার তার পুরনো বন্ধু কাপ্তেন মান। ওকল্যাণ্ডে হুফম্যানের বাড়ী ছেড়ে হ্যারল্ড সান ফ্রাসিকোর উদ্দেশ্যে রওনা দিল। সেখান থেকে পরের দিন জাহাজ ছেড়ে যাবার জন্য জেটিতে প্রস্তুত হয়ে থাকল। ওকল্যাণ্ড বাঁধের উপরে ওয়েটিং রুমের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সে একজন বিনামূল্যে সাহিত্যের কাগজ বিতরণকারীকে দেখতে পেল। তার একটা পাত্রের মধ্যে ছিল এক খানা বাইবেল। সে বিস্মিত হয়ে দেখল যে ওখানা ঠিক তার মায়ের দেয়া বাইবেল খানার মত। সুন্দর বই খানা তুলে নিয়ে যেই মাত্র সে তা খুলল তখনই দেখতে পেল যে এখানাও দাগ দেয়া। শুধু দাগ দেয়া নয় কিন্তু আগের বাইবেল খানার মত যথেষ্ট দাগ দেয়া। সংগে সংগে সে সব কিছু ভুলে গেল। সে ভুলে গেল যে সে ফেরী নৌকার অপেক্ষায় রয়েছে, ভুলে গেল যে সে অপরাধের কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত এবং সে ভুলে গেল যে সে প্রায় অসহায় একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ। সে একটা আসনে বসে পড়ল এবং দীর্ঘ একঘণ্টা যাবত বাইবেল খানার সব জায়গায় উল্টে পাল্টে খোঁজ করে দেখল। হ্যাঁ একই শাস্ত্রাংশগুলির অধিকাংশতেই দাগ দেয়া ছিল এবং যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ৮-১১ পদের পাশে মার্জিনে এই কথাগুলি লেখা ছিল "বিশ্রাম দিনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হলো সেদিনে তাঁর উপস্থিতি। যিনি বিশ্রামবার পালন করেন তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকে, এবং যাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকে তারা সকলে বিশ্রামদিন পালনে আনন্দ করবে।" যিশাইয় ৫৮ ঃ ১৩। এই কথাগুলির অধিকাংশই তার মায়ের কথার মত মনে হয়। এর পরে গীতসংহিতা ১০৭ ঃ ২৩-৩১ পদ লাল কালি দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছিল। কেবল এই অংশটিই তার মা লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন। তার অন্তর গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। তার গাল বেয়ে এক ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ল। এক নূতন জীবনের স্বপ্ন তার সামনে ভেসে উঠল। এ সব কিছুর মধ্যে তার মা আবার কথা বলে উঠলেন এবং যে খ্রীষ্টকে তিনি ভালবাসতেন সেই খ্রীষ্ট এসে একটা হারানো আত্মার কাছে তার আকুল আবেদন রাখলেন।

"হে মা, এই বাইবেল খানা কি আমি সংগে করে নিতে পারি ? কি করে আমি এখানা ছেড়ে যাব ? আমার জন্যই এখানার মধ্যে দাগ দেয়া হয়েছে, তাতে কোনই ভুল নেই। মা, তুমি কি এই বাইবেল খানায়ও দাগ দিয়েছ ? সে নিজেই নিজের কাছে জোরের সংগে এই কথাগুলি বলছিল। তার পিছন থেকে একটা আওয়াজ বলল, "বন্ধু, তুমি বই খানা নিয়ে যাও। এখানায় তোমাকে আশীর্বাদ করুন ও তোমাকে খ্রীষ্টিয় জীবন দান করুন।" বিস্ময়ে চমকে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় হ্যারল্ড ফিরে তাকাল। কিন্তু একজন পিতার মত বন্ধুসুলভ একটি মুখ দেখতে পেয়ে সে আশ্বস্ত হলো। সে তাড়াতাড়ি

উঠে আগন্তুককে সম্বোধন করে বলল, "আপনি কি সত্যি বলছেন ? আমি কি বাইবেল খানা নিতে পারি ? কিন্তু এর দাম দেবার মত কোন অর্থ তো আমার কাছে নেই।"

"সেজন্য চিন্তা করতে হবেনা, বন্ধু। আমি এমন লোকদের প্রতিনিধিত্ব করি যারা ঈশ্বরের বাক্যকে ভালবাসে এবং যারা এর সত্যকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চায়। তারা জেনে খুব সুখী হবে যে এই বই খানা এমন একজনের সংগে আছে যার খুব দরকার আছে। কিন্তু আপনি আর এক খানা দাগ দেয়া বাইবেলের কথা বলে কি বুঝতে চেয়েছিলেন। আমি কথাটা শুনে ফেলেছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।" হ্যারল্ড একজন খাঁটি বন্ধুর সাহচর্য্য লাভ করেছিল। সে ভগ্ন হৃদয়ে তার মা, সেই বাইবেল খানা এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করছিল ও বিশেষভাবে সে কিভাবে তার মায়ের ত্যাগ ও ভালবাসার পবিত্র উপহার সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেই সম্পূর্ণ দুঃখের কাহিনী তার কাছে বলল।

কেবলমাত্র একটা সংক্ষিপ্ত আলাপই সম্ভব ছিল, কিন্তু যে কয়েক মিনিট দুজনে একসংগে কাটিয়েছিল তার মধ্যেই হ্যারল্ড পরিত্রাণের একটা পথ ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেল। সে ঈশ্বরের নিয়ম কানুন সম্পূর্ণরূপে দেখতে পেল। সে আইন ভংগ করাকে পাপ হিসাবে দেখতে পেল। সে দেখতে পেল যে খ্রীষ্টই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি অভিশপ্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন।

সেই পিতার মত বন্ধুটি হ্যারল্ডের জন্য প্রার্থনা উৎসর্গ করলেন। এটা ছিল এমন একটা প্রার্থনা যা হ্যারল্ড কখনও ভুলতে পারবেনা, বিশেষভাবে এই বাক্যটা তার মনে লেগেছিলঃ "প্রভু, তুমি তাকে সমস্ত মন্দ স্বভাবের তাড়না থেকে বিশ্রাম দেও"। অবশ্য এটা তার কাছে এক অদ্ভুত ধারণা মনে হলেও এটা তার অনেকদিন স্মরণে ছিল। ছেড়ে যাবার সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করল, "কোন্ জাহাজে যাচ্ছ তুমি, যুবক ?" "আমি "প্যাসিফিক ক্লিপার" জাহাজে যাচ্ছি"। "খুব ভাল কথা, ওটা তো আগামীকাল যাচ্ছে। আমার কয়েকজন বন্ধু ঐ জাহাজের টিকেট কিনেছে। তোমার সংগে নিশ্চয়ই তাদের দেখা হবে।" মূল্যবান বাইবেল খানা হাতের মধ্যে নিয়ে হ্যারল্ড তাড়াতাড়ি গিয়ে ফেরীতে উঠল। তার জন্য অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জমা হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নতির পথে

হ্যাবলড মনে মনে বলল "প্রায আট বছ্ব, আজ থেকে প্রায আট বছ্ব আগে আমি "আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট" জাহাজে কবে মেলবোর্ণেব উদ্দেশ্যে এই জাযগা ছেড়ে গিযেছিলাম।" প্যাসিফিক ক্লিপাব জাহাজ তাব নোংগবেব শিকল তুলে নিল এবং আস্তে আস্তে জাপানেব পথে তাব দীর্ঘ যাত্রায গোল্‌ডেন গেট ব্রিজেব তলা দিযে সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরে বেবিযে গেল। "আট বছ্ব আগেব সেই মে মাসেব সকাল বেলাটা আমাব যেন পবিস্কাব মনে পড়ছে, যখন একজন মাতাল, একজন অপবাধী, একজন কঠিন ও অসুখী হতভাগা হিসাবে আমি ন্যাযবিচাব এড়িযে যাবাব জন্য এবং মাযেব অনুবোধ উপবোধ থেকে পবিত্রাণ পাবাব জন্য সমুদ্র যাত্রা কবেছিলাম। আমাব কত স্পষ্ট মনে পড়ে সেইসব জিনিষগুলিকে যা আমাকে বাড়ী যেতে ও মাযেব কাছে যেতে উদ্যোগী কবেছিল; আমাব মনে পড়ে সেই সব জিনিষগুলিকে যাব বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছি যতদিন আমি কেবলমাত্র মদ, ঈশ্বর নিন্দা ও খাবাপ সংসর্গে আসক্ত ছিলাম।

সেই অগ্নিকাণ্ডের দিনটা আমাব কেমন স্পষ্ট মনে পড়ছে যেদিন কাপ্তেন মান আমাদেবকে বিস্ফোবণ ও মৃত্যুব হাত থেকে রক্ষা কবার জন্য ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা করছিলেন। হ্যাঁ, সেই ঘৃণিত মুহূর্তটা আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে যখন আমি আমাব বাইবেল খানা সমুদ্রে ফেলে দিযেছিলাম। হে ঈশ্বব, আমাকে সাহায্য কর। কেন যে আমি তা করেছিলাম ? প্রার্থনা করি আমি যেন তা ভুলে যেতে পারি। এখন আমি আব একটা যাত্রা শুরু করছি, এটা আমার ইচ্ছা অনুসারে হয়নি, কিন্তু আমাকে বাধ্য কবা হয়েছে। আমাকে আমেবিকার বাইরে থাকতে বাধ্য কবা হযেছে যে পর্যন্ত আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমি একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক। কিন্তু আজ আমার মা নেই, এবং মনে করি কোন বন্ধুও নেই। কোন বন্ধু নেই ? হ্যাঁ, আমাব একটি জিনিষ আছে – আমার সেই বাইবেল খানা আছে। এখানা আমার কাছে আমাব মাযেব মত। আমার মনে হচ্ছে, কোন না কোন ভাবে, এটা আমাকে একজন ভাল মানুষ হতে সাহায্য কববে।

বাঁধেব উপবেব ঐ বুডো লোকটিকে একজন ভাল লোক বলে মনে হয়েছিল। তিনি আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন তখন আমাব মনে একটা বেখাপাত কবল, এবং যখন তিনি আমাকে বললেন যে আমি বাইবেল খানা আমাব সংগে কবে নিযে যেতে পারি, তখন সত্যই আমি মনে মনে স্থির করলাম যে আমি ভাল হতে চেষ্টা কবব। আমি চিন্তা কবলাম যে বাস্তবিকই আমি তা হতে পারি। কিন্তু নিশ্চয়ই সে কিছু অদ্ভুত কথা বলেছে। আমি ওরকম কথা এর আগে কখনও শুনিনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। আমাব মনে পড়ছে, আমার মা আমাকে বলতেন যে আমাদেব দশ আজ্ঞা পালন কবা উচিত এবং সবগুলি পালন করা উচিত। আব তিনি বলতেন যখন দশ আজ্ঞাব মধ্যে বলা হযেছে যে আমাদেব সপ্তম দিন পালন কবা উচিত তখন তিনি বোঝেন না, কেন খ্রীষ্টিযানবা ববিবাব দিন পালন কবে। কিন্তু যেদিনটি লোকদেব পালন কবা উচিত বলে মা মনে কবতেন, ঐ বুড়ো লোকটি সেই দিন পালন কবেন।

এই সব ব্যাপাবের অসাধাবণ জিনিষটি হলো তাব দেযা বাইবেল খানা। প্রথমতঃ এটা দেখতে আমাব ছুঁড়ে ফেলে দেযা বাইবেল খানাব মত, তাছাডা এটা একই ভাবে ঠিক একই শাস্ত্রাংশে দাগ দেযা, একই বকম কালি, মার্জিনে ব্যাখ্যা লেখা এবং প্রথম পৃষ্ঠায একটা উপদেশ লেখা। কিন্তু ওটা কি? সে এখন জোবে জোবে বলতে লাগল। তাব গুরুত্বপূর্ণ দাযিত্বের চিন্তা থেকে (তাকে সামনেব দিকে প্রধান ডেকে একটা দাযিত্বদেযা হযেছিল) এবং অতীত জীবন সম্পর্কে চিন্তা কবা থেকে সে হঠাৎ একটা গলার স্বব শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। মনে হলো অনেকদিন আগেকার সময় থেকে এক প্রেতাত্মা উঠে এসেছে। সে পিছন দিকে ফিবে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেযে মনে কবল সে ভুল কবেছে।

কিন্তু আবার সে সেই স্বর শুনতে পেল; আর এবারে সে সেই পুলের দিকে তাকাল। সেখানে কাপ্তেন মান দাঁড়িয়েছিলেন। হ্যাঁ সেই একই বৃদ্ধ কাপ্তেন, সেই 'আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট' জাহাজের নাযক যিনি এখন এই বিখ্যাত ট্রান্সপ্যাসিফিক প্যাসেঞ্জার লাইনার এব চালক। হ্যাবল্ড উইলসন তার আবেগে প্রায অভিভূত হয়ে পড়লেন। আনন্দে তাব বুকেব মধ্যে ধড়ফড় করতে লাগল। তার অন্তরের গভীবে মনে হলো কে যেন তাকে বলে দিচ্ছে যে এই সমুদ্র যাত্রায তাকে উন্নততর জীবনেব বহস্য শিক্ষালাভ করতে হবে এবং ঐ পুলের উপরের প্রার্থনাশীল লোকটিকে তাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে। যে লোকটিকে যুবক এত শ্রদ্ধা কবত তার সংগে সংগে সাক্ষাৎ ও তাকে সালাম জানাবার সুযোগ আসবার আগে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নিয়মিত ডিউটি করবার সময়েই দেখা হয়ে গেল এবং কাপ্তেনের হাত ধরবার জন্য হ্যারল্ড দৌড়ে গেল। "কাপ্তেন মান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে আবার আপনার জাহাজে আপনার সংগে সমুদ্রে আসবাব সুযোগ হয়েছে।" কাপ্তেন তার বড় হাত দিয়ে আনন্দের সংগে অন্তর দিয়ে হ্যারল্ডের হাত ধরলেন। সদিচ্ছার সম্পূর্ণ আদান প্রদান প্রকাশ পেল। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে এক বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা গেল।

"হে যুবক, তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছ কেন ? যখন তোমার সংগে আমার পরিচয় হয়, তখন ঈশ্বরের প্রতি তো তোমার কোন শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না ।" "হ্যাঁ কাপ্তেন, সে কথা সত্য, কিন্তু আজ সত্য বলে যা জানি তার জন্য আমি দীর্ঘ সংগ্রাম করেছি। আমি ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে চাই এবং 'আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট' জাহাজে আগুন লাগার দিনে আপনি যেমন করেছিলেন আমি ঠিক সেভাবেই তাকে জানতে চাই। আমার মা যেমন করতেন আমি ঠিক সেভাবেই তাকে জানতে চাই ও তার সেবা করতে চাই। আপনি বাইবেল সম্পর্কে এবং এর ভিতরকার প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা কি আপনার মনে আছে ?" "হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তোমার কোন উপকার করেছিল বলে আমার মনে পড়ছে না" "সেকথা সত্য, কাপ্তেন, কারণ সেই দিনেই আমি আমার স্নেহময়ী মায়ের দেয়া বাইবেল খানা ঘৃণাভরে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তিনি সেখানকার মধ্যে আমার জন্য দাগ দিয়েও দিয়েছিলেন। আপনি কি জানেন যে তিনি সেখানকার মধ্যে যে পদটা অগ্নিকাণ্ড থেকে আমাদের রক্ষা করেছে বলে আপনি বলেছিলেন সেই পদটায়ও দাগ দিয়েছিলেন ? কিন্তু কাপ্তেন মান, আমার আর এক খানা বাইবেল আছে এবং সেখানাও দাগ দেয়া। গীতসংহিতার ঐ পদটি দাগ দেয়া, দশ আজ্ঞাগুলি দাগ দেয়া এবং অন্যান্য অনেক অনেক অংশও দাগ দেয়া।"

"সেরকম বাইবেল তুমি কোথায় পেলে যুবক" কাপ্তেন স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাবল্ড তখন তার মায়ের মৃত্যু, পাপের কাছে তার আত্মসমর্পণ, তার গ্রেফতার হওয়া, তার দণ্ডাদেশ, তার বাইবেল খুঁজে পাওয়া এবং ওকল্যাণ্ড বাঁধের উপরে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সংগে সাক্ষাৎ সম্পর্কিত সব দুঃখের কাহিনী খুলে বলল। কাপ্তেন বললেন, "ও হ্যাঁ, আমি সেই ভদ্রলোককে চিনি। সে এক অদ্ভুত দলের লোক, যারা রবিবারের বদলে শনিবার পালন করে, আর সে এই জাহাজের পড়ার ঘরের মধ্যে যাত্রী ও নাবিকদের উপকারের জন্য বহুসংখ্যক কাগজ ও পত্র পত্রিকা রেখেছে।" "হ্যাঁ কাপ্তেন, তিনি আমাকে বাঁধের উপরে বাইবেল খানা পড়তে দেখেছিলেন আর যখন তিনি দেখলেন যে এখানার জন্য আমার আকাংখা আছে তখন তিনি আমাকে সেখানা সংগে নিয়ে আসবার অনুমতি দিলেন। আমি আপনাকে বলতে পারি যে এ পর্যন্ত যত লোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভাল লোক। তিনি আমাকে বুঝতে পেরেছিলেন। আর আমি কতদূর নীচে নেমে গিয়েছিলাম তা যখন আমি তাকে বললাম তখন তিনি আমার জন্য চোখের জল ফেললেন এবং আমার জন্য প্রার্থনা করলেন যেন আমি সমস্ত খারাপ অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারি এবং খ্রীষ্টেতে বিশ্রাম পাই। তিনি আমাকে যা বললেন তাতে মনে হলো সঠিক জীবনের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা

আমার কাছে খুলে গেল এবং আমি সংকল্প করলাম যে আমি ভাল মানুষ হবার চেষ্টা করব। কাপ্তেন, আমি চাই যেন আপনি আমাকে সাহায্য করেন।"

"তুমি যাতে একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে গড়ে উঠতে পার সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কবব, কিন্তু আমাব ভয হচ্ছে, আমি তোমাকে ঐ বৃদ্ধ লোকটির বিশ্বাসের মত বিশ্বাস করতে সাহায্য কবতে পাববনা। কারণ, আমাব মনে হয় শনিবার পালন কবে সে ভুল কবছে। ঐ ভদ্রলোকেব অনেক লোক এই জাহাজে আছে, যদিও তাবা ফিলিপাইনে মিশনারীর কাজ করে, এবং তারা তোমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু দেখে শুনে চল, যুবক, পাগলামি করোনা।"

পঞ্চম অধ্যায়

এক জন প্রকৃত মিশনারী

প্যাসিফিক ক্লিপাব জাহাজ খানা একসপ্তা যাবৎ সমুদ্রেব মধ্য দিয়ে তাব গন্তব্য পথে চলছিল। এমন সময একদিন এক জন লোক হ্যাবল্ডেব কাছে এল। তাব চেহাবা বেশ সুন্দব ছিল। সে অত্যন্ত সদযভাবে কোন ভূমিকা না কবে হ্যাবল্ডকে জিজ্ঞেস কবল সে খ্রীষ্টিযান কিনা। হ্যাবল্ডের জীবনে এই প্রথমবাব অত্যন্ত আপনজনেব মত এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস কবা হলো। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হলেও, আগন্তুক এভাবে সবাসবি প্রশ্ন করায সে মোটামুটি সুখীই হলো। সে উত্তব কবল, "না মশাই, আমি তা নই, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে মনে কবছি যে আমাব তা হওযা উচিত। আপনাব নামটা কি আমি জানতে পাবি ?" "আমাব নাম এলডারসন" "যে মিশনাবীবা ফিলিপাইন যাচ্ছেন, আপনি কি তাদেব এক জন ?" "হ্যাঁ তাই, কিন্তু আপনি সেকথা জিজ্ঞেস কবছেন কেন ?" "ক্যাপ্তেন মান আমাকে বলেছেন যে এ জাহাজে মিশনাবীবা আছে; আমি তাদেব যে কোন এক জনেব সাথে দেখা কবে আমার কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবতে চাই। আপনি দেখছেন যে আমার কাছে এক খানা বাইবেল আছে। ওকল্যাণ্ড বাঁধেব উপবে এক জন বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে এখানা দিয়েছেন। বাইবেল খানায দাগ দেযা আছে। আমাব খ্রীষ্টিয়ান মা আমাকে এক খানা দাগ দেযা বাইবেল দিযেছিলেন, কিন্তু আমি তখন খ্রীষ্টধর্ম ঘৃণা করতাম বলে সেখানা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানাও দেখছি প্রায একই ভাবে দাগ দেয়া। তাই এই দাগগুলি আমাকে আমাব পুবানো বাড়িতে আমার মায়ের বলা কথাগুলির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, এবং আমি চাই কিভাবে খ্রীষ্টিয় জীবন শুরু করা যায় তা যেন কেউ আমাকে জানতে সাহায্য করে।" "হে বন্ধু, তোমার নাম কি উইলসন, হ্যাবল্ড উইলসন ?" ভদ্রলোক প্রশ্ন কবলেন। "হ্যাঁ তাই, কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কি করে ?" "সে এক অদ্ভুত কাহিনী, কিন্তু আমি তোমাকে বলবো। ওকল্যাণ্ড ছেড়ে আসবার কয়েকদিন আগে স্যান ফ্রান্সিস্কোর একটা খবরের কাগজে একটা বিচারের বিবরণ পড়লাম। কিছু অন্যায় কাজ করার জন্য উইলসন

নামে এক জন যুবককে পাঁচ বছরের জন্য দেশের বাইরে থাকার দণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। সংবাদদাতা দণ্ডহ্রাসকারী বিভিন্ন পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ছিল এক জন আদর্শ মায়ের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা ও উত্তম বন্ধুলাভের আশা, যেন যুবক ভবিষ্যতে পিতা মাতার সম্মান রক্ষা করতে পারে। এছাড়া তার পিতামাতা উভয়েই তাকে একাগ্রভাবে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে গিয়েছেন। সংবাদে বলা হয়েছিল যে যুবক "প্যাসিফিক ক্লিপার" জাহাজে একটা চাকরী পাবে, আর এই জাহাজে আমারও প্রাচ্যে যাবার কথা ছিল। তাই আমি সংকল্প করলাম যে আমি তার সংগে সাক্ষাৎ করে যতদূর পারি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব।"

হ্যারল্ড ভাল করে একবার এই নূতন বন্ধুটিকে দেখে নিল, কারণ ক্যাপ্তেন মান সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন হঠকারী করে কিছু না করা হয়। কিন্তু মিঃ এণ্ডারসনের মুখ দেখে তো বেশ ভাল, সহজ সরল এবং দৃশ্যতঃ স্বার্থত্যাগী বলে মনে হয়। আর বাস্তবিকই হ্যারল্ডের কাছে মনে হলো যেন তার সংগে সাক্ষাৎ হওয়াটা একটা সাধারণ ঘটনার চেয়েও বেশী কিছু। "আপনি নিশ্চয়ই আমার মাকে চিনতেন না। বাইবেলের কথা অনুযায়ী কাজ করতে তিনি খুব বিশ্বাসী ছিলেন, এবং আমাকেও সব সময় তা অনুসরণ করতে বলতেন। তিনি সান ফ্রান্সিস্কোতে বাস করতেন।" "তার প্রথম নাম কি হেলেন ছিল?" মিঃ এল্ডারসন জিজ্ঞেস করলেন। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই, আপনি কি তাকে চিনতেন?" "বৎস, তোমার মা আমার মণ্ডলীরই এক জন সদস্য ছিলেন। পালক হিসাবে আমি তার কাছে একাধিকবার তার ভ্রমণকারী সন্তানের কথা শুনেছি। তিনি সব সময় প্রার্থনা করতেন যেন একদিন তার সন্তান প্রভু যীশুর পরিচয় পায়। তিনি তার সন্তানের জন্য যে বাইবেল খানা কিনেছিলেন। যে উপদেশগুলি তার মধ্যে লিখেছিলেন, যে অংশগুলিতে তিনি দাগ দিয়েছিলেন এবং যে ব্যাখ্যাগুলি তিনি তার মার্জিনে লিখে দিয়েছিলেন সে সব কথা তিনি বললেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এগুলি একদিন তার হৃদয় স্পর্শ করবে। কিন্তু অনেক বছর পর্য্যন্ত তিনি তার কোন খবর পেলেন না, এবং শেষ পর্য্যন্ত তার সন্তান সমুদ্রে হারিয়ে গেছে মনে করে তিনি তার আশা ত্যাগ করলেন। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মৃত্যু আসন্ন বলে বুঝতে পারলেন তখন আপনার সংগে ওকল্যাণ্ড বাঁধে যে বৃদ্ধ ব্রাদারের সংগে দেখা হয়েছিল সেই ব্রাদারকে তিনি ডাকলেন এবং বহু বছর আগের তার দাগ দেয়া বাইবেল খানার মত আর একখানা দাগ দেয়া বাইবেল তার বিতরণকারী পত্রের মধ্যে রাখতে বললেন। এখন বল তুমি কি তার ছেলে, হ্যারল্ড?"

"হ্যা আমি বাস্তবিকই সেই লোক, এখন আমি বিশ্বাস করি যে খ্রীষ্টের দিকে পথ দেখাবার জন্যই আপনাকে পাঠানো হয়েছে। ওহঃ মিঃ এণ্ডারসন, আমার নির্বুদ্ধিতার যদি কোন প্রতিকার থাকে তাহলে আমি তা চাই এবং এখনই তা চাই। আমি এক জন চোর, এক জন মাতাল, এক জন জুয়াড়ী, দেশবিহীন এক হতভাগা ও ঈশ্বরবিহীন এক

পাপী। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?" হ্যারল্ড উইলসনের স্বীকারোক্তি মিঃ উইলসনের কাছে এত চমৎকার, সুন্দর, ঐশ্বরিক ও এত সময়োপযোগী মনে হলো যে তার বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপরে শিকড় গাড়ল এবং তিনি হ্যারল্ডকে বুদ্ধিপূর্বক, কৌশলে ও আত্মজয়ের প্রক্রিয়ায় প্রভুর চরণে নিয়ে এলেন। প্রকাশিত সত্যকে বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করার ভিত্তিতে এটা ছিল এক পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আর যুবকটি ঈশ্বরকে লাভ করে সত্যি সুখী হলো।

হ্যারল্ড এর জীবন ও তার পরিবর্ত্তনের কথা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন সে যাত্রী ও নাবীকদের কাছে পরিচিত হলো "দাগ দেয়া বাইবেলের মানুষ" হিসাবে। কাপ্তেন মান যদিও এক জন একনিষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন, তথাপি তার শাস্ত্রজ্ঞান সীমিত ছিল, তাই তিনি একটু সংকীর্ণমনা ছিলেন। তাই এভাবে তিনি এখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন পাছে হ্যারল্ড যখন ঘন ঘন তার সংগে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করেছিল। তাই তিনি এই পালকের প্রভাবকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন। কাপ্তেন মানের বিরোধিতার কথা যখন গভীরভাবে চিন্তা করল তখন তার মনে প্রশ্ন জাগল যে এর অর্থ কি হতে পারে। "এখানে দুজন ভাল লোক আছেন যাদের উভয়কেই সৎ বলে মনে হয়, অথচ এক জন নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে অপরজন ঠিক নয়। আমি নিশ্চিত যে কাপ্তেন মান তার প্রার্থনার উত্তর লাভ করেছিলেন এবং আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, আবার আমি এও নিশ্চিত যে মিঃ এণ্ডারসন আমাকে খ্রীষ্টের পথে নিয়ে আসার কাজে তিনিও তার প্রার্থনার উত্তর পেয়েছেন। আমি এখন কি করব ? আমি তো উভয়কে অনুসরণ করতে পারিনা, কারণ তাদেরকে তো পরস্পর বিপরীত মুখী বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু একটা কাজ করা যায়, আমার মা আমাকে যে কাজটি করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেন আমি তাই করব। আমাকে ঠিক বাইবেলের কথাগুলি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কাপ্তেনের জ্ঞানের অভাব হলেও তিনি তো বেশ উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন যে হ্যারল্ড যেন "বিশ্রামদিনের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণায় জড়িয়ে না পড়ে"। কিন্তু শেষে এমন হলো যে যুবকটিকে প্রতারণা থেকে রক্ষা করার জন্য তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্যের কাজকে ত্বরান্বিত করল। আর ঈশ্বর সেটাই বহু পরিশ্রমে সাধন করতে চেয়েছিলেন।

"বৎস, (এটাই ছিল কাপ্তেনের কথা বলার ধরণ) আমি আবার তোমায় পরামর্শ দিচ্ছি তুমি সপ্তার কোন্ দিনটি পালন করবে সে ব্যাপারে সতর্ক হও"। "কিন্তু কাপ্তেন মান আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন ? শনিবার পালন করা সম্বন্ধে কেউ আমাকে কিছু বলেননি।" "তুমি দেখতে পাবে মিঃ এণ্ডারসন শিগগীরই তোমাকে বলবেন যে

তোমাব খ্রীষ্টিয জীবনের জন্য তাব মণ্ডলী যে দিন পালন করে তোমাকেও সেদিন পালন কবতে হবে। তিনি তোমাকে বলবেন যে বাইবেলে কোথায়ও ববিবাবেব কথা উল্লেখ কবা হযনি, এবং – আচ্ছা কাপ্তেন, ববিবাবেব কথা কি বাইবেলে সত্যই বলা হয়নি ? আপনি যদি ভাল মনে কবেন তাহলে মিঃ এণ্ডাবসনেব আগে আপনি আমাকে ব্যাপাবটা দেখিয়ে দিলে আমি খুব সুখী হব।" "ঠিক আছে, আজই সন্ধ্যা বেলায তুমি এসো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব যে মিঃ এণ্ডবসনেব মণ্ডলী ভুল কবতেছে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিব্রতকর কাপ্তেন

কাপ্তেন চলে যাবাব পবে হ্যাবলড মনে মনে বলল, "এটা আমাকে ভাবিযে তুলছে, আমাব মনে পডছে উনি আমাকে বলেছিলেন যে পডবাব জন্য ওবা অনেক পত্র পত্রিকা জাহাজে বেখেছে। আমি ভাবছি সেখানে ববিবাব সম্পর্কে কিছু আছে কিনা। আমি এ সম্পর্কে মিঃ এণ্ডাবসনকে জিজ্ঞেস কবব।" জাহাজেব পিছন দিকে সে তাব দেখা পেল। "মিঃ এণ্ডাবসন, আপনাব কি মনে হয আপনাব লোকেবা অন্যান্য পত্র পত্রিকাব মধ্যে ববিবাব সম্পর্কে লেখা কোন কাগজ পত্র এই জাহাজে নিযে এসেছে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাবল্ড আমি মনে কবি তাবা তা এনেছে, কিন্তু কেন, কি কাবণে তুমি ববিবার সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হযেছ ? তুমি তো ববিবাব পালন কব, তাই না ?" "হ্যাঁ তা কবি বটে, কিন্তু কাপ্তেন মানেব ভয হচ্ছে আমি বেশীদিন সেভাবে পালন করে যেতে পাবব না। আজ বাতে তিনি আমাকে দেখিযে দেবেন যে বাইবেল অনুসাবে ববিবাবই সঠিক দিন। তিনি বলেছেন যে ববিবাবেব কথা যে বাইবেলে নেই সেকথা শিগগীবই আপনি আমাকে বলে দেবেন। তিনি প্রমাণ কবতে চান যে ববিবাবেব কথাই বাইবেলে আছে। অবশ্য আমি মনে করি আজ সন্ধ্যায় তাব সংগে দেখা কববাব আগে আমাব নিজের জানার জন্য আমি যতদুর পাবি খোঁজ করে আমাকে সব জেনে নিতে হবে। আমি এজন্য কোথায় খোঁজ করব ?" "ভাল কথা, তুমি পড়ে নিতে পার এবকম অনেক ছোট ছোট প্রচার পত্র আছে, যেমন, "কোন্ দিন আপনি পালন কবেন এবং কেন ?" এবং "নূতন নিয়মে রবিবার"। আমি মনে করি ঐসব পত্র পত্রিকার মধ্যেই এগুলি আছে। -ওগুলির মধ্যে যদি তুমি না পাও, তাহলে আমাব কাছে এসো আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।"

হ্যাবল্ড যখন এই সব প্রচার পত্রের খোঁজ করছিল কাপ্তেন মান তখন হ্যারল্ডের সামনে তার চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে উপস্থিত করাব জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তিনি

মনে করেছিলেন যে বিষযগুলি যুবকটিব শিক্ষায় সাহায্য করবে সেগুলি মোটামুটি তার জানা আছে। তাই তিনি যে নির্দিষ্ট শাস্ত্রাংশগুলি ব্যবহার করবেন তাব খোঁজ কবতে লাগলেন। এই বিশ্রামবাবেব প্রশ্নটি যখন তাকে আলোড়িত কবেছিল তার পর অনেক বছব অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু শাস্ত্রের যে অংশগুলিতে "ববিবার" কথাটি আছে তিনি কখনও তা খুঁজে দেখাব চেষ্টা কবেননি। যদিও তিনি মনে করলেন যে নিশ্চয়ই এটা সুসমাচাবেব মধ্যে এবং পুনরুত্থানেব বিববণেব মধ্যে আছে, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজিব পবেও তিনি যা চেয়েছিলেন তা তিনি পেলেন না। "আমি সম্ভবতঃ সেই প্রসংগটা ভুলে গেছি" এই কথা বলতে বলতে তিনি কনকর্ডেন বা বাইবেলেব শব্দেব অভিধান খুঁজতে শুরু কবলেন। কিন্তু অভিধান লেখক ক্রুডেনও কোন না কোন কাবণে এই ববিবাব সম্পর্কিত অংশগুলি বাদ দিযে বা উপেক্ষা করে গিযেছেন। স্বীকাব কবে নেযা হযেছে যে ক্রুডেন বাইবেলেব সব শব্দগুলি বাদ দিযে বা উপেক্ষা করে গিযেছেন। স্বীকার কবে নেয়া হযেছে যে ক্রুডেন বাইবেলেব সব শব্দগুলি তাব বইযেব মধ্যে দিয়ে দেবাব দাবী কবেন নি। তিনি বলে উঠলেন, "ববিবার, ববিবাব, আমি কোথায় এটা দেখলাম ? যুবকটি আমাকে কেমন এক অদ্ভুত লোক বলে মনে করবে, কারণ আমি তাকে এখানে ডেকেছি এমন কিছু কববাব জন্য যা আমি কবতে পাবছিনা।" তখন তাব মাথায একটা ভাল চিন্তা এলো।" এখানে মিঃ মিচেল নামে একজন বৃদ্ধ গোঁড়া পাদ্রি আছেন। আমি তাব কাছে জিজ্ঞেস কবব এবং সেসংগে অন্যান্য দরকাবী তথ্যগুলিও জেনে নেব।"

মিঃ মিচেল জাহাজে তাব নিজস্ব কামড়ায বর্তমানেব নামকবা কাপ্তেনের আগমনে সম্মানিত বোধ কবলেন এবং সানন্দে তাকে স্বাগত জানালেন। কাপ্তেন বললেন, "আমাকে মাপ কববেন, মিঃ মিচেল, আমি এখানে এসেছি নেহাযেত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপাবে। আপনি হযত জানতেও পারেন যে জাহাজে আমাদেব নাবিকদের মধ্যে একজন যুবক আছে এবং সম্প্রতি সে বিশেষ একটা মনপবিবর্ত্তনের অভিজ্ঞতা লাভ কবেছে। আপনি হযত শুনেছেন যে তাকে 'দাগ দেযা বাইবেল মানুষ' বলে বলা হযে থাকে। তার একটা বেশ মজার কাহিনী আছে। এছাড়া আমাদের জাহাজে শনিবার মিশনের মিঃ এলডাবসন নামের একজন যাত্রীও আছেন যিনি মনে হয় এই যুবকটিকে বিশ্রামবার পালনেব ব্যাপারে অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টা কববেন। তাই আমি এই ব্যাপারে একটুখানি উদ্যোগ নিচ্ছি। আমি যুবকটিকে আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে আসতে বলেছি, আর আমি তাকে কথা দিয়েছি যে রবিবার যে উপাসনার সঠিক দিন তা আমি তাকে দেখিয়ে দেব। এখন আমি চাই যেন যে সমস্ত শাস্ত্রাংশে রবিবারের উল্লেখ আছে সেগুলি আপনি আমাকে ধবিয়ে দেন।"

কাপ্তেনের এই অনুরোধ শুনবার পরে মিঃ মিচেলের মুখমণ্ডলে কি মৃদু হাসি, না ভুরু কুচকানো, নাকি হতাশা ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছিল ? যে ভাবই প্রকাশ পেয়ে

থাকুক না কেন, তার মধ্যে আনন্দ ছিল না। তিনি বললেন, "কাপ্তেন, এবকম কোন শাস্ত্রাংশ নেই। আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে ঈশ্বরের পুস্তকের দুই মলাটেব মধ্যে কোথাও রবিবার কথাটি নেই।" "কিন্তু, মিঃ মিচেল, আমি প্রায় হলফ করে বলতে পাবি যে আমি এটা কোথাও দেখেছি এবং পড়েছি।" "বাইবেলের মধ্যে নয়, কাপ্তেন। আপনি কযেকবাবই সপ্তার প্রথম দিনের উল্লেখ দেখতে পাবেন, কিন্তু রবিবাবেব কথা পাবেন না। আব সপ্তার প্রথম দিনকে পবিত্র দিন হিসাবেও উল্লেখ করা হয়নি। শাস্ত্র থেকে রবিবাব দিন পালন করবার যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করে আপনি একটা কঠিন কাজ হাতে নিয়েছেন।" কাপ্তেন মানের ষাট বছর বয়স হলেও মিঃ মিচেল এই মাত্র এত সাহসেব সংগে যা নিশ্চয় করে বললেন তাব কোন ইংগিতও তিনি ইতিপূর্বে কখনও শুনতে পাননি। তিনি প্রায় মুর্ছিত হয়ে না পডলেও অন্তবে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে এটা সত্য হতে পারেনা। তিনি কি নিজেই প্রতাবিত হযেছিলেন? তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পডলেন। মিঃ মিচেল ছিলেন একজন তিক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক। তিরিশ বছরেব অধিক কাল তিনি সর্বসাধারণেব সামনে দাঁড়িযে কথা বলেছেন এবং পার্শ্চত্য প্রাচ্যের সর্বত্র তিনি মণ্ডলী ও তার কাজের একজন নির্ভীক সমর্থক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি অবিশ্বাসীদের সংগে, নাস্তিকদের সংগে ও মণ্ডলীর ভিতরের ও বাইরের শত্রুদের সংগে সংগ্রাম কবতে কখনও ভয় পাননি এবং তিনি সম্মানের লরেলমুকুট জয় কবতে কখনোও ব্যর্থ হননি। কিন্তু তিনি সব সময় এবং একই নীতিতে অবিচল থেকে বিশ্রামবাব পালনকারীদের সংগে বিতর্কে যেতে অস্বীকার করেছেন, কাবণ তিনি জানতেন তাব দাবী প্রমাণ কবা অসম্ভব হবে। সেজন্য তিনি যুক্তিসংগতভাবেই কাপ্তেনের কাছে তাব জানা সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ কবলেন। তিনি যখন দেখলেন যে কাপ্তেন তার সহজ সরল ও স্পষ্ট কথায অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন তখন তিনি তার কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন কেন তিনি প্রভুর স্পষ্ট আদেশ ছাড়াই সপ্তার প্রথম দিন পালন কবে আসছেন। তিনি বলতে থাকলেন, "কাপ্তেন, যে কোন নির্ভরযোগ্য মণ্ডলীর ইতিহাসের ছাত্রই আপনাকে বলবে যে ববিবারের উপাসনার একটি মাত্র ভিত্তিই আছে আর তা হলো আদিযুগের মণ্ডলীর প্রচলিত প্রথা। খ্রীষ্ট এবং তার প্রেবিতরাও নিকট ভবিষ্যতে যতলোক তাদের সংগে সংযুক্ত হয়েছিলেন তারা সকলে সপ্তার সপ্তম দিনকে চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামবাররূপে পালনের রীতিতে বিশ্বাস করতেন, এবং খ্রীষ্টের সময়ের পরে বহু শত বছর পর্য্যন্ত রবিবারের জন্য পবিত্র শ্রদ্ধা বলে কোন কথা শোনা যায়নি। এই পরিবর্ত্তনটা সাধিত হয়েছিল ধীরে ধীরে একটু করে মণ্ডলীর লোকদের প্রভাবের ফলে। কিন্তু আমরা মনে করতে পারিনা যে এই পরিবর্ত্তনের পিছনে ঐশ্বরিক অনুমোদন ছিল। এটা যুগকলাপের চেতনায় একটা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের পিছনে ঐশ্বরিক অনুমোদন ছিল। এটা যুগকলাপের চেতনায় একটা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি এখন আপনাকে যা বললাম এই কথাগুলিই আমাকে বার বার গোপনে আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলতে হয়েছে, আর আমি তাদের কাছে যা বলেছি তা এখন

আপনাব কাছেও বলতে চাই যে যদিও এই পবিবর্ত্তন এসেছে এমন ভাবে যার সংগে আমবা সত্যিকাবে একমত নাও হতে পাবি, অথচ এটা সাধিত হয়েছে; তাই আমাদের সামনে এখন যে যুক্তিসংগত পথটি খোলা আছে তা হলো একে অনুমোদন করা এবং ঈশ্ববেব বৃহৎ মণ্ডলীর সংগে সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচাব প্রচারেব কাজ চালিযে যাওয়া। এখন আব কোন সংস্কাবের চিন্তা কবাব সময নেই। এখন ছোট একটা পরামর্শ দিচ্ছি, দযা কবে ব্যাপাবটি এড়িযে চলার চেষ্টা করুন। প্রশ্নটি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি কবলে কেবল বহু বিব্রতকর অবস্থাবই সৃষ্টি হবে, এবং এখনও যারা নৈতিক আইন পুবোপুবি পালনে বিশ্বাস করে সেই অল্পসংখ্যক লোককে তাদের যুক্তিতর্ক নিয়ে এগিযে আসাব সুযোগ করে দেযা হবে, এবং সে সমস্ত যুক্তিতর্ক খণ্ডন করা যাবেনা। আমি মনে করি আপনি আমার কথা বুঝতে পেবেছেন। সুনিপুণভাবে যুবকটিব চিন্তা অন্যদিকে ঘুবিযে দিযে বলুন যে ঈশ্বর প্রেম, তিনি সব যুগেই তার মণ্ডলীকে পবিচালনা দিযে এসেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন, আর আমাদের পক্ষে সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, আমরা নিশ্চিন্তে খ্রীষ্টের প্রচাব কাজ চালিযে যেতে পাবি এবং আমাদের মনেব সন্দেহগুলিকে দুব কববার জন্য অন্য কোন সময়ের অপেক্ষা কবতে পাবি। এভাবে বললে সাধাবণতঃ লোকেবা মেনে নেয এবং এক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে তাই হবে।" "ধন্যবাদ ডক্টব" এই কথাটি বলে কাপ্তেন শান্তভাবে বিদায নিলেন এবং তার নিজের কামবায ফিরে গেলেন। এই সমযের মধ্যে হ্যাবল্ড উইলসন রবিবার পালনের উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কিছু মজার মজার পত্র পত্রিকা পেযে গেল, যদিও এগুলি পববর্ত্তীকালে তাব কাছে যত অর্থবহ হযেছিল, সেই মুহূর্ত্তে তত অর্থবহ হলো না। তাব আত্মিক চক্ষু খুলে যেতে লাগল এবং সে একটু একটু করে বুঝতে শুরু কবল। যাহোক, সে যা দেখতে পেরেছিল তাতে তাব বেশ উপকাব হলো, এবং সে কাপ্তেনের সংগে দেখা করবাব জন্য এবং তার কথা শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাপ্তেন যা করবেন বলে ভেবেছিলেন সেকথা চিন্তা করে মিঃ এণ্ডাবসন তখনও মনে মনে হাসতে ছিলেন। একই রকম হাজার হাজার সৎ ও একনিষ্ঠ লোকেরা এর আগেও এই একই কাজ করবার চেষ্টা কবে কেবল সত্যকেই খুঁজে পেযেছে এবং তাব বাধ্য হয়েছে, অথবা ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা ও অসৎ বিরোধিতায় গভীরভাবে ডুবে গেছে। তাই কাপ্তেন মান কি বলেন তা শুনবার জন্য তিনি বেশ উৎসুক হয়ে রইলেন।

কাপ্তেন খুব সহজে সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ তাকে যে কেবল তার বহুদিনের ভুল বিশ্বাস থেকে প্রচণ্ডভাবে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল তাই নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের একজন রাজদূত তাকে এমন অভ্যাস করার পরামর্শ দিয়েছেন যাকে তিনি এক ধবণের অসাধুতা বলে মনে কবতেন। তিনি তার সবলতাকে অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান কবতেন এবং ভবিষ্যতেও তাই করবেন বলে স্থির করেছিলেন, এটাই ছিল তার সিদ্ধান্ত। তিনি হ্যারল্ড উইলসনের সংগে দেখা করে স্বীকার করবেন যে বাইবেলের মধ্যে রবিবারের

কোন উল্লেখ নেই। এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি দেখতে পারছিলেন না, কারণ পাদ্রীর উপদেশ সত্ত্বেও তখনও তিনি বিশ্বাস করছিলেন যে রবিবার পবিত্র দিন। হ্যারল্ড তার বাইবেল হাতে নিয়ে, প্রচারপত্রগুলি পকেটে নিয়ে এবং অন্তরে সত্যের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে উপস্থিত হলো। একটা প্রত্যাশার মনোভাব নিয়ে সে বসে পড়ল। সংগে সংগে কাপ্তেন আসল বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, "বৎস, প্রথমেই আমি তোমাকে বলতে চাই যে বাইবেলে রবিবারের উল্লেখ সম্পর্কে আমি তোমাকে ভুল বলেছি। বাইবেলে এরকম কোন উল্লেখ নেই। অনেক জায়গায় সপ্তার প্রথম দিনের কথা বলা হয়েছে, আর এটাই আমার মনের মধ্যে ছিল। সুতরাং আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। কিন্তু আমি ভুল করলেও আসল ঘটনাটি হলো এই যে প্রভু যীশুই দিনটির পরিবর্ত্তন করেছেন, এবং তার প্রেরিতরা পরবর্ত্তিকালে সপ্তার প্রথম দিনকে, অর্থাৎ পুনরুত্থানের দিনকে প্রভুর দিন হিসাবে দেখাতে লাগল এবং এই দিনে তারা মিলিত হতে লাগল।"

"আচ্ছা কাপ্তেন, কতবার এই প্রথম দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয় ?" "স্বাভাবিকভাবে আমি মনে করি অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে; অবশ্য আমি সঠিক সংখ্যাটা বলতে পারছিনা।" হ্যারল্ড তার পকেট থেকে একটা ছোট প্রচার পত্র টেনে বার করল এবং তা পড়বার জন্য প্রস্তুত হলো। "এখানে দেখা যায় যে কেবলমাত্র আটবার এটার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং কোন বারেই এটাকে পবিত্র দিন বলা হয়নি। এটা ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু এখানে শাস্ত্রাংশগুলির উল্লেখ আছে এবং আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন আমরা সেগুলি পড়ে দেখি। শাস্ত্রাংশগুলি হলো: মথি ২৮ঃ ১; মার্ক ১৬ঃ ২,৯; লূক ২৪ঃ ১, যোহন ২০ঃ ১,১৯; প্রেরিত ২০ঃ ৭ এবং ১ করিন্থীয় ১৬ঃ ২। আমি মনে করি এ অংশগুলি পড়লে ভাল হবে, কাপ্তেন।"

একটির পর একটি করে আটটি শাস্ত্রাংশ খুঁজে বার করে পড়া হলো। "এখন কাপ্তেন, আপনি তো বাইবেলের সংগে পরিচিত, কিন্তু আমি তো তা নই। সেজন্য আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবার সুযোগ দিন যেন আমি যা জানতে চাই তা খুঁজে বার করতে পারি। এখন আমাকে দয়া করে বলুন যে এর মধ্যে কোন শাস্ত্রাংশটি প্রমাণ করে যে সপ্তার প্রথম দিন বিশ্রাম দিন হিসাবে সপ্তম দিনের স্থান গ্রহণ করল ?" কাপ্তেন মান পুনরুত্থান দিনে প্রেরিতদের একত্রে সমবেত হওয়ার ঘটনাটি দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন "স্পষ্টতঃই মনে হয় তার পুনরুত্থানের সম্মানে তারা কোন রকম একটা উপাসনা করেছিলেন; কারণ লেখা আছে (লূক ২৪ ঃ ৩৬) যে যীশু তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং বললেন তোমাদের শান্তি হউক। এই সময় তিনি তাদের উপরে ফুঁ দিলেন ও পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে বললেন। আর তিনি তাদের একথা প্রচার করতে পাঠিয়ে দিলেন যে তিনি কবর থেকে উঠেছেন। তুমি কি এটাকে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা বলে মনে করনা ?"

"সেটা মনে হয় ঠিক আছে, কাপ্তেন ; কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে যা আপনি দেখতে পাননি।" হ্যারল্ড আবার প্রচাব পত্রটির উল্লেখ করল, "আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেদিন রাতে যখন তাবা একত্রে মিলিত হলেন তখন তারা তাদের রাতেব খাবাব খাচ্ছিলেন (মার্ক ১৬ঃ ১৪) আর যখন যীশু এলেন তখন তাবা তাকে কিছু ভাজা মাছ ও কিছু চাকযুক্ত মধু খেতে দিলেন (লূক ২৪ ঃ৪২)। যিহুদীদেব ভয়ে তারা ঘবেব দবজায় হুড়কা লাগিযে ভিতরে অবস্থান কবছিলেন (যোহন ২০ ঃ ১৯)। তাবা বিশ্বাস করেন নি যে তিনি কবর থেকে উঠেছেন ; কাবণ যখন তিনি তাদেব দেখা দিলেন তখন তাবা আতংকিত হয়ে মনে করলেন তারা আত্মা দেখতে পাচ্ছেন। (লূক ২৪ ঃ ৩৭) তখন খ্রীষ্ট অবিশ্বাস প্রযুক্ত তাদের তিরস্কার কবলেন (মার্ক ১৬ঃ ১৪) এবং তাদের ভয় দুব কববার জন্য কেবল এই কথা বললেন যে "তোমাদের শান্তি হউক"। এসব ছাড়াও থোমা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাবার আগে তাব পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন নি।" যোহন ২০ ঃ ২৪-২৭।

"কাপ্তেন, যখন তাবা তার পুনরুত্থানে বিশ্বাস কবেন নি তখন তাবা পুনরুত্থানেব অনুষ্ঠানও পালন কবতে পারেন নি, তাই না"? "বৎস, তুমি এত সব তথ্য কোথায় পেলে ? আমি এর আগে এসব কথা কখনও শুনিনি। কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে যে তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক। আমি তো মিথ্যা কথা বলতে পাবিনা।" সে বলতে লাগল, "আর একটা অংশ আছে যেখানে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেযা হয়েছে যে প্রেবিতদের সময়ে বিশ্বাসীরা সপ্তার প্রথম দিন পালন করতেন। আবার প্রেরিত ২০ অধ্যায দেখুন। এখানে পরিষ্কাবভাবে বলা হয়েছে যে সপ্তার প্রথম দিনে তাবা রুটি ভাংবার জন্য একত্র হয়েছিলেন।" আবার এই নুতন বিশ্বাসী যুবক তাব হাতেব প্রচার পত্রের দিকে তাকাল এবং তারপর বলল, "এই সমবেত হওয়াটা নিশ্চযই শনিবার রাতে হয়েছিল কারণ এটা সপ্তার প্রথম দিনের অন্ধকার সময়ে বা বাতের বেলায় হযেছিল, কারণ দিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ আগে আসে। আদিপুস্তক ১ ঃ ৫, ৮ ইত্যাদি। পৌল মধ্যরাত পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন কারণ পবের দিন সকাল বেলা তার আঃস যাবাব কথা ছিল।

প্রেবিত ২০ ঃ ৭। এব পব তিনি তার রাতের খাবাব খেলেন (১১ পদ), সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা বললেন, এবং তারপর ববিবার দিনের আলোতে যোজকের মধ্য দিয়ে আঃস পর্য্যন্ত উনিশ মাইল হেঁটে গেলেন। তিনি নিশ্চয়ই সেদিনকে পবিত্র দিন বলে পালন করেন নি। দেখে মনে হয় যেন এটা ছিল একটা বিশেষ সমাবেশ যা পৌলের কর্মসূচীর সংগে খাপ খাওয়াবার জন্য অনিয়মিত ভাবে ডাকা হয়েছিল, আর রুটি ভাংগার কাজটি প্রভুর মৃত্যুকে স্মরণ করার চেয়ে বরং "ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্যই করা হয়েছিল।"

এই সময় পাহারা বদলের ঘণ্টা বাজল এবং হ্যারল্ড দ্রুত তার ডিউটিতে ফিরে গেল। কাপ্তেন মান হতবুদ্ধির মত হয়ে গেলেন।"এত বছর পর্য্যন্ত ভুল ধারণা পোষণ

কবাব চিন্তা এবং স্বীকৃত ভুলগুলির প্রতি চোখ বন্ধ কবে থাকাব জন্য একজন সুসমাচাব প্রচাবকের উপদেশ তার সহ্যের অতিরিক্ত ছিল। তিনি নিজেই নিজেব কাছে বেশ জোবে জোবে বলতে লাগলেন, "এমন কি হতে পারে যে আমি অন্যান্য ব্যাপাবেও ভুল ধাবণাব বশবর্ত্তী হয়ে আছি ? পুনরুত্থানের মত সহজ বিষয় সম্পর্কে যদি আমি সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা করতে পাবি, তাহলে অন্যান্য বিষয় যা তত সহজ নয় সেসব ব্যাপাবে আমাব অবস্থান সঠিক অবস্থা থেকে আরও বেশী দূরে থাকতে পারে। ঈশ্বর সুযোগ দিলে খুব শিগগীরই আমাকে মিঃ মিচেলের সংগে আব একবাব সাক্ষাৎ কবতে হবে। আমি এ ব্যাপাবটাকে তলিয়ে দেখতে চাই।"

সপ্তম অধ্যায়

একজন বিব্রতকর ধর্মযাজক

যে সমস্ত ব্যাপাবগুলি কাপ্তেন মানেব মনেব মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি কবেছিল সেগুলিকে তলিয়ে দেখবাব জন্য তিনি আবাব মিঃ মিচেলের কাছে যাবাব জন্য যে সংকল্প কবেছিলেন তা কোন অর্থহীন সিদ্ধান্ত ছিলনা ; এবং হনলুলু ত্যাগ কবাব পবে তিনি সেই সুযোগ লাভ কবলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিযে সব চেযে বড ও সবচেযে সুন্দর যেসব যাত্রীবাহী জাহাজগুলি যাতাযাত কবত তাদেব মধ্যে প্যাসিফিক ক্লিপাব জাহাজ খানা অন্যতম ছিল, এবং পবিমাণ ও গুরুত্বের দিক থেকে এব কাপ্তেনেব দাযিত্ব ছিল সাংঘাতিক। দিন ও বাত্রির কোন সময়ে এক ঘণ্টাব জন্যও জাহাজেব যত্ন নেযাব বোঝা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও কাপ্তেন মান যাত্রীদের ও নাবিকদের প্রযোজন নিয়ে চিন্তা কববাব জন্য সময় দিতে পাবতেন, এবং অনেক আত্মা তার সদয উপস্থিতি ও নিঃস্বার্থ সেবাব দ্বারা উপকৃত হতেন। হ্যাবল্ড উইলসনেব অভিজ্ঞতা নিয়ে এবাব তাব মধ্যে যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি হযেছে এভাবে এব আগে কখনও কোন ব্যক্তিগত বা অন্যপ্রকাব প্রশ্ন তাকে নাডা দিতে পাবেনি। দিনের প্রতি ঘণ্টায় এই চিন্তা তার মনের মধ্যে বোঝার মত চেপে আছে এবং সুযোগ পেলেই তিনি এ বিষয়ে তদন্ত কবাব ও প্রার্থনা করার চেষ্টা কবছেন। প্রকৃত পক্ষে এটা তাব জীবনে এক সংকটকাল নিয়ে এসেছিল। অনেক বছর যাবৎ তিনি প্রতিদিন কিছু সময় বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার জন্য ভক্তি ভরে আলাদা করে রাখতেন। পরের দিন বিকাল বেলায় এই ব্যক্তিগত ধ্যানের সময় উপস্থিত হলে তিনি যখন তার নিজস্ব কামরায় প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন তখন মিঃ মিচেলের সংগে তার দেখা হলো। তিনি মনে করলেন এটাই তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত সময়। অতি সত্বর তারা দুজন আসন গ্রহণ করলেন এবং আলাপ শুরু করলেন। কাপ্তেন বললেন, "মিঃ মিচেল আপনি কি দশ আজ্ঞার নৈতিক কর্ত্তব্যগুলিকে অবশ্য পালনীয় বলে বিশ্বাস করেন ?" "হ্যাঁ কাপ্তেন, আমি অবশ্যই তা করি ? "আপনি কি এই ধারণা অনুমোদন করেন যে বাইবেল খানা সামগ্রিক ভাবে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং আমাদের পথ নির্দেশনার জন্য অনুপ্রেরণার

মাধ্যমে প্রদত্ত ?" "হ্যা, নিশ্চয়ই, কাবণ এছাড়া গ্রহণ কবার মত আর কোন নিবাপদ অবস্থান নেই। যারা এই প্রাচীন মূল্যবান পুস্তকখানাব কোন অংশ বাদ দিতে চায তারা নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদেব আক্রমণ প্রতিরোধ কবতে পাবেনা।"

"আমায ক্ষমা কববেন ডক্টব, তাহলে আমি নির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞেস কবছি যে আপনি এই ধাবণাব সংগে আপনাব কথার কিভাবে মিল কববেন, কাবণ আপনি বলেছেন যে আমাদেব বিশ্রামবাবেব প্রশ্ন বাদ দিযে চুপচাপ রবিবাব পালন কবাই ভাল, যদিও আপনি স্বীকাব কবে নিযেছেন যে একাজেব কোন বাইবেল ভিত্তিক সমর্থন নেই ? আমাব মনে হয় আপনি পুনঃ পুনঃ মত পবিবর্ত্তন কবছেন।" "শুনুন কাপ্তেন, আমি যখন বললাম যে আমি দশ আজ্ঞার নৈতিক কর্ত্তব্যগুলিকে অবশ্য পালনীয বলে বিশ্বাস করি তখন আমি চতুর্থ আজ্ঞাকে এর মধ্যে ধবি না, কাবণ অন্য নযটা আজ্ঞাব মত এটা নৈতিক কিছু নয়। সপ্তম দিনেব মত সপ্তাব প্রথম দিন আলাদাভাবে পালন কবেও বিশ্রামবাব পালনেব আদেশেব দাবী পুরোপুরি মেটানো যায়। চতুর্থ আজ্ঞাব দিন ক্ষণেব ব্যাপাবটি আবশ্যিকভাবে নৈতিক নয।"

কাপ্তেন অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বললেন, "মিচেল, আপনি কি আমাকে বলতে চান যে "সপ্তমদিন তোমাব ঈশ্বর সদাপ্রভুব উদ্দেশে বিশ্রামদিন, ঐদিনে তোমবা কোন কাজ কবিবেনা" — এবকম স্পষ্টাক্ষবে লেখা কথাগুলি আবশ্যিকভাবে নৈতিক নয ? এই নির্দিষ্ট সীমাজ্ঞাপনকাবী শব্দ "সপ্তম" এব মধ্যে নৈতিক মূলনীতি সংযুক্ত কবাব কোন ক্ষমতা কি ঈশ্ববেব নেই ? আমি আমাব কথাটা উদাহবণ দিযে ব্যাখ্যা কবছিঃ এই জাহাজেব কাজে আমাব অধীনে এক বিশাল বাহিনী আছে। জাহাজেব সব লোকেব নিবাপত্তার জন্য আমাকে প্রায়ই আগুন নিভানোব মহড়া দিতে হয। আমি মংগলবাব দুপুব বাবটা বাজাব সংগে সংগে ইঞ্জিনিযাবকে আগুন লাগার বাঁশি বাজার হুকুম দেই। একাজ কবাব পরে এক মিনিটে কি কবতে হবে তাব পবিকল্পনা কবে দেই। সেই মিনিটটি আমাব জন্য ও আমাব নাবিক, যাত্রী ও আমাব সংগীদেব জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ইঞ্জিনিয়াব বুঝে হোক বা না বুঝে হোক সে আমার নির্দেশ পালন কববাব জন্য পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ। এবকম অবস্থায আপনি স্বীকাব কববেন যে একজন নীচস্থ কর্মচারী তার উপবিস্থ কর্মকর্তার কাছে যে নৈতিক কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য থাকে তা সমযমত পালন কবা কত জরুরী। আপনি নিশ্চযই বলবেন না যে ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কেউ অন্য কোন মিনিটে বা সময়ে তাব ঐ কর্ত্তব্য পালন কবে আমাব উদ্দেশ্য সাধন করতে পাববে। আমার মনে হয় দশ আজ্ঞাব মধ্যে চতুর্থ আজ্ঞাটিতে নির্দিষ্ট সময়ের উপাদান থাকার জন্য এটি অত্যন্ত অপবিহার্য্যরূপে নৈতিক শিক্ষাযুক্ত। আপনি দেখবেন যে মিথ্যা কথা, ঘৃণা বা ঈশ্বব নিন্দা কাকে বলে তা নিয়ে মানুষেব মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পাবে, কিন্তু তাবা "সপ্তম" কথাটির অর্থ নিযে তর্ক করতে পাবেনা। মিচেল, আমি আমার মায়ের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এবং আমাব সারা জীবন আমি বিশ্রামবারেব আদেশেব

মধ্যে সম্পূর্ণ সাধুতার দৃঢ় দুর্গ খুঁজে পেয়েছি। এটা ছিল সংখ্যাবাচক অংকেব মধ্যে ধার্মিকতা, আব সংখ্যাবাচক অংকগুলিকে মিথ্যা বলতে বিশেষ দেখা যায় না।

অবশ্য, আমি সব সময় বিশ্বাস করে আসছি যে যীশু যখন এসেছিলেন তখন তিনি বিশ্রামদিনকে সপ্তাব সপ্তম দিন থেকে সপ্তার প্রথম দিনে পবিবর্ত্তন কবে দিয়েছেন। এটা আমাকে কোন কষ্ট দেয়নি, কাবণ আমি বিশ্বাস কবতাম যে আমার যেমন মংগলবাব দুপুবের পবিবর্ত্তে বুধবার দুপুর বেলাকে নির্ধারণ কবার অধিকাব আছে তেমনি যিনি প্রাচীনকালে উপাসনা ও বিশ্রামেব দিন হিসাবে সপ্তম দিনকে আলাদা করেছিলেন তাব সপ্তার প্রথম দিনকেও পববর্ত্তীকালে পবিত্র করে আশীর্বাদ করাব অধিকার ছিল। কিন্তু আপনিই প্রথম লোক যিনি আমাকে বলছেন যে সময়ের ব্যাপাবটি কোন নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত কবেনা। আপনিই প্রথম ধর্মযাজক যিনি এই ধারণা দিলেন যে চতুর্থ আজ্ঞা ব্যতিক্রমধর্মী এবং এক অর্থে নৈতিকতা শূণ্য। সম্পূর্ণ বাইবেল খানাই স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর নিজে সরাসবি মানুষের কানে যে কথাগুলি বলে দিয়েছেন তার একটি অংশকে আপনি আপনার মানবিক জ্ঞানে বাতিল করে দিচ্ছেন। আবার আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে এই প্রশ্নটি রাখছিঃ আপনাব কথা অনুসারে বাইবেল যদি ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্য বাক্য হয়ে থাকে, দশ আজ্ঞা যদি তার নৈতিক দাবীতে অপরিবর্ত্তনীযভাবে বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে, যীশু অথবা তাব প্রেবিতবা যদি বিশ্রাম দিনের কোন পরিবর্ত্তন না করে থাকেন, যদি ববিবার পালন কেবল প্রাচীন প্রথার ভিত্তিতে হয়ে থাকে আর এসব যদি সত্য হয় তাহলে আপনি ও আমি কি পবিত্র নিযম অনুসাবে চতুর্থ আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য নই ?

মিচেল, আমি আপনার গতকালের পবামর্শ মেনে নেই নি এবং গতকাল সন্ধ্যায় যখন যুবকটির সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমি আমাব ভুল স্বীকার কবতে বাধ্য হয়েছিলাম। যে লোক এই দীর্ঘ জীবনের খেলায় নিজের আত্মাকে বিপদাপন্ন দেখতে পায় সে কখনও ভাল কিছু পাবার আশায় জেনে শুনে মন্দ কাজ করবে না। আমি এখনও এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পাবার আশা করছি যে ক্রুশের সময় থেকে একটা নুতন যুগের সূচনা হয়েছে এবং সেই সময় থেকে নুতন নিয়ম অনুসারে খ্রীষ্টের অনুসারীদেরকে পুনরুত্থানের দিনকে প্রভুর দিন হিসাবে সম্মান করতে হয়। কিন্তু মনে রাখবেন ঃ আমি যদি দেখতে পাই যে এখানেও আমি ভুল করেছি এবং বিশ্রামবারের সময় পরিবর্ত্তন সম্পর্কে বাইবেলে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমি আনন্দ চিত্তে এবং সর্বান্তঃকরণে নুতন করে আমার ক্রুশ তুলে নেব এবং বিশ্রামবার পালন করব। দৃশ্যতঃ মিঃ মিচেল কাপ্তেনের সনির্বন্ধ ও যুক্তিসংগত মন্তব্যগুলি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং এগুলির জন্য তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিও দুরীভূত হয়ে যায়নি। কাপ্তেনের কথা শেষ হলে ধর্মযাযক কেবল এই কথাটি বললেন, "বিতর্কে আপনি অবশ্যই

আমার চেযে শ্রেষ্ঠ, তাই আমার উত্তব দেযার চেষ্টা করা ঠিক হবেনা। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি যদি আপনাব যুক্তিতর্ক অনুসারে চলেন তাহলে আপনি যিহুদী বিশ্রামবার পালন করতে বাধ্য হবেন।" এই সময় মিঃ মিচেল ক্ষমা চেয়ে নেবাব প্রযোজন বোধ করলেন এবং হাসিমুখে "যতক্ষণ" কথাটি বলে চলে গেলেন। আসল ব্যাপাবটি ছিল এই যে তিনি নিশ্চিতরূপে বিব্রত বোধ কবছিলেন এবং কাপ্তেনের খোঁচা মাবা কথা আব শুনতে চাচ্ছিলেন না। ধর্মযাজক চলে যাবাব পবে হ্যাবল্ড উইলসন অল্প সমযেব জন্য কাপ্তেনের কাছে এসে জানিযে দিল যে একদিন আগে তাদেব মধ্যে যে আলাপ হযেছিল তার পরে সে অনেকগুলি নুতন তথ্য খুঁজে পেযেছে। কাপ্তেন জিজ্ঞেস কবলেন, "বৎস, তুমি কি মিঃ এণ্ডাবসনেব সংগে কথা বলেছ নাকি?" "না, আমি বাইবেল পডতেছিলাম এবং যেসব লোকেব সংগে আমাব দেখা হযেছে তাদেব সংগে কথা বলছিলাম। আব কাপ্তেন, এই বিশ্রামবাবেব প্রশ্নটা সাংঘাতিক মজার বিযয। সকলেই এ সম্পর্কে জানতে চায। আপনি কি জানেন যে এ জাহাজে আবও তিন জন প্রচারক আছেন?"

কাপ্তেন এটা ভাল করেই জানতেন, কিন্তু মিঃ মিচেলেব সংগে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা তাকে কিছুটা নিরুৎসাহ কবে দিযেছে। "কাপ্তেন, এদেব মধ্যে ডাঃ স্পল্ডিং নামে একজন আছেন যিনি খুব কথা বলেন। আমি কিছু লোকেব সংগে যখন কথা বলছিলাম তিনি তা শুনতে পেলেন, আব তখন তিনি এমন ভাব কবলেন যেন তাব বক্ত খাবাপ হয়ে গেছে। তিনি প্রায আমাব উপরে লাফিয়ে পডছিলেন, আর বললেন যে যারা সেই প্রাচীন যিহুদী বিশ্রামবাব পালন কবে তাবা প্রায় খ্রীষ্টেব হত্যাকাবীব মত। এর অর্থটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারেন।

প্রথমে আমি বুঝলাম না যে আমি কি বলব। তাই আমি তাকে তার কথা বলে যেতে দিলাম। শেযে আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রসংগক্রমে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি যিহুদী বিশ্রামবাব বলতে কি বুঝাতে চান। আমি বললাম, "আপনি কি চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামবারের কথা বলছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ মশাই, আমি ঠিক সেই জিনিষটিরই কথা বলছি। দশ আজ্ঞা দেযা হযেছিল যিহুদীদের কাছে, এবং যখন খ্রীষ্ট এলেন ও মৃত্যুভোগ করলেন, ওগুলিকে তখন ক্রুশেব উপরে পেবেক দিয়ে লটকিয়ে দেযা হলো। খ্রীষ্টবিহীন জাতির সংগে বিশ্রামবার বেঁচেছিল, আবার তাব মৃত্যুও হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় মিঃ এল্ডারসন এসে পড়লেন এবং তিনি কি চিন্তা করেন তা জানবার জন্য আমি তাকে জিজ্ঞেস না করে পাবলাম না। দেখুন, আমি যিহুদী বিশ্রামবারের কথা বা অন্য কোন বিশেষ বিশ্রামবারের কথা কখনও শুনিনি। তাই আমি চাইলাম যেন প্রচারক সেটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন। মিঃ এণ্ডারসন প্রথমেই ডাঃ স্পল্ডিংকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন তিনি এটাকে যিহুদী প্রথা বললেন। তিনি উত্তর

দিলেন, "কারণ প্রাচীন ব্যবস্থার অন্য সব আদেশগুলির সংগে এটাও যিহুদীদেরকে দেযা হযেছিল, এবং সেই সব নিয়মাবলী ক্রুশের উপবে লোপ করা হযেছে।" হ্যারল্ডের বর্ণনায় বাধা দিযে কাপ্তেন বললেন, "আমি তো সব সময সেই কথাই বুঝে আসছি।" হ্যাবল্ড বলল, "কিন্তু গল্পটা শোনার পরে, আমার মনে হয়, আপনি আর তা বিশ্বাস কববেন না।" এণ্ডারসন জিজ্ঞেস কবেছিলেন, "তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করছ যে আজ চুবি কবা এবং নবহত্যা করার বিরুদ্ধে কোন আইন কানুন নেই এবং পিতা মাতাকে সমাদর কবাব জন্য ছেলেমেযেদের আর কোন নৈতিক দায়িত্ব নেই ?" ডাঃ স্পলডিং তখন এমন কতকগুলি কথা বললেন যাব বিশেষ অর্থ ছিলনা, কারণ মনে হলো তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ ছিলেন। এণ্ডারসন প্রশ্ন করলেন, "আপনি যখন চান যে লোকেবা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করুক, তখন আপনি তাদেব কাছে কি প্রচার করেন ? আপনি কি তাদেব বলেন না যে আপনারা পাপী ? আপনি নিশ্চয়ই তা বলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি একথা বলেন, সেই মুহূর্তে আপনি আপনাব মতবাদ অস্বীকাব কবেন, কারণ মানুষ পাপী হয তখনই যখন তারা আইন কানুন লংঘন কবে। আপনারা জানেন পৌল বলেছেন যে আইন কানুন না থাকলে কাউকে পাপী বলে অভিযুক্ত করা যায় না। এণ্ডাবসন যখন কথা বলছিলেন তখন বহু লোক জড় হযেছিল এবং ডাঃ স্পলডিং বিদায নিতে চাইলেন।

কিন্তু আমবা সকলে অনুবোধ করলাম যে, যে আলাপ তিনি শুরু কবেছিলেন তা তার শেষ কবে যাওযা উচিত। তাই তিনি থেকে গেলেন। এণ্ডারসন বললেন, "দেখুন ভাই, এটা সব সময সত্য। যে কারণটিব জন্য আদম পাপী হযেছিলেন তা হলো এই যে তিনি আইন ভংগ করেছিলেন। ইতিহাসের সব সময় পাপ ছিল, তাই ইতিহাসেব সব সময আইন ছিল অর্থাৎ ঈশ্বরের নৈতিক আইন। এভাবে ইতিহাসের সব সময় আইনেব দণ্ডাদেশ থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য একজন মুক্তিদাতা ছিলেন। বাইবেলের কাহিনীতে আইন, পাপ ও মুক্তিদাতা এই তিনটি হলো বিখ্যাত বা উল্ল্যেখযোগ্য ঘটনা বা বিষয়।" "তার প্রমাণগুলি পড়বার জন্য আমি তাকে আমার বাইবেল খানা দিয়েছিলাম, আর সত্যিই তিনি অনেক প্রমাণ দিলেন। তার প্রত্যেকটা উক্তির জন্য তিনি এক একটা শাস্ত্রাংশ পাঠ করলেন। ১ যোহন ৩ঃ৪ পদ দেখিয়ে দিল যে পাপ হচ্ছে আইন লংঘন; রোমীয় ৫ ঃ ১৩ প্রমাণ করল যে আইন বা ব্যবস্থা ছাড়া পাপ হয়না; রোমীয় ৫ ঃ ১২ পদ দেখিয়ে দিল যে আদম পাপ করেছিলেন; এবং প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ৮ পদ দেখাল যে খ্রীষ্ট প্রথম থেকেই মুক্তিদাতা হয়ে আসছেন।"

কাপ্তেন তখন তার নিজের বাইবেল খানা তুলে নিয়ে প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ৮ পদ পাঠ করলেন, কারণ তার মনে হলো এটি তিনি এর আগে দেখেন নি। "বৎস, এখানে বলা হচ্ছে যে খ্রীষ্টকে জগতের মূলভিত্তি থেকেই হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু আমি এটা

ঠিক বুঝতে পারছিনা।" এণ্ডারসন এ কথা বলে ব্যাখ্যা করলেন যে খ্রীষ্টের জগতে আসবার আগেও সব সময় লোকদের কাছে সুসমাচার ছিল এবং তারা ভবিষ্যৎ মুক্তিদাতায় বিশ্বাস করে পবিত্রাণ লাভ করেছিল। তিনি গালাতীয় ৩ঃ৮ পদ এবং যোহন ৮ঃ৫৬ পদ পাঠ করে দেখিয়ে দিলেন যে অব্রাহাম খ্রীষ্টকে জানতে পেরেছিলেন এবং ইব্রীয় ১১ঃ২৬ পদ পাঠ করে দেখিয়ে দিলেন যে মোশিও তাই করেছিলেন। কোন মানুষই তা না দেখে পারত না। এর পরে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে খ্রীষ্টই আদিতে বিশ্রামদিন দিয়েছিলেন, খ্রীষ্টই দশ আজ্ঞা বলে দিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টই ইস্রায়েলদের দীর্ঘ যাত্রা পথে সব সময় তাদের সংগে সংগে গিয়েছিলেন। ডাঃ স্পলডিং অবশ্য এই সব কথা বিশেষ উপভোগ করতে পারলেন না, কিন্তু যা কিছু বলা হলো তা তাকে স্বীকার করে নিতে হলো কারণ এসবই বাইবেলের মধ্যে ছিল। আমি আর না হেসে থাকতে পারলাম না যখন সব শেষে এণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলেন, "স্পলডিং, খ্রীষ্ট যদি জগত সৃষ্টি করে থাকেন (আপনিও এটা স্বীকার করেন), তিনি যদি বিশ্রামবারও সৃষ্টি করে থাকেন এবং মানুষকে তা দিয়ে থাকেন (এটাও আপনি স্বীকার করেন) এবং তিনি যদি সীনয় পর্বতে দশ আজ্ঞা বলে দিয়ে থাকেন এবং এভাবে আবার বিশ্রামবারের বিধান দিয়ে থাকেন তাহলে এই প্রাচীনকালের বিশ্রামবার কি খ্রীষ্টের বিশ্রাবার এবং কাজে কাজেই খ্রীষ্টিয় বিশ্রামবার নয়? স্পলডিং লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন এবং বেশ থতমত হয়ে গেলেন, আর তখন সকলেই হেসে উঠল। তিনিও বললেন "হ্যাঁ, তাই"। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

আমরা বিদায় নেবার আগে এণ্ডারসন বললেন, "বন্ধুগণ, আমি নিশ্চত যে আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে যিহুদী বিশ্রামবার কথাটা বললে এমন অর্থ প্রকাশ করে যা খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়; আমাদের ররং বলা উচিত ঈশ্বর দত্ত যিহুদী আইন বা ব্যবস্থা। যিহুদী জাতির উৎপত্তির আড়াই হাজার বছর আগে সেই আদিকালে আইন কানুন ও তার অংশ হিসাবে বিশ্রামবার পালনের বিধান দেয়া হয়েছিল। সমগ্র মানব জাতির জন্যই বিশ্রামবারের বিধান দেয়া হয়েছিল, অথবা যীশুর কথা অনুযায়ী এটা "মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে" মার্ক ২ঃ২৭। আমরা যখন চলে আসছিলাম তখন ডাঃ স্পলডিং বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তিনি আমাদের বললেন, "আজকের আলোচনাটা হলো এক ধরণের এক পক্ষীয় আলোচনা, কিন্তু তোমরা যদি কেউ এ নিয়ে আরও বেশী গবেষণা করতে চাও তাহলে আগামীকাল দু'টোর সময় এখানে এসো, আমি তোমাদের কয়েকটা জিনিষ দেখাব। তোমরা তখন দেখতে পাবে যে এই সপ্তম দিনের ব্যাপারটা একটা সুন্দর ছোট বিষয়।"
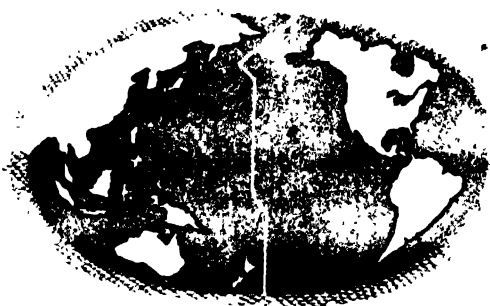
অষ্টম অধ্যায়

ধর্মতাত্ত্বিক মতবিরোধ ও বিভ্রান্তি

মানুষ তাব স্বভাবগতভাবেই কলহ বিবাদ উপভোগ কবে থাকে; তাই কথাটা যখন যাত্রীদেব মধ্যে প্রচাব হয়ে গেল যে ডাঃ স্পলডিং ধর্মতাত্ত্বিক যুদ্ধযাত্রা কবতে যাচ্ছেন তখন সংগে সংগে একটা চাপা উত্তেজনাব গুঞ্জন সৃষ্টি হলো, এবং দেখা গেল লোকেবা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এখানে ওখানে বসে আলোচনা কবছে পবেব দিন কি হতে পাবে। কাপ্তেন মানেব মুখে হাসি দেখা গেল আব তিনি বাহ্যতঃ কঠোব নিবপেক্ষ মনোভাব পোষণেব ভাব দেখালেন, কিন্তু ভিতবে তাব মনোভাব বেশ তীক্ষ্ণ ছিল; আব অধিকাংশ যাত্রীদেবও অবস্থা তাই ছিল। ডাঃ স্পলডিং মনে করলেন যে মিঃ এণ্ডাবসনেব সংগে আলাপেব সময় তাব মান মর্যাদা প্রচণ্ডভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, তাই আলাপেব পবেই তিনি সংগে সংগে তাব সংগী ধর্মযাজকদেব সংগে পবামর্শের জন্য তাদেবকে তাব কামবায় আহ্বান কবলেন। তিন জন ধর্মযাজক যখন পবিস্থিতি বিবেচনার জন্য মিলিত হলেন তখন রহস্যেব আববণ উন্মোচিত হওযাবই প্রযোজন ছিল। কিন্তু এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মিঃ মিচেল তার উপস্থিত হবার পবে যখন মিলিত হবাব উদ্দেশ্য জানতে পারলেন তখন তিনি একাগ্রভাবে অন্য কোথাও চলে যেতে চাইলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে তার যাজক ভাই এমন একটা ভুল করেছে যে বিশেষ সতর্কতা ও বুদ্ধিপুর্ব্বক না চললে খুবই লজ্জাস্কর অবস্থায় পড়তে হবে। তাদের পরিকল্পনার মধ্যে যে জিনিষটি তাদের সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিচ্ছিল তা হলো এই যে তাদের পক্ষে কোন একটা ঐক্যমতে পৌছান একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ডাঃ স্পলডিং বিশ্বাস করতেন যে ক্রুশেই বিশ্রামবারকে লোপ করা হয়েছে; মিঃ মিচেল মনে করতেন প্রাচীন মণ্ডলীই এটাকে পরিবর্ত্তন করেছে; আর মিঃ গ্রেগরী এই শিক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন যে চতুর্থ আজ্ঞার সপ্তম দিন সকলের পালন করা উচিত, কিন্তু ববিবারই হলো সত্যিকার সপ্তম দিন। এই বিভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী ধারণাগুলিকে ঐক্যমতে নিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে মিঃ মিচেল ইতিপূর্বে কাপ্তেন মানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এখানেও সাহস করে তার পুনরাবৃতি করতে চাইলেন, অর্থাৎ

বুদ্ধিমানেব কাজ হবে এই বিশ্রামবাবের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবা এবং ঈশ্বরেব ভালবাসা ও সমগ্র জগতে সুসমাচাব প্রচারেব মত বিষযেব উপর গুরুত্ব দেয়া এবং এভাবে নূতন বিশ্বাসী ও শিক্ষার্থীবা যাতে এ ব্যাপারটা ভুলে গিযে সামনেব দিকে এগিযে যায তাব চেষ্টা কবা। ডাঃ স্পলডিং এতে বাধা দিয়ে বললেন "কিন্তু, মিচেল, আমি তা কবতে পাবিনা, আমি আমাব কথা লিপিবদ্ধ কবেছি এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি যে দুটোব সময় আমি যারা আগ্রাহী হবে তাদেব সকলেব সংগে মিলিত হব। আমাকে কিছু একটা করতে হবে।" মিঃ গ্রেগবী বললেন, "কিন্তু ভাই আপনি যদি নৈতিক আইন কানুন লোপ কবা হযেছে বলে দেখাতে চেষ্টা কবেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে সম্পূর্ণ প্রশ্নটাকে আপনি এক সাংঘাতিক জটিল অবস্থাব মধ্যে নিযে এসেছেন। আপনি যে মুহূর্তে বিশ্রামবাবেব সমস্যা থেকে বেহাই পাবাব জন্য সমস্ত আইন কানুনেব বিলুপ্তি দাবী করবেন, আপনি দেখতে পাবেন যে সেই মুহূর্তে পৃথিবীকে দেয়া ধার্মিক জীবনেব একমাত্র-মানদণ্ড আপনি আমাদের কাছ থেকে নিযে নিযেছেন।" ডাঃ স্পলডিং বললেন "না ভাই, তা নয কাবণ এখন আমাদেব নূতন নিযম আছে, এবং এখন আমবা সেই নূতন নিযমেব আওতাধীন।" মিঃ গ্রেগরী উত্তব দিলেন, "কিন্তু আমি সেই যুক্তিব কথা অনেকবার শুনেছি, এবং প্রত্যেকবাবেই এব অযৌক্তিকতা না হলেও এর দুর্বলতা সম্পর্কে ভাল কবে জানতে পেবেছি। যীশু খ্রীষ্ট কি তাব পর্বতে দত্ত উপদেশেব সর্বত্র এই আইন কানুনেব অলংঘনীযতা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেননি ? মথি ৫ ঃ ১৭ পদ থেকে পড়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন। আব পৌল কি অনুপ্রাণিত হযে তাব স্থিব সিদ্ধান্তেব কথা জানিযে বলেন নি যে আমবা বিশ্বাস দ্বাবা ব্যবস্থা সংস্থাপন কবিতেছি ? বোমীয ৩ ঃ ৩১ পদ দেখুন। এর পবে যাকোবেব কথা শুনুন। যাকোব ২ ঃ ৮-১২ পদে যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠ ও সপ্তম আজ্ঞা উদ্ধৃত কবেছেন, তবুও এর মধ্য দিযে তিনি দেখিযে দিয়েছেন যে তিনি কোন আইন বা ব্যবস্থাব কথা বলছেন, এবং এই প্রসংগে তিনি এর নাম দিয়েছেন বাজকীয় ব্যবস্থা ও স্বাধীনতাব ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শেষ কালে মানুষেবা বিচারিত হবে। ভাই, আপনি যে নূতন নিযমেব কথা বলছেন তা তো যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও ক্ষমতা দ্বাবা নবাযন কবা দশ আজ্ঞাব ব্যবস্থা ছাড়া আব কিছু নয। আব সেই নবায়ন করা পুবাতন আইনেব মধ্যে বিশ্রামবাবও অন্তর্ভুক্ত এবং কেউই তা এড়িয়ে যেতে পাবে না। আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না ?" ডাঃ স্পলডিং অত্যন্ত ব্যাগ্রভাবে উত্তর দিলেন "কিন্তু বন্ধু, আপনি যদি সেই কথা বলেন তাহলে ববিবারে উপাসনা করার প্রথা আপনাকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হয়, কারণ এখন কোন সন্দেহ নেই যে শনিবাবই হলো সপ্তাব সপ্তম দিন, আর আজ্ঞা অনুসারে সেটাই পালনীয় দিন। সপ্তম দিনকে এড়িয়ে যাবার একটি মাত্র উপায় আছে, আর তা হলো আদেশটিকে বাদ দেয়া।" মিঃ গ্রেগরী একটু উষ্ণ হয়ে বললেন, "ভাই আপনি তো বেশ ভাল আঘাত দিয়ে কথাটা বললেন। আমি জানিনা আপনি আমার প্রতি অবিচাব কবলেন কিনা। আমার মনে হয় আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে একাধিকবার বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তন হয়েছে এবং উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করবার বেশ কয়েক দিনের যোগ বিয়োগ করতে হয়েছে।"

"খুব সত্য কথা, বন্ধু, স্পষ্ট কথা বলাব জন্য আমাকে মাফ কববেন। আপনি নিশ্চযই জানেন যে বর্ষপঞ্জীব পবিবর্ত্তনেব ফলে সপ্তাব দিনগুলিব ক্রমিক অবস্থানেব কোন পবিবর্ত্তন হযনি। সাপ্তাহিক দিন চক্রেব কখনও কোন পবিবর্ত্তন হযনি। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেগাবী বর্ষপঞ্জী দশদিন বাদ দিযে দেয। ৪ঠা অক্টোবব বৃহস্পতিবাবেব পরেব দিন শুক্রবারকে ১৫ই অক্টোবব বলে ধবা হয। বাশিযায ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুবাতন পদ্ধতিতে গণনা করা হযে আসছে; কিন্তু তাদেব সপ্তাব দিনগুলি আমাদেব মতই আছে। আমাদেব সপ্তা তাব সপ্তমদিন সহ স্মবণাতীত কাল থেকে অপবিবর্ত্তিতভাবে চলে আসছে। গতকাল আমি পডতেছিলাম যে ১৬০টি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ও উপভাষাব মধ্যে ১০৮টি ভাষায প্রকৃতপক্ষে সপ্তম দিন বিশ্রামবাব নামে বা তাব সমর্থক নামে পবিচিত এবং লেখক বলেছেন যে এই সব ভাষাই সাক্ষ্যদেয যে সপ্তাব দিনগুলিব অভিন্নতা ও ক্রমিক অবস্থান প্রাচীন কালেও যেমন ছিল আধুনিক কালেও তেমনি আছে। তিনি আবও বলেছেন যে উদ্ধৃত সাক্ষ্য নিশ্চিত প্রমাণ দেয যে সপ্তাব দিনগুলিব ক্রমিক অবস্থান জাতিসমূহেব উৎপত্তিব সময় থেকে আজ পর্যন্ত একই আছে। আমার কাছে এটা একটা অখণ্ডনীয প্রমাণ বলে মনে হচ্ছে। রবিবাব দিনকে বিশ্রামবাব করা এক অসম্ভব ব্যাপাব।"

মিঃ মিচেল বাধা দিযে বললেন, "আপনাবা নিশ্চযই এখন আমার সংগে একমত হবেন যে আলাপ আলোচনাব শুরুতে আমি যে পবামর্শ দিযেছিলাম তাব মধ্যে একটা ভাল বিচাব বিবেচনা ছিল। আমি আবার বলছি যে পবিস্থিতিটা বিব্রতকর, এবং আমি পবামর্শ দিচ্ছি ডাঃ স্পল্ডিং চেষ্টা করুন যাতে আগামীকাল প্রধান প্রশ্নটি উত্থাপিত না হয এবং অন্য কোন কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবকম বিতর্কিত বিষযগুলি বুদ্ধিজীবি শ্রোতাদেব সামনে, বিশেষভাবে যেখানে এণ্ডাবসনেব মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আছেন তাদেব সামনে উপস্থিত করা একটা আকস্মিক ধর্মতাত্ত্বিক বিপর্য্যয ডেকে আনা ছাডা আব কিছুই নয।" পবেব দিনেব কাজেব ভিত্তি হিসাবে এই পরামর্শ গ্রহণ করে ধর্মযাজক ভাইযেরা বিদায় নিলেন। যখন ডাঃ স্পল্ডিং এর নির্ধাবিত সময উপস্থিত হলো তখন লোকদেব উৎসাহ বা উপস্থিতিব কোন কমতি দেখা গেলনা। সাধারণ ভাবে বোঝা গেল যে তিনি বিশ্রামবারের প্রশ্নটিকে নগ্নভাবে আক্রমণ করবেন, তাতে স্বভাবতঃই এণ্ডারসনকে ঘিবে উৎসাহের সৃষ্টি হবে – কারণ ডাঃ স্পল্ডিং এর বিবৃতি যে তিনি আপত্তিহীনভাবে চলে যেতে দেবেন তা অকল্পনীয় মনে হলো।

মিঃ এণ্ডারসন কিন্তু অন্য লোকদেব থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে বসালেন। তাব কোন বিতর্কে যাবার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলনা। তার কাছে তর্ক করা বেদনাদাযক ছিল এবং সব সময় তিনি সম্ভব হলে তা এড়িয়ে যেতেন। ডাঃ স্পল্ডিং এভাবে বলতে শুরু

করলেন, "আমার খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুগণ, আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদেব বিশ্বাস সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন কখনও সম্পূর্ণ ভাবে এবং সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসা কবা যাবেনা। আসলে আমি বিশ্বাস করি যে সেটা ঈশ্বরেরও পরিকল্পনা নয়। কেউই সম্পূর্ণরূপে জানতে পাবেন না যে তার ধারণাই সঠিক। সব মতবাদগুলিই পরস্পব সম্বন্ধযুক্ত। আজকে যা সত্য, আগামীকাল তা ভুল প্রমাণিত হতে পাবে। বিশ্রামবাবেব প্রশ্নটি বিশ্বাসের একটা অমীমাংসিত বিষয। এক সম্প্রদায একরকম বিশ্বাস করে আবাব অন্য সম্প্রদায় অন্য বকম বিশ্বাস করে। মুসলমানরা শুক্রবাব পালন কবে, যিহুদী ও এ্যাড্‌ভেন্টিষ্টরা শনিবাব এবং খ্রীষ্টিযান দুনিযা সামগ্রিকভাবে রবিবাব পালন কবে।"

প্রায় সত্তব বছব বয়স্ক বিজ্ঞ চেহাবার একজন বিচারক ধর্ম যাজকের সামনেই বসেছিলেন, তিনি বললেন, "আমাকে মাফ করবেন, ডাঃ স্পল্‌ডিং, আপনি কি সত্যিই চান যেন আমবা বিশ্বাস কবি যে সঠিক মনোভাব থাকলে আমবা শুক্রবাব পালন কবি বা ববিবার পালন কবি তাতে কিছু আসে যাযনা ? আমি কি গতকাল আপনাকে একথা বলতে শুনিনি যে যদি কেউ শনিবার পালন করে তবে সে খ্রীষ্টের একজন হত্যাকারীব সমতুল্য হবে ? আপনি নিশ্চিতরূপে আমাদেবকে এই সিদ্ধান্তে নিযে এসেছিলেন যে আমরা কোন্ দিন পালন কবি সে ব্যাপাবে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং আজকে আপনার ভাষা অনুসাবে আপনি দেখিযে দেবেন যে সপ্তম দিনের ব্যাপারটা একটা সুন্দর ছোট বিষয়। ডাঃ স্পল্‌ডিং সংকোচ বোধ কবলেন এবং স্পষ্টতঃই বিব্রতকর অবস্থায পড়লেন। তাব আলোচনাব বিষয পবিবর্ত্তন কবাব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে লাগল। কিন্তু তিনি বেশ কষ্ট কবে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। "ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার আগে, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, "কিন্তু ডক্টব, আমি একটা উত্তর চাই। আপনাব জানা উচিত যে এজন্য আমাব যথেষ্ট যুক্তি আছে। আপনি সে সময় যে মতবাদ সমর্থন কবেছিলেন এখন কি তা বর্জন করছেন ?"

উপস্থিত কালে ডাঃ স্পল্‌ডিং এর নৈবাশ্যজনক অবস্থা উপলব্ধি কবলেন। তাবা সকলে একটা সুবিচাবের জন্য বিচাবকেব মত আকাংক্ষা পোষণ কবলেও তারা এমন কোন ঘটনা দেখতে চাইছিল যা ঐ লোকটিকে তাব বিব্রতকব অবস্থা থেকে মুক্তি কববে। দৈবক্রমে সেরকম একটা ঘটনাই ঘটল। মিঃ সেভারন্স নামে একজন সান ফ্রান্সিসকোর ব্যবসায়ী যিনি অনেকবার এই প্রশান্ত মহাসাগরীয এলাকায় ভ্রমণ করেছেন এবং যিনি আন্তর্জাতিক তারিখ বদলাবার রেখাব সমস্যা সম্পর্কে ভাল করে জানতেন, তিনি প্রশ্ন করলেন "ডাঃ স্পল্‌ডিং বিচারকের প্রশ্নের উত্তরটা একটু পবে দেযা যেতে পাবে। তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করে একটু বিরক্ত করছি – আপনি আমাদেরকে আন্তর্জাতিক

তাবিখ রেখার বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন কি ? কাপ্তেন মান আমাকে জানালেন যে আমাব সেই তাবিখ বেখার কাছে এসে পড়েছি এবং আজ রাতেই আমরা তাবিখ গণনা থেকে একদিন বাদ দিতে হবে। সুতরাং আগামীকাল মংগলবারের পরিবর্ত্তে আমাদেবকে বুধবার ধরতে হবে। এই পরিবর্ত্তনটা সপ্তাব নির্দিষ্ট দিন হিসাবে বিশ্রামবাবেব উপবে কি প্রভাব ফেলতে পাবে বলে আপনার মনে হয় ?"

আন্তর্জাতিক তারিখ বেখাব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সংগে সংগে ডাঃ স্পল্‌ডিং এর খুব উজ্জ্বল হলো এবং তিনি হাসি মুখে তার মতামত জানাবেন বলে সম্মতি দিলেন। বিচারক যখন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি এই বিশেষ বিষয়টিতে পৌঁছ্‌বার জন্য চেষ্টা কবে যাচ্ছিলেন। "আমি আনন্দিত যে আপনি এই প্রশ্নটি তুলেছেন। বিচারকেব প্রশ্নটি আপাততঃ স্থগিত রাখার জন্য তাব অনুমতি নিয়ে আমি এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। আমি মনে কবি আপনারা সকলে বা প্রায সকলে জানেন যে প্রশান্ত মহাসাগবেব উপব দিয়ে পূর্ব অথবা পশ্চিমে যাবার সময় একদিন যোগ দিতে হয় বা একদিন বাদ দিতে হয। পশ্চিম দিকে যাবার সময় আমরা লাফিয়ে একদিন পার হয়ে যাই, আব পূব দিকে যাবাব সময আমরা এক দিনকে দুবার গণনা কবি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায যে আজ সোমবার বাতে আমরা ঘুমাতে যাব এবং আগামীকাল ভোরে উঠে আমরা দেখব যে আমবা বুধবাবে এসে গেছি। মংগলবার বলে আর আমাদের কোন দিন থাকবেনা। এখন মনে করুন আমি একাগ্রভাবে শনিবারের সম্পূর্ণ পবিত্রতায় বিশ্বাস করি। আমি ফিলিপাইন যাচ্ছি। আমি শুক্রবাব বিকালে তারিখ রেখায় গিয়ে পৌঁছ্‌লাম এবং আমাব বিশ্রামবাব পালন করতে শুরু করলাম। পরের দিন পবিত্রদিনের আনন্দেব আশা নিয়ে আমি তখন উপাসনার মনোভাব গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে যাই। আমি ঘুমিয়ে পড়ি ও শেষে ঘুম থেকে উঠি। সকাল হয়ে যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য সেদিনটা শনিবাব হবার বদলে, আমাদের কাপ্তেন বলে দেন যে সেটা রবিবার। তখন আমি উত্তেজিত হযে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। ব্যাপারটা আমাকে হতভম্ব করে দেয়। আমি ভাবতাম আমার মতবাদ ঠিক, কিন্তু দেখতে পাই যে তা ঠিক নয়। আমি দেখতে পাই যে চতুর্থ আজ্ঞাটা একটা প্রকাণ্ড ও গোলাকার পৃথিবীর জন্য উপযোগী নয়। আমার বিশ্রামবার এমনকি বিদায় জানাবার সময়টুকু না দিয়ে হঠাৎ চলে যায়। আমার যদি কোন দিন পালন করতে হয় তাহলে রবিবারই পালন করতে হবে। আমার মনে হয় আপনারা সকলে আমার সংগে একমত হবেন যে আমি সাধারণ বুদ্ধির মানুষ হলে আমি এই সিদ্ধান্তে আসব যে ঈশ্বর ঐ সপ্তম দিন আমার জন্য পালনীয় করেননি, অন্ততঃ প্রশান্ত সাগর অতিক্রম করবার সময়, কারণ যখন আমি তা পালন করতে চেয়েছি তখন তা করতে পারিনি।"

মিঃ সেভাবেন্স বললেন, "আমি কি একটা প্রশ্ন কবতে পাবি ?" ধর্মজাযক উত্তব দিলেন, "অবশ্যই" । "আমি সান ফ্রান্সিসকোতে বাস কবি এবং ববিবার পালন কবি । আপনি কি বিশ্বাস কবেন যে আমি সত্যি সত্যি সেই শহবে ববিবাব পালন কবতে পাবি ?" "হ্যাঁ, কাবণ সান ফ্রান্সিসকোতে আপনার কাছে সব দিন নিযমিত আসা যাওযা কবে এবং সেখানকার প্রতিদিনেব নিযম সম্পর্কে কোন প্রশ্নই আসেনা ।" "আমাব জন্য কি টোকিওতে আমার ববিবার পালন করা সম্ভব হবে ?" ডাঃ স্পলডিং উত্তব দিলেন, "নিশ্চযই, একই যুক্তিতে তা সম্ভব হবে ।" "ডাঃ স্পলডিং, আপনি বলছেন যে দিন ভ্রমণ কবে । তাহলে এটাব নিশ্চযই কোন স্থান আছে যেখান থেকে এটা যাত্রা শুরু কবে, এবং সেভাবে এমন একটা স্থান আছে যেখানে গিযে তাব যাত্রা শেষ হয । সেটা কোন জাযগা ? আপনি যদি কিছু সময় চুপ থাকতে বাজী থাকেন তাহলে আমি আমাদেব কাপ্তেনেব কাছ থেকে কযেকটা কথা শুনতে চাই ।" সব দিক থেকে আওযাজ উঠল "কাপ্তেন মান, কাপ্তেন মান" । সকলেই তাব দিকে দৃষ্টি দিল ।
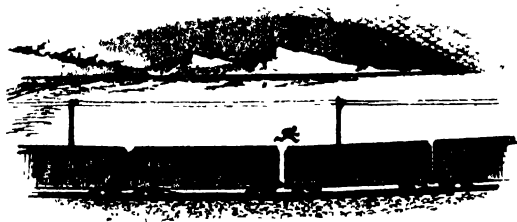
নবম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার উপরে একজন জাহাজের কাপ্তেনের বক্তব্য

কাপ্তেন বলতে শুরু করলেন, "এটা হলো ডাঃ স্পলডিং এর কথা বলার সময়, এবং তার অনুমতি পেলে আমি তারিখ রেখা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করতে রাজী আছি।" ডাঃ স্পলডিং সামান্য হাসলেন, এবং মনে হলো কিছুটা দ্বিধা সংকোচ নিয়ে সম্মতি দিলেন। সম্পূর্ণ অবস্থাটা তার জন্য খুবই নৈরাশ্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল, আর এখন তিনি বিশেষ কোন সুবিধা লাভ করতে না পেরেই সত্যি সত্যি তার স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। কাপ্তেন মান উঠে দাঁড়াতেই তার মনে একটা ভাল চিন্তা এল, এবং তিনি হাসিমুখে একটা গোল টেবিল বৈঠক বা এক প্রশ্নের বাক্সের পরামর্শ দিলেন যেন এভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের যে দিকটা তার কাছে পরিষ্কার নয় তা নিয়ে সে প্রশ্ন করার সুযোগ পায় প্রশ্নের বাক্সের চিন্তাটাই প্রাধান্য পেল। কাপ্তেন বললেন, "প্রশ্নগুলি প্রস্তাব করবার আগে আমাকে সংক্ষেপে এটুকু বলতে দিন যে তারিখ রেখা হলো জীবনের সোজা সমস্যাগুলির একটি। এটি আসলে এত সোজা যে আমি অনেকবার কোন অসুবিধা ছাড়াই ছেলে মেয়েদের কাছে তা ব্যাখ্যা করেছি। মনের মধ্যে একটা বিরক্তকর অবস্থা সৃষ্টি করার বদলে এবং সপ্তার দিন গণনার সব বাধা দূর করে দেয়। এটা পৃথিবীর এক বিখ্যাত ও অদ্ভুত গতি নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি যা পৃথিবীর সব জাতির কাছে আমাদের সপ্তার দিনগুলির অভিন্নতা সংরক্ষণ করে।"

ওহিও থেকে আগত এক মহিলা মিশনারী জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা কাপ্তেন, আপনি কি বলতে চান যে পৃথিবীটা এরকম গোলাকার হওয়ার ফলেই দিনগুলি এরকম অভিন্ন হচ্ছে ?" "হ্যাঁ মাদাম, ওটাই হলো সেই চিন্তা। কজন লোক মেরু অঞ্চলে বা বিষুবরেখায় থাকলে বা যাত্রার সময় জল পথে বা স্থল পথে থাকলে, অথবা পশ্চিম দিকে বা পূর্ব দিকে যেতে থাকলেও প্রত্যেকটি দিন সম্পূর্ণরূপে তার নির্ধারিত সময় রক্ষা করে এবং পৃথিবীর যেকোন স্থানে তাকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে এবং ঠিক ঠিক ভাবে জানা

যায়।" কাপ্তেনের কাছেই একজন সহজ সরল অথচ চিন্তাশীল লোক বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি তো অনেকবার লোকদের বলতে শুনেছি যে সময় নাকি সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়, আবার যোগও হয় অর্থাৎ একদিকে গেলে সময় কমে যায়, আর অন্য দিকে গেলে সময় বেড়ে যায়। এটা সত্য না হলে প্রচারকরা তা কি করে বলতে পারেন?" "আমি নিশ্চিত যে আমি আপনার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবনা যে প্রচারকরা কেন, আপনি যেভাবে বললেন, সেভাবে তারিখ রেখা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আমি আপনার কাছে ও সকলের কাছে বলছি যে সময় বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার মত কোন কথা নেই। এভাবে বর্ণনা করা অবৈজ্ঞানিক এবং এর দ্বারা এমন কিছু বুঝায় যা শুধু দৃশ্যমান, কিন্তু আসলে বাস্তব সত্য নয়।

আমি একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করছি দুটি যমজ ভাই নিউ ইয়র্ক থেকে পৃথিবী ঘুরে আসবার জন্য যাত্রা শুরু করল। একজন পূর্ব দিকে গেল, অন্যজন পশ্চিম দিকে গেল। বেশ কয়েকমাস বাদে তারা শেষ পর্যন্ত আবার নিউ ইয়র্কে এসে মিলিত হলো; কিন্তু যে পূর্ব দিকে গিয়েছিল সে দেখতে পেল যে তার বয়স তার বিপরীত দিকে যাওয়া যমজ ভাইয়ের সমানই রয়ে গেছে। তারা তাদের মাস ও দিনের সংখ্যাগুলি মিলিয়ে দেখল, এবং দেখতে পেল যে যদিও তাদের একজনের একদিন বাড়াতে হয়েছিল এবং অপর জনের একদিন কমাতে হয়েছিল তবুও এই ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে তাদের একই সংখ্যক দিন, একই সংখ্যক ঘণ্টা ও একই সংখ্যক মিনিট লেগেছিল। এখন এটা যদি আসলেই সত্য হয় যে এক জনের একদিন কমে গিয়েছিল আর অপরজনের একদিন বেড়ে গিয়েছিল তাহলে নিশ্চয়ই ভ্রমণের শেষে তাদের বয়সে দুদিনের পার্থক্য দেখা যাবে।" শ্রোতাদের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল। "আর তারা যদি এভাবে বেশ কয়েকবার ভ্রমণ করে তাহলে একদিন এমন সময় আসবে যখন একজন এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়বে যে সে অপরজনের পিতার মত হবে।" এ কথার পরে শ্রোতারা আরও বেশী হাসতে লাগল। "তা হলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটু ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটা কি রকম হাস্যকর হয়ে পড়ে। আসল কথা হলো এই যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই সময় বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার বিষয় নয়, কিন্তু হিসাব বা গণনার বিষয়।

কাপ্তেন বললেন, "অনেক বছর আগে আমি তারিখ রেখার উপরে লেখা একটা প্রবন্ধ পেয়েছিলাম। তার একটা অংশ আমি তুলে এনেছি এবং আপনাদের অনুমতি পেলে তা আমি এখানে পড়তে চাই। আমি মুখে এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যেভাবে প্রকাশ করতে পারব তার চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে এখানে লেখা আছে। তাহলে শুনুন: "নির্দিষ্ট স্থান সমূহে পৃথিবীর নিজের আবর্তন যেভাবে মাপা হয় তার দ্বারাই দিনের সময়ের পরিমাণ ও দিনের সংখ্যা নির্ধারিত হয়, কোন ভ্রমণকারীর ডায়েরীতে চিহ্নিত আবর্তনের দ্বারা নয়। পূর্ব দিক দিয়েই হোক আর পশ্চিম দিক দিয়েই হোক পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণকারী কোন লোক কোন নির্দিষ্ট স্থানের হিসেব করা পৃথিবীর আবর্তনের সংখ্যা ক্রমের

তারতম্যের মধ্যে গিয়ে পড়বেই; এবং এই তারতম্য সংশোধন করে নিতে হবে; আর এটাই হলো গোলাকার পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট ও অভিন্ন দিন সংরক্ষণের সার কথা। এই একটি বিষয়ে মনোযোগ দিলে কোন লোকের কখনও নির্দিষ্ট দিন হারাতে হবেনা। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দিতে গিয়েঃ ধরে নেয়া যাক ক নামক স্থান থেকে একটা লোক যাত্রা শুরু করল এবং সে পূর্ব দিকে যাত্রা করল। মনে করুন বিমানে করে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে আসবার তার সামর্থ আছে এবং দশ দিনের মধ্যে সে পৃথিবী ঘুরে তার যাত্রার স্থানে ফিরে আসতে পারে। প্রতিদিন পৃথিবীর আবর্তনও অবশ্য তাকে বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর সংগে যখন সে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যায় তখন সে প্রতিদিন পৃথিবীর পরিধির এক দশমাংশ অতিক্রম করে, এবং দশদিনে সে দশভাগের দশভাগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিধি অতিক্রম করবে। এভাবে যখন সে তার যাত্রার স্থান ক নামক জায়গায় ফিরে আসবে তখন সে দেখতে পাবে যে যারা সেখানে ছিল তারা পৃথিবীর দশটি আবর্তন লক্ষ্য করেছে এবং তাদের দশ দিন সময় পার হয়ে গেছে। এছাড়া সে নিজের চারদিকে একবার ঘুরে এসেছে যেটা তার কাছে পৃথিবীর ঠিক একটি আবর্তনের সমান। এর ফলে এগারটি আবর্তনের জন্য তার দিন পঞ্জীর হিসাব অনুসারে দশদিনের বদলে এগারো দিন হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত দিনটি নিয়ে সে কি করবে? তার হিসাব থেকে সে এটা বাদ দেবে। কেন? কারণ সে জানে যে ক নামক স্থানে লোকেরা লক্ষ্য করেছে যে পৃথিবী এ সময় কেবল দশবার আবর্তন করেছে; এবং কতবার সে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরেছে সেকথা বিবেচনা না করে, বস্তু নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর আবর্তনগুলিই দিনের সংখ্যা নিরুপণ করবে। তাকে তার নিজস্ব স্থানের পৃথিবীর আবর্তনের সংগে তার হিসাব মিলিয়ে নিতে হবে।

যদি লোকটি পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য পশ্চিম দিকে যাত্রা করে তাহলে এই প্রক্রিয়া ঠিক উল্টে যাবে। যদি সে একই গতিতে ভ্রমণ করে তাহলে তার হিসাব অনুসারে সে তার ভ্রমণের সময় প্রতিদিন একবার পৃথিবী আবর্তনের এক দশমাংশ হারাবে। দশদিনে সে একটি সম্পূর্ণ আবর্তন হারাবে এবং যখন সে তার যাত্রা শুরুর ক নামক স্থানে ফিরে আসবে তখন সে দেখতে পাবে যে তার দিনপঞ্জীতে দশ দিনের জায়গায় নদিন উঠেছে। তখন সে কি করবে? সে তার হারানো দিনটিকে হিসাবের সংগে যোগ করবে। কিন্তু কেন? কারণ সে জানে যে পৃথিবী দশবার আবর্তন করেছে। যদিও অন্য লোকটির মত সে একবার পৃথিবী ঘুরে এসেছে তবুও এটা ছিল এমন একটা দিক যেখানে দৃশ্যতঃ একটা আবর্তন কম হয়ে যায় এবং পূর্ব দিকের যাত্রীর বেলায় যেমন একদিন যোগ হয় এখানে তার পরিবর্তে হিসাবে একদিন কম হয়। তাই বাস্তব অবস্থার সংগে মিল রাখবার জন্য একদিন যোগ করতে হয়। একটা সাধারণ উদাহরণ যা প্রায় প্রতিদিন দেখা যায় তা উদ্ধৃত করলে ধারণাটা অনেকের কাছে আরও স্পষ্ট হতে পারে। মনে করুন সিকি মাইল লম্বা একটা মালগাড়ী চলতে শুরু করে তার দৈর্ঘ্যের সমান অর্থাৎ সিকি মাইল গিয়ে থামল। এর ফল দাড়াবে এই যে গাড়ীর পিছন যেখানে ছিল সেখান থেকে এগিয়ে

গিয়ে যেখানে গাড়ীর মাথা ছিল সেখানে গিয়ে দাড়াবে। এখন মনে করুন গাড়ীর ব্রেক কষার একজন লোক যদি গাড়ী চলতে শুরু করার সংগে সংগে গাড়ীর পিছন থেকে গাড়ির ছাদের উপর দিয়ে গাড়ির গতির সমান গতিতে সামনের দিকে দৌড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে গাড়ি থামবার সময় সে অবশ্যই গাড়ীর সামনে গিয়ে পৌঁছে থাকবে। তাকে সিকি মাইল বহন করে নিয়ে গেছে এবং সে নিজে সিকি মাইল দৌড়ে গেছে। সুতরাং দূরত্বের কথা বিবেচনা করলে সে যেখান থেকে দৌড় শুরু করেছিল সেখান থেকে আধমাইল দূরে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু মনে করুন আর একজন ব্রেক কষার লোক গাড়ী চলতে শুরু করার সময় গাড়ীর অগ্রভাগ থেকে গাড়ির গতির সমান গতিতে গাড়ির উপর দিয়ে পিছন দিকে দৌড়াতে শুরু করল। গাড়ি যখন থামল তখন সে গাড়ীর পিছনে গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু সে গাড়ীর উপর দিয়ে গাড়ির গতির বিপরীত দিগে দৌড়ে যাবার ফলে তার নিজের দৌড়ের গতি থেকে গাড়ীর গতি বিয়োগ হয়ে যায় এবং সে দেখতে পায় যে দূরত্বের বিবেচনায় চারদিকের দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এভাবে এক নম্বর ব্রেক কষার লোকটির দৌড়ের গতির সংগে গাড়ীর গতি যোগ হওয়ায় গাড়ী থামলে পরে সে তার যাত্রা শুরুর স্থান থেকে নিজেকে আধমাইল দূরে দেখতে পায়। অপর দিকে দুই নম্বর ব্রেক কষার লোকটিও সিকি মাইল দৌড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার গতি থেকে গাড়ির গতি কেটে নেয়া হয়েছিল আর তাই সে শুরুতে যেখানে ছিল শেষেও সেখানেই নিজেকে দেখতে পায়। একই নিয়মে যে লোক পৃথিবী ভ্রমণের জন্য পূর্ব দিকে যাত্রা করেছিল তাকে তার হিসাবে একদিন বিয়োগ করতে হয়েছিল, আর যে পশ্চিমদিকে যাত্রা করেছিল তাকে তার হিসাবে একদিন যোগ করতে হয়েছিল।"

ব্যবসায়ী মিঃ সেভাব্যাক্স এবার জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি ক্যাপ্টেন মানের উদ্ধৃত অংশের সংগে তার কাছে সংরক্ষণ করা একটা অংশ যোগ করতে পারেন কিনা। তিনি সেটা এভাবে পড়ে গেলেনঃ ভালভাবে একটু চিন্তা করলেই তারিখ রেখায় একদিন যোগ করা বা বিয়োগ করার কারণটি স্পষ্ট হয়ে যাবে; কারণ পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে সব সময় সূর্য্যাস্ত হচ্ছে আবার অন্যান্য স্থানে একই সময়ে সূর্য্যোদয়, দুপুর ও মধ্যরাত হচ্ছে। আসুন আমরা কল্পনা করি যে পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপরে যত দ্রুত ঘোরে আমরাও তত দ্রুত পৃথিবীর চারদিকে ভ্রমণ করতে পারি, এবং আমরা লণ্ডন বা অন্য কোন স্থান থেকে মংগলবার সকালে সূর্য্যোদয়ের সংগে সংগে পশ্চিমদিকে যাত্রা শুরু করি। তাহলে সব সময় আমাদের কাছে সেই দিনের সকাল বেলাই থাকবে। তারপরে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করার স্থানে এলে আমাদেরকে পরের দিন ধরে হিসাব করতে হবে, কারণ যারা সেখানে ছিল তাদের এরই মধ্যে দুপুর, সূর্য্যাস্ত, মধ্যরাত হয়ে গেছে, এবং এখন তাদের দ্বিতীয় সকাল হচ্ছে যেটা হবে বুধবার। সুতরাং আমাদের দিন গণনায় পরিবর্ত্তন হবে যেন সেই সময় লণ্ডনের পূর্ব দিকের যে কোন স্থানে বসে আমরা মংগলবার সকাল বলি আর লণ্ডনের পশ্চিম দিকের যেকোন স্থানে বসে বুধবার বলি।

এ জায়গাটাই বা রেখাটাই হবে সেই স্থান যেখানে দিন বদলে যাবে। কিন্তু মানুষ তাদের সুবিধার জন্য এমন একটা রেখা বেছে নিয়েছে যে কোন বাসযোগ্য দেশের উপর দিয়ে যায়নি, এবং এই রেখা বরাবর স্থানকেই দিন বা তারিখ পরিবর্তনের স্থান বলে নির্ধারণ করেছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক দিনকে মাপা হয় পৃথিবীর একটা আবর্তনের দ্বারা, এবং যখন আবর্তন শেষ হয় তখন তা দিনপঞ্জী থেকে বিদায় নেয়, এবং তার স্থানে এই রেখায় নূতন আবর্তন শুরু হয়। সুতরাং ভূমণ্ডলের যেখানেই আমরা থাকিনা কেন আমাদের কাছে দিন আসে তার চব্বিশ ঘণ্টার পূর্ণ মাত্রার সময় নিয়ে এবং তার পরবর্ত্তী দিনও এভাবে ঠিক একই সময় নিয়ে আসতে থাকে। এটা সত্য যে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করার সময় আমাদের দিন ছোট বড় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারিখ যে রেখায় এই সব পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম সংশোধিত হয়ে যায় জল পথে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করবার সময় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের এ কাজের জন্য আমাদের ক্যালেণ্ডারের বা পঞ্জিকার কোন পরিবর্ত্তন করতে হয়না।"

সেখানে পাশ্চাত্তের সমভূমি অঞ্চলের একজন স্বাভাবিক গোছের লোক ছিলেন। তিনি যেমন আমুদে তেমন উগ্র ছিলেন। তিনি বললেন, "বলুন দেখি কাপ্তেন, এই তারিখ রেখার পরিকল্পনা কে স্থির করেছিল ? আরও বলুন যে এটা কি শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া হয়েছিল ?" মিঃ সেভ্যাব্যান্স বললেন "কাপ্তেন মান, আমাদের এই বন্ধু একটা খুব ভাল বিষয় তুলেছেন। সুতরাং তারিখ রেখার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।" "আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হচ্ছে পৃথিবীতে লোকবসতির ক্রমবিকাশের একটা স্বাভাবিক পরিণতি। আমার বাইবেল থেকে আমি জানতে পেরেছি যে সৃষ্টির পরে মানব পরিবারের সূচনা হয়েছিল পূর্ব গোলার্ধে ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়। সেখান থেকে লোকেরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকার দূরত্ব স্থান পর্যন্ত গেল এবং শত শত বছর পরে আরও পশ্চিমে পশ্চিম গোলার্ধে গিয়ে উপস্থিত হলো। ইউফ্রেটিস উপত্যাকায় লোকে প্রথমে যে সময়কে দিন বলে জানত সেই ধারণা পূর্ব ও পশ্চিম দিকেও অপরিবর্ত্তিত ভাবে নিয়ে যাওয়া হলো। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে তারা যতই পূর্ব দিকে গেল তাদের দিনও ততই আগে আগে শুরু হলো। অপরদিকে তারা যতই পশ্চিম দিকে গেল তাদের দিনও ততই পরে পরে শুরু হলো। এটা যে সত্য তা সহজেই একটা ঘটনা থেকে বুঝা যেতে পারে। একজন লোক যদি চীনদেশ থেকে পশ্চিমে সানফ্রান্সিসকোর দিকে যাত্রা শুরু করে তাহলে সে দেখতে পাবে যে যেসমস্ত জায়গার উপর দিয়ে সে যাচ্ছে সে সমস্ত স্থানের সময়ের সংগে তার সময়ের হিসাব সঠিকভাবে মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ সে দিনের স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরণ করছে; আর এভাবে তার সময় বা তারিখ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন হয়না। কিন্তু যদি সে চীন দেশ থেকে পূর্ব দিক দিয়ে সান ফ্রান্সিসকো যায় তাহলে তাকে দিনের স্বাভাবিক শুরু হওয়ার ও শেষ হওয়ার রেখা অতিক্রম করে যেতে হবে এবং তাকে সময় ও তারিখের হিসাব পরিবর্ত্তন করে মিলিয়ে নিতে হবে।"

যে বন্ধুটি কাপ্তেনেব কাছে বসেছিল সে তাকে জিজ্ঞেস কবল, "আচ্ছা কাপ্তেন, এটা আপনাব ববিবাব পালনে কোন অসুবিধাব সৃষ্টি করে না তো ?" তিনি উত্তব দিলেন, "একটুও না, যাবা বিবেকেব তাড়নায ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করবাব চেষ্টা করে তাদেবকে যেমন এটা সাহায্য করে তেমনি আমাকে ববিবার পালনেও এটা সাহায্য কবে।" একজন শ্রোতা বললেন, "কাপ্তেন আপনি বলতে থাকুন, আমি খ্রীষ্টিযান নই এবং কোন দিনও পালন কবিনা, কিন্তু আমাব ছোট বেলা থেকে আমি এই বিশ্রামবারেব ব্যাপাব নিয়ে অনেক চিন্তা কবেছি, যা নিযে প্রচাবকবা গতকাল তর্ক কবছিলেন। আমি তাবিখ বেখাব ব্যাপাবটা এখন বুঝতে পাবছি, কিন্তু আমি জানতে চাই যে লোকেবা যখন রবিবার পালন কবে তখন ঈশ্বরের আদেশ পালন কবা হয বলে সত্যই আপনি বিশ্বাস কবেন কিনা। ববিবাব কি সপ্তাব সপ্তম দিন ? আপনি সেকথা বললে আমি তা বিশ্বাস কবতে পাবতাম। কাপ্তেন আপনি কি বলেন ? আপনাব ধাবণা কি ?" প্রশ্নকাবীবা সহজ সবল ভাব কাপ্তেনের মধ্যে সত্য কথাটি স্বীকার করবাব এক প্রবল আগ্রহ জাগিযে তুলেছিল। কাপ্তেন অত্যন্ত দ্রুত এই ধাবণায পৌঁছাতে যাচ্ছিলেন যে ববিবাব পালনেব মধ্য দিযে চতুর্থ আজ্ঞা পালন কবা হযনা। কিন্তু এই সত্য কথাটি তাব মুখ দিযে বেবিযে আসবাব মুহূর্তে তিনি নিজেকে সংযত কবলেন। তিনি চিন্তা কবলেন যে এখনও হযত উপযুক্ত সময় আসেনি। তাই এক সুন্দর হাসি হেসে তিনি বললেন, "ভাই, আসুন আমরা এই ধর্ম তত্ত্বেব প্রশ্নটি ধর্ম যাজকদেব হাতে ছেড়ে দেই। তারা আনন্দের সংগে এ ব্যাপাবে সাহায্য কববে।"

হ্যাবল্ড ইউলসন মিঃ সেভাব্যান্সেব কাছেই দাঁড়িযেছিল। সে এই ব্যবসাযীব কানে কানে একটা কথা বলল। মিঃ সেভাব্যান্স ছিলেন বড মনেব একজন উদাবচেতা ব্যবসাযী। তিনি হ্যাবল্ডেব পবামর্শমত উঠে দাঁড়িযে বললেন, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদযগণ, আমাদেব সংগে এই জাহাজে একজন খ্রীষ্টিযান ভদ্রলোক আছেন যিনি গভীব পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বর ভক্তিতে পূর্ণ একজন যোগ্য ধর্মযাজক, এবং আমাব মনে হয় এই বিশ্রামবারের প্রশ্নে তাব কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। আমি তার প্রচাব শুনেছি তাই তার যোগ্যতা বিচার কববার কিছু ক্ষমতা আমাব আছে বলে মনে করি। আমি বিশ্বাস করি আমবা যদি মিঃ এণ্ডাবসনকে ডেকে এইমাত্র যে প্রশ্নটির কথা শুনলাম তাব উত্তব তার মুখে শুনতে পাই তাহলে ভাল হবে। যাবা এই প্রস্তাব সমর্থন কবেন তাবা দযা কবে হাত তুলে দেখান।"

প্রায় সর্বসম্মত সমর্থন পাওয়া গেল, যদিও লক্ষ্য কবা গেল যে ডাঃ স্পলডিং ভোট দেননি। বন্দোবস্ত করা হলো যে মিঃ এণ্ডারসন পরের দিন ঠিক একই সমযে তাব সংগী যাত্রীদের সংগে মিলিত হবেন। পরের দিনের সভায় জাহাজেব সব ধর্মযাজকরা যাতে উপস্থিত থাকেন এবং বিষযটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তাকে প্রশ্ন কবেন সেই পবামর্শ দিযে মিঃ সেভাব্যান্স সেই সভার ব্যাপারে সকলেব উৎসাহ সৃষ্টি করলেন।

দশম অধ্যায়

অসাধারণ এক ধর্মপ্রচারকের বক্তব্য

পবেব দিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রধান বৈঠকখানায যখন মিঃ এণ্ডাবসন যাত্রীদেব সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন একজন স্ত্রীলোক আব একজনেব কানে কানে এই কথা বললেন, "তাকে কি অনেকটা খ্রীষ্টেব একজন হত্যাকারীর মত দেখায ?" তাব বন্ধু উত্তব দিল "হতে পাবে সে যিহুদী নয, কিন্তু সান ফ্রান্সিসকো ছাড়বাব পব থেকে আমি শুনে আসছি যে সে আসলে খ্রীষ্টে বিশ্বাস কবে না। এই জাহাজেরই একজন ধর্মযাজক আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি নাকি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস কবাব চেয়ে ববং ব্যবস্থা পালনেব মাধ্যমে পবিত্রাণ লাভেব শিক্ষাব উপর জোর দিয়ে থাকেন। আমি মনে করি সেটা একটা সাংঘাতিক শিক্ষা।" মিঃ এণ্ডাবসন হাসিমুখে তাব সংগী যাত্রীদেব সম্ভাষণ জানিয়ে তাদেব আশ্বাস দিলেন যে তাব মধ্যে কোন উচ্চতব পাণ্ডিত্য নেই। তিনি তাদেব অনুবোধ কবলেন যে তাবা যেন তাদের ভাল ভাল চিন্তাগুলি উপস্থিত করতে দ্বিধা সংকোচ না কবেন। হ্যাবল্ড উইলসনেব দাগ দেযা বাইবেল খানা তাব সামনে টেবিলেব উপবে বেখে তিনি সকলকে অনুবোধ কবলেন যেন তাবা তাব সংগে এই প্রার্থনা কবে যে ঈশ্বরেব আত্মা যেন তাদের আলোচনার মধ্যে থাকেন এবং তাবা সকলে যেন ঐশ্ববিক জ্ঞান লাভ কবতে পাবেন। কেমন সহজ সরল প্রার্থনা তিনি উৎসর্গ করলেন। তিনি বলতে শুরু কবলেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমরা আজ তোমার যে আশীর্বাদযুক্ত বাক্য পাঠ করবার জন্য মিলিত হয়েছি তার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা যীশুব জন্য, আমাদের উদ্দেশ্যে তার মহান ত্যাগের জন্য এবং তার মধ্যে যে একজন দুস্প্রাপ্য ও সুন্দর বন্ধু খুঁজে পেতে পারি সেজন্য আমবা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা তোমার পবিত্র আত্মার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যিনি আমাদের পাপ সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করেন, যিনি আমাদেরকে জীবনেব পথ শিক্ষা দেন, যিনি তোমার পরিচয় প্রকাশ কবেন এবং যিনি আমাদেরকে বিজয় লাভের শক্তিপ্রদান করেন। আমরা তোমার অনুগ্রহেই কেবল প্রত্যাশা রাখি। আমাদের মধ্যে কোন উত্তমতা নেই এবং আমরা কেবল তোমারই দেয়া আমাদের প্রিয় নামটির মধ্য দিয়ে তোমার কাছে

আসতে পারি। তুমি নিজ প্রিয় পুত্রের দিকে দৃষ্টি দেও, তার জীবন স্মরণ করে তার মধ্যে আমাদেরকে দেখ এবং জেনে নেও যে আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা আমরা এই মুহূর্ত্তে তাকে আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্ত্তা করছি। তোমার সব উত্তমতার জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করছি এবং আমরা সব অন্তর দিয়ে নিজেদেরকে তোমার কাছে উৎসর্গ করছি। এই সময় আমাদের জ্ঞানার্জনে আমাদের পরিচালনা এবং নিজেকে গৌরবান্বিত কর যেন যীশুর মধ্যে যে সত্য আছে তা আরও পরিপূর্ণরূপে আমরা দেখতে পাই।

যে স্ত্রীলোকটি একটু আগে এণ্ডারসন সম্পর্কে তার ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তার সম্পর্কে মন্তব্য করছিলেন তিনি বলে উঠলেন, "আমার ? এরকম কথা তো আমি আশা করিনি। তিনিতো একজন খ্রীষ্টিয়ানের মত প্রার্থনা করছেন। কি অদ্ভুত যে একজন ধর্ম যাজক অন্য একজন ধর্ম যাজক সম্পর্কে কেমন ভুল ধারণা পোষণ করাতে পারেন ?" মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু প্রশ্ন এরই মধ্যে জমা পড়েছে এবং আমার হয়ত এগুলির দিকেই প্রথমে নজর দেয়া উচিত। এতে কি সকলে রাজী আছেন ?" কোন যুক্তি না থাকলেও, স্পষ্টতঃই ডাঃ স্পলডিং কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন এই দেখে যে স্বাধীনভাবে খোলা মেলা প্রশ্ন করার পথকে কৌশলে রুদ্ধ করা হয়েছে। তিনি মনে ভেবেছিলেন যে তিনি কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। তাই তিনি এই সুযোগে প্রস্তাব করলেন যে লিখিত প্রশ্ন ভাল হলেও প্রথমে তাকে সুযোগ দেয়া হলে তিনি কয়েকটা মৌখিক প্রশ্ন করতে চান।

মিঃ এণ্ডারসন সংগে সংগে তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি জানতেন যে শিষ্টাচারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নিয়মের শিক্ষা এবং তিনি তা সব সময় অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন। ডাঃ স্পলডিং তাই স্বাধীনভাবে তার কথা বলার সুযোগ পেলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, "বিশ্রামবার পালন কি ব্যবস্থার অন্তর্বর্ত্তী কোন কর্ত্তব্য ?" "নিশ্চয়ই, এটা তাই" "আপনি কি সুসমাচার অনুসারে বিশ্রামবার পালনকে খ্রীষ্টিয় পরিচর্য্যার একটা অত্যাবশ্যক অংশ হিসাবে মেনে নেয়া উচিত বলে বিশ্বাস করেন ?" "অবশ্যই" "ভাল বলেছেন, ভাই, এখন আমি গালাতীয় খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে লেখা পৌলের কথাগুলি পড়ছি, এবং সেই সংগে আমরা দেখব আপনার মতবাদের পরিণতি কি দাঁড়ায়। গালাতীয় ২ঃ১৬, ২১" তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্ম্মিক গণিত হয়, সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য্য হেতু কোন মর্ত্ত্য ধার্ম্মিক গণিত হইবেনা।" "আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করিনা; কারণ ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্ম্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট অকারণে মরিলেন।" "এখন বিশ্রামবার পালনের কাজটির কথা যদি উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করে এবং ঘোষণা করে যে খ্রীষ্ট বৃথাই মরেছেন। তাই না ?" মিঃ এণ্ডারসন বললেন "অন্যান্য যে কোন সৎকাজ করাও যেমন একটা

কাজ তেমনি বিশ্রামবাব পালন কবাও বাস্তবিকই ব্যবস্থার অন্তর্গত একটা কাজ। কিন্তু সৎকাজ সম্পাদন কবে কেউই পবিত্রাণ লাভ করতে পাবেনা। খ্রীষ্ট ধর্মে কাজেব দ্বাবা পবিত্রাণ লাভেব কোন ঘটনা জানা নেই। কোন মানুষেব কাজ যতই মহৎ বা সৎ মনে হোক না কেন তা দ্বাবা সে ধার্ম্মিক হতে পাবে না। বোমীয় ও গালাতীয় পত্রেব উভয় স্থানে বাব বাব এই কথা বলা হয়েছে। পৌল বলেছেন যে বিশ্বাসেব মধ্য দিয়ে পবিত্রাণ লাভ কববাব পবে সৎকাজ কবা এক কথা এবং পবিত্রাণ পাবাব জন্য বা দোষমুক্ত হবাব জন্য বা ধার্মিক হবাব জন্য সৎকাজ কবা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

বিশ্বাস কবা এবং নির্দোষিতা লাভ কবাব আগে সত্যিকারে কখনও কাজ কবতে পাবেনা, কিন্তু পবে আসতে পাবে এবং তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা নিশ্চয়ই সত্য কাবণ বিশ্বাসেব মধ্য দিয়ে কোন লোক পাপ থেকে মুক্তি লাভ কববাব আগে তাব পক্ষে সৎকাজ কবা অসম্ভব। বক্ত মাংসেব মানুষ তাব জাগতিক মন নিয়ে একটা আত্মিক ব্যবস্থা পালন কবতে পাবেনা। বোমীয় ৮ ঃ ৭। কিন্তু পাপ ক্ষমা হয়ে যাওযাব পবে এবং হৃদয়ে প্রভুব ব্যবস্থা লিখিত হবাব পবে ব্যবস্থাব সব কাজগুলি গাছেব পাতা গজাবাব মত স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একজন অবিশ্বাসীব জীবনে ব্যবস্থাব কাজগুলি কেবল মৃত অবস্থায় থাকে, আব একজন বিশ্বাসীব জীবনে সেগুলি আত্মাব জীবন্ত ফলরূপে দেখা দেয। সেজন্য যে লোকেব নূতন জন্ম হয়নি তাব কাছে বিশ্রামবাব পালন কবা নিস্প্রয়োজনীয অর্থহীন মতবাদ বলে মনে হবে, কিন্তু যাব হৃদযে যীশু আছেন তাব কাছে তা নূতন নিযমেব অভিজ্ঞতা।

সান ফ্রান্সিসকোব একজন স্ত্রীলোক বললেন, "মিঃ এণ্ডাবসন, আপনি তাহলে মানুষেব পবিত্রাণ লাভেব উপায হিসাবে ব্যবস্থা পালন কবা উচিত বলে বিশ্বাস কবেন না ?" "না মাদাম, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই আমাদেব বিশ্বাসেব দ্বাবা আমাদেবকে শুচি ও মুক্ত কবেন এবং নিজেকে আমাদেব হৃদযে স্থাপন কবেন। কিন্তু আমবা যখনই তাকে জীবনে গ্রহণ কবি তৎক্ষণাৎ আমাদেব মধ্যে ব্যবস্থাব সব গৌরবময় ধর্মবিধি সিদ্ধ হয। বোমীয ৮ ঃ ৩,৪ পদ দেখুন। এভাবে বিশ্বাস আমাদের জীবনেব নিযম হিসাবে ব্যবস্থাকে আমাদেব হৃদয়ে সংস্থাপন করে। রোমীয় ৩ ঃ ৩১। স্ত্রীলোকটি বললেন, "মিঃ এণ্ডাবসন, আমি স্বীকাব কবতে চাই যে ওটা একটা খুব সুন্দব সত্য। আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস কবতে পাবি যে আপনি বিশ্রামবাবকে সত্যই একটা আশীর্বাদ বলে মনে করেন কিনা অর্থাৎ সপ্তম দিনের বিশ্রামবাব ? আপনি সম্ভবতঃ জানেন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে এটা যিহুদী প্রথা, একটা দাসত্বের ব্যাপাব, একটা এমন যোয়ালী যা কেউ সুখী মনে কাঁধে পরতে পারেনা।"

মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "এটা আমাকে এমন একটা প্রশ্নের কথা মনে করিয়ে দেয যা এখানে আমার হাতের কাছেই আছে। এখানে লেখা আছে, "অত বিশ্রামবার বিশ্রামবাব না কবে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার কবছেন না কেন ? খ্রীষ্টকে প্রচার করা কি

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয় ?" আমি হয়ত দুটি প্রশ্নের এক সংগে উত্তর দিতে পারি। আমি ভাবছি আমরা সত্যি করে "বিশ্রামবার প্রচার" এবং "খ্রীষ্টকে প্রচার" এই কথা দুটির অর্থ বুঝি কিনা। বিশ্রামবার কি ? খ্রীষ্ট কে ? বিশ্রামবারের চরিত্র নির্ণয় করবার জন্য আমাদেরকে আদি কালের দিকে পাপ আসবার আগেকার দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাতে হয়। সেখানে আমরা ঈশ্বরের শুদ্ধ পরিকল্পনা দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই সব সময় কি হওয়া উচিত ছিল আর পাপের রাজত্ব শেষ হয়ে গেলে পরে কি হবে। কাহিনীটা হলো এই যে ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং সব কিছুই খুব চমৎকার হয়েছিল। আকাশ ও পৃথিবী তাদের সব বস্তুসহ সমাপ্ত হয়েছিল। তারপর ঈশ্বর বিশ্রাম করলেন। তিনি "সেই সপ্তমদিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।" আদিপুস্তক ২ঃ২। স্বর্গের বাড়িতে উন্নততর পৃথিবীর মহিমায় সমুজ্জ্বল সেই বাড়িতে জীবজগতের মহান সৃষ্টিকর্ত্তা এমন দুটি সুন্দর প্রাণীর সংগে বিশ্রামবার পালন করলেন যারা পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করবে। আর যখন তার সৃষ্টি জীবেরা বিশ্রামবার পালন করল তখন একসংগে স্বর্গের গীত গাওয়া হলো এবং "ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিলেন।" ইয়োব ৩৮ঃ৭। সেই প্রথম বিশ্রামবার দিনটা নিশ্চয়ই একটা আনন্দের দিন ছিল এবং এদিনের উপাসনা নিশ্চয়ই বর্ণাতীত ভাবে গৌরবোজ্জ্বল ছিল।"

ডাঃ স্পলডিং মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু ভাই, আপনি এই লোকদের বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পারবেন কি ?" "না, আপনি যা বললেন আমিও সেই বিষয়ে বলতে যাচ্ছিলাম। যাক, এখন বলছি। ঈশ্বর বা মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলেই বিশ্রামবারের উৎপত্তি হয়নি বা মানুষকে দেয়া হয়নি। সৃষ্টিকর্ত্তা সম্পর্কে লেখা আছে যে তিনি "ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না" (যিশাইয় ৪০ঃ২৮ পদ); আর তার মুর্ত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল যে মানুষ সে পাপের বীজ রোপিত না হওয়া পর্য্যন্ত শারীরিক অবনতি ও ক্ষয় বলে কিছুই জানত না। পৃথিবীতে যদি পাপ কখনও প্রবেশ না করত তাহলে ক্লান্ত স্নায়ু, মাংসপেশী, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর মত কিছু থাকত না। সুতরাং পতনের পূর্বে যখন বিশ্রামবার দেয়া হয়েছে তখন এর প্রধান ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য এই নয় যে মানুষ কেবল নিয়মিত কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যে বিশ্রাম উপভোগ করেছিলেন মানুষকেও সেই বিশ্রাম উপভোগ করতে হবে। এই কথাটা মনে রাখবেন, বন্ধুগণ, কারণ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝবার জন্য এটা একটা অত্যাবশ্যক জিনিষ। যে লোক বিশ্রামবার পালনের মধ্যে নির্ধারিত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তার জাগতিক কাজকর্মের নিবৃত্তি, এবং বিশ্রাম, পরিবর্তন ও গীর্জায় যাবার সুবিধা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়না সে মানুষকে দেয়া বিশ্রামবারের রহস্য এখনও আবিস্কার করতে পারেনি।

"আমরা এই মাত্র পাঠ করলাম যে তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করেছেন, তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তিনিই সেই মহান 'যিহোবা বা আমি আছি', যিনি নিজেই

নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। যিনি অনন্তজীবী যার কাছে বছরগুলি অর্থহীন। তা সত্ত্বেও লেখা আছে তিনি বিশ্রাম করলেন। এছাড়াও বাইবেল বলে যে তিনি "বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন"। যাত্রাপুস্তক ৩১ ঃ ১৭। তিনি তার চমৎকার হাতের কাজের সৌন্দর্য্য দেখে এবং তার পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত ও উপাসনাকারী হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি পেয়ে তিনি এক স্বর্গীয় আনন্দের বিশ্রাম লাভ করেছিলেন। এটা ছিল পারস্পরিক আলাপ, পারস্পরিক স্নেহ ভালবাসা ও অন্তরের বোঝা পরার বিশ্রাম, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার বিশ্রাম দিন পালন করতে গিয়ে অনেকবার সেই প্রথম এদন উদ্যানের দিনে ঈশ্বরের বিশ্রাম করার ও মানুষের সংগে উপাসনা করবার সময়কার বিশ্রামের আনন্দ ও আনন্দের বিশ্রামের কিছু অংশ উপভোগ করেছি। এই সুন্দর অভিজ্ঞতার কথাই আমি আপনাদের সকলকে জানাতে চাই।"

সেখানকার কিছু লোক তখন সাহস করে "আমেন" বলে উঠলেন এবং উপস্থিত লোকদের অনেকেরই হৃদয়ে ধর্মযাজকের কথায় একটা অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি হলো। তিনি বললেন, "আমি আরও বলতে চাই যে প্রথম বিশ্রামবারের আশীর্বাদ যাতে চিরস্থায়ী হয়, যাতে এর অভিজ্ঞতা আরও অনেকে লাভ করতে পারে এবং যাতে পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকেরা চিরদিন জানতে পারে সেজন্য ঈশ্বর বন্দোবস্ত করলেন যেন পরবর্ত্তী প্রত্যেকটি বিশ্রামবারে প্রথমটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। লেখা আছে, "ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন।" এই কথার মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের পূর্ণতা, ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং ঐশ্বরিক উপস্থিতি ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। লক্ষ্য করুন বাইবেলের এই অংশে প্রথমতঃ সপ্তম দিনের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে এই দিনকে পবিত্র করা হয়েছে, অর্থাৎ এই দিনটিকে পবিত্ররূপে ব্যবহার করবার জন্য আলাদা করা হয়েছে। যে জিনিষটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হল এই যে সময়ের একটা সপ্তম অংশ নয়, কিন্তু ঠিক সপ্তম দিন।"

মিঃ গ্রেগরী বললেন, "ভাই, আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি যে প্রথম সপ্তম দিনটি যে এখনকার শনিবার দিনই ছিল তার কি প্রমাণ আপনার কাছে আছে? আমার মনে হয় আমাদের রবিবারই যে সেই আসল সপ্তম দিন তা প্রমাণ করবার অনেক কিছু আছে।" "মিঃ গ্রেগরী, প্রমাণটা এত সহজ এবং সেই সংগে এত সম্পূর্ণ যে এখানে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। চতুর্থ আজ্ঞা প্রশ্নাতীতভাবে আদিতে সপ্তমদিন বলে পরিচিত দিনটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই না?" মিঃ গ্রেগরী বললেন, "ঐ পর্য্যন্ত আমি আপনার সংগে একমত" "সুন্দর কথা, আর আমি মনে করি যে আপনি আমার সংগে এ ব্যাপারেও একমত হবেন যে মুক্তিদাতা যে দিনটিকে বিশ্রামবার বলে মানতেন সেই দিনটি ও সীনয় পর্বতে দেয়া দিনটি একই দিন।" উত্তর এল, "হ্যা, আমি

তাই মনে কাব"। মিঃ এণ্ডাবসন বললেন, "আমি নিশ্চত ছিলাম যে আপনি একমত হবেন। এখন আমি লূক ২৪ ঃ ১ পদেব কথাটিব প্রতি আপনাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে চাই। দেখা যায ক্রুশারোপনেব পবে যে স্ত্রীলোকেবা খ্রীষ্টেব একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন "বিশ্রামবাবে তাঁহাবা বিধিমতে বিশ্রাম কবিলেন"। "হ্যাঁ কিন্তু ঠিক এখানে সূত্রটি হাবিয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ আজ্ঞাব নৈতিক বিশ্রামদিন না হযে এটি সম্ভবতঃ ছিল নিস্তাব পর্বেব সপ্তাব আনুষ্ঠানিক বিশ্রামবাব। আমাদেবকে সপ্তাটি সম্পর্কে ওযাকিবহাল থাকতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে যে সৃষ্টিব কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এক নাগাডে সাত দিনেব যে সপ্তাব চক্র চলে আসছে আমবা তাবই সংগে সম্পর্কযুক্ত আছি।" "সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিঃ গ্রেগবী, এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদেব প্রভুও এব উপব জোব দিয়েছেন। আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবিঃ সেই স্ত্রীলোকেবা যে বিশ্রামবাবটা পালন কবেছিল সেটা কি যাকে "প্রথম দিন" বলা হয সেদিনেব ঠিক আগেব দিন ছিল ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চযই, এটা সেদিনই হযে থাকবে।" "আব একটা প্রশ্ন ঃ সেই পবেব দিনটা কি পুনরুত্থানেব দিন ছিলনা ?" "নিশ্চযই, এটা সেই দিনই ছিল।" "তাহলে এটা কোন প্রথম দিন ছিল ? শাস্ত্র স্পষ্টভাবে বলছে যে এটা ছিল সপ্তাব প্রথম দিন"। বন্ধুগণ আপনাদেব কি মনে হয যে এখানে ববাববেব সংযোগেব কোন ছেদ পডেছে। আমি বিশ্বাস কবিনা যে এ সম্পর্কে মিঃ গ্রেগবীবও কোন সন্দেহ থাকতে পাবে। আপনাবা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সপ্তাব প্রথমদিনেব ঠিক আগেই বয়েছে চতুর্থ আজ্ঞাব বিশ্রামবাব, আব এই সপ্তাকেই আমবা সকলে বর্তমান কালেব সপ্তা বলে জানি। সুতবাং আমবা বুঝতে পাবছি যে চতুর্থ আজ্ঞাব বিশ্রামবাব যা সৃষ্টিব বিশ্রাম দিন তাই আমাদেব সপ্তাব সপ্তম দিন। সুতবাং এটাই হল সেই দিন যা আমাদেবকে পালন কবতে হবে এবং যাব মধ্যে আমবা আশীর্বাদ দেখতে পাব। এটা কি এখন স্পষ্ট হযনি ?"

কেউই বিবোধিতা কবলেন না। মিঃ এণ্ডারসন সব শ্রোতাকেই তাব স্বপক্ষে নিযে আসলেন। "আপনাদেব কি সেই জ্বলন্ত ঝোপেব গল্প মনে আছে ? যাত্রাপুস্তক ৩ ঃ ১-৬। ঈশ্বরেব উপস্থিতি মোশিব কাছে প্রকাশিত হযেছিল, আব এই কথা বেবিযে এসেছিল, "তোমাব পদ হইতে জুতা খুলিযা ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁডাইযা আছ, উহা পবিত্র ভুমি।" ঈশ্ববেব উপস্থিতি সেই পরিবেশকে পবিত্র করেছিল। যিহোশূযকেও সেই একই কথা বলা হযেছিল। যিহোশূয ৫ ঃ ১৩-১৫। এভাবে আমবা এই শিক্ষা পাই যে ঈশ্ববেব আশীর্ব্বাদ হল তার নিজেব উপস্থিতি। ঈশ্বরের উপস্থিতি কোন মানুষকে জানানো হলে তা সেই মানুষকে পবিত্র করে। তার উপস্থিতি কোন স্থানে প্রকাশিত হলে, তা সে স্থানকে পবিত্র করে। গল্পে বাকী অংশ অত্যন্ত স্পষ্ট – সপ্তম দিনে তাঁর উপস্থিতি ও তাঁব আশীর্ব্বাদ সপ্তম দিনকে পবিত্র করে। ঈশ্বব যখন সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করেছেন তখন তিনি পৃথিবীব সমগ্র ইতিহাসেব জন্য ঐ দিনে শুধুমাত্র

তাব উপস্থিতি বেখেছেন। তিনি মানুষেব জন্যই একাজ কবেছেন। আপনাবা জানেন যে যীশু বলেছিলেন, "বিশ্রামদিন সৃষ্টি কবা হয়েছে মানুষেব জন্য"। তাহলে এই সৃষ্টিব কাজটি কত চমৎকাব ছিল। এমন কি সপ্তম দিন তাব আশীর্ব্বাদযুক্ত পবিত্র উপস্থিতি নিয়ে আসে। ঈশ্বরের উপাসনাকাবী লোকদেব হৃদয়ে পবিত্রদিন তাব সংগে কবে পবিত্রকবণেব, শুচিকবণেব ও মানসিক উন্নতিব ক্ষমতা নিয়ে আসে, এবং তাদেবকে পবিত্রতাব উপহাব দিয়ে আনন্দিত কবে। যীশু খ্রীষ্টই ছিলেন বিশ্রামবাবেব সৃষ্টিকর্ত্তা। যোহন ১ঃ১-৩,১৪; কলসীয় ১ঃ১৩-১৬ পদ পড়ুন। তাঁব উপস্থিতিই হল সপ্তম দিনেব মধ্যবর্ত্তী বিষয়। বিশ্রামবাব পালনেব মধ্য দিয়ে আমি তাঁবই জীবনে অংশ গ্রহণ কবি। সুতবাং আমি যখন সত্যি কবে বিশ্রামবাব প্রচাব কবি তখন কি তাঁকেই প্রচাব কবিনা? ঈশ্ববেব বাক্যেব মধ্যে যে সব চমৎকাব জিনিষ চোখে পড়ে তাব মধ্যে বিশ্রামবাবেব সত্যটি সব চেয়ে চমৎকাব।"

হ্যাবলড উইলসন বলে উঠল "আমেন"। কাপ্তেন মান তাকে বিশেষ নিমন্ত্রণ দেযায় সে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সকলেব দৃষ্টি তখন তাব উপবে গিয়ে পড়ল। কাপ্তেন মানেব চেহাবা দেখে বুঝা গেল যে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পাবলেন যে কোন সাক্ষ্যদানকাবী স্বব তাব অন্তবে কথা বলছে। এটা ছিল সত্যেব আহ্বানেব স্বব যা তিনি প্রত্যাখ্যান কবতে পাবলেন না। মিঃ এণ্ডাবসন সংক্ষেপে প্রার্থনা কবলেন, আব ততক্ষণ ডাঃ স্পলডিং ও মিঃ গ্রেগবী নীববে অপেক্ষা কবলেন ও তাবপব চলে গেলেন। এবপব মিঃ গ্রেগবী যখন নির্জনে ডাঃ স্পলডিং এব দেখা পেলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস কবলেন, "ঐ ব্যাপাবটি সম্বন্ধে আপনাব কি মনে হয়েছিল?"
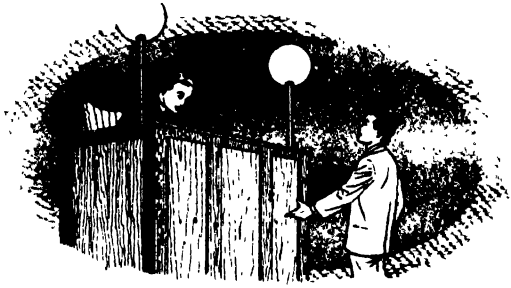
একাদশ অধ্যায়

আগ্রহী প্রশ্নকারীগণ

"মিঃ এণ্ডারসন, আমি আর কিছুক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলেও নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এই পরিচর্য্যা কাজ আমাকে বাধ্য করেছে যেন আমি এসে আপনাকে হাত ধরে নিয়ে যাই ও আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।" মিঃ এণ্ডারসন লোকটিকে চিনতে পারেননি। "আপনি অবশ্য আমাকে চিনতে পারবেন না। তাই আমি নিজেই আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি হলাম আরকানসাসের লিটল রকের বিচারক কারশো।" "আপনি হচ্ছেন সেই লোক যিনি গতকাল ডাঃ স্পলডিংকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন?" "হ্যাঁ, যদিও সেই থেকে আমার যা মনে হয়েছে হয়ত আমার সেই ধৃষ্টতার জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু ডাঃ স্পলডিং এর কথাগুলি আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। আমার সেই ঘটনার কথা মনে পড়ছে, যখন অনেক বছর আগে তারই অনুরোধে আপনার সম্প্রদায়ের একজন লোককে রবিবার লংঘনের দায়ে আমার কাছে আনা হয়েছিল।" বিচারক কারশো যখন কথা বলতে শুরু করলেন তখন একদল উৎসাহী যাত্রী জড় হতে লাগল। হ্যাবলড উইলসনও তাদের মধ্যে ছিল। বিচারক বলতে লাগলেন, "সেই সময় আমার মনে হয় বাদী পক্ষের অভিযোগের মধ্যে আমি পরিস্কার একটা অসহিষ্ণুতার মনোভাব লক্ষ্য করেছিলাম যেটি, আমার মতে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু এটা সত্য হলেও প্রতিপক্ষের যুবক বিবাদী অত্যন্ত সুন্দর ধৈর্য্য ও আত্ম সংযমের পরিচয় দিয়েছিল। সে যখন নিজেই নিজের কৌশুলী হিসাবে কাজ করছিল তখন আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে সে এক অতি উঁচু আদর্শের লোক।"

একজন শ্রোতা প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বিচারক, সেকি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল?" "হ্যাঁ, আইনের শর্ত ভংগ করা হয়েছিল, এবং জুরিরা যখন বিচারের রায় নিয়ে এল তখন আমি দণ্ডাদেশ দিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু আমি মনে আঘাত পেয়েছিলাম, গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম যারা খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবী করে সেই বাদী পক্ষের এ প্রকার অন্যায় মনোভাবের

জন্য; অপবদিকে মর্মাহত হয়েছিলাম অন্য এক অর্থে অর্থাৎ যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তাব চমৎকাব মনোভাব দেখে। এখন আমি বিশ্বাস কবি যে আমি সেই যুবকেব আচবণেব বহস্য আবিষ্কাব কবেছি। খ্রীষ্ট তাব অন্তরে বাস কবছিলেন। তাব হৃদযে এমন শান্তি ও বিশ্রাম ছিল যাব সংগে আমবা কেউই পবিচিত ছিলাম না। যখন আমি দণ্ডাদেশ ঘোষণা কবতে যাচ্ছিলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস কবলাম যে আদালতেব কাছে তাব বলবাব মত কোন কথা আছে কিনা তখন সে বলেছিল, "হুজুব, এই বিচারকাজ চলাব সময যে ন্যাযপবাযনতাব মনোভাব দেখানো হয়েছে সেজন্য আমি আপনাকে ও জুবিদেব আমাব আন্তবিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদেবকে এই দণ্ডাদেশ ঘোষণা কবতে হচ্ছে বলে আপনাদেব দুঃখিত হবাব প্রযোজন নেই। আমবা সকলেই দুঃখপ্রকাশ কবতে পাবি যে আমাদেব আইনেব বইগুলি এমন কিছু অনাবশ্যক আইনে ভাবাক্রান্ত হযে আছে যেগুলি নির্দোষ ও নিবীহ নাগবিকদেব কষ্টেব কাবণ হয, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যতে সেই দিনেব অপেক্ষায আছি যেদিন আমাদেব এই কল্যাণ বাষ্ট্র এই বিশেষ আইনটিব বিলোপ সাধন কববে যা আজ আমাকে কাবাগাবে পাঠাচ্ছে। একজন খ্রীষ্টিযানের যেমন কবা উচিত তেমনিভাবে আমি আনন্দেব সংগে এই শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ কবছি। যে লোকেবা আমাকে এ অবস্থাব মধ্যে ফেলেছে আমি খোলা মনে তাদেব ক্ষমা কবে দিচ্ছি এবং আমি চাই আপনাবা সকলে জেনে বাখুন যে এ সব কিছু বুঝবাব পবেও আমাব অন্তবে একটা শান্তি বিবাজ কবছে, এটা এমন শান্তি যা আমি যতদিন আটক থাকব তা প্রতিদিন ও প্রতি ঘণ্টায ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে থাকবে।"

আমি তাকে জেলে পাঠিয়েছিলাম, আব সে সেই জেলখানাতেই মাবা যায। আব সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তাব ছবিটা আমাব চোখেব সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে এবং আমি জানবাব চেষ্টা কবেছি যে তাব এবকম লোক হবাব পিছনে কি জিনিষ কাজ কবেছিল।" হ্যাবল্ড উইলসন বলল, "বিচাবক, আমাকে ক্ষমা কববেন, সেই যুবক যে শান্তি লাভ কবেছিল আমিও সেই শান্তি লাভ কবেছি, এবং এই জাহাজে উঠবাব পব থেকেই আমি তা লাভ কবেছি। আজকে যে বিশ্রামবাবেব সত্য প্রকাশ কবা হয়েছে তাবই মধ্যে আমি এটা খুঁজে পেয়েছি।" "বৎস, আমি তোমার কথা অবিশ্বাস কবিনা। তুমি কি সেই লোক নও যাকে সকলে "দাগ দেযা বাইবেলেব লোক বলে থাকে ?" "হ্যাঁ হুজুব, তাই। আমিই আজ আমার দাগ দেয়া বাইবেল থেকে মিঃ এণ্ডাবসনকে পড়তে অনুবোধ কবেছিলাম। বিচাবক কাবশো বই খানা তুলে নিয়ে উল্টে দেখলেন। তাব চোখ ভিজে আসতেছিল। তিনি বললেন, "মিঃ এণ্ডাবসন এটা আমাকে আমাব ছোট বেলাব কথা স্মবণ কবিয়ে দিচ্ছে যখন আমার বাবা মা চেষ্টা করেছিলেন যেন আমি একটা ধর্মীয জীবন যাপন কবি। অন্যান্য অনেক ছেলেদেব মত আমিও খ্রীষ্ট ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন কবাব চেষ্টা কবেছি; এবং তা উপলব্ধি কববার আগেই আমার যৌবণের দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে যায়। আমি যখন কলেজ থেকে একজন গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে

এসে আমাব পেশাগত জীবনে প্রবেশ কবলাম তখন আমার সামনে জীবনেব কোন লক্ষ্য বা প্রত্যাশা দেখতে পেলাম না। আমাব শিক্ষা আমাব বাল্যকালেব অবিশ্বাসকেই কেবল স্বচ্ছ কবে দিয়েছিল, আব সেই থেকে এতগুলি বছব পাব হয়ে গেল আমি সাধাবণ মণ্ডলীগুলিব মধ্যে বা তাদেব শিক্ষাগুলিব মধ্যে এমন কিছু দেখি নি যা আমাব মধ্যে একটা পবিবর্ত্তন আনবাব জন্য সহায়ক হতে পাবত।

একটা চিন্তা সব সময় আমাব পিছনে তাড়া কবছে, আব সেটা হল আমাব মায়েব দেয়া চিন্তা। তিনি মাবা যাবাব কিছুদিন আগে আমাকে তাব কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "বৎস, আমি জানি তোমাব সামনে আমাব যেভাবে জীবন যাপন কবা উচিত ছিল, আমি সব সময় সেভাবে জীবন যাপন কবতে পাবিনি, আব তাই খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তোমাব সন্দেহ বয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানিনা কখন সেই দিন আসবে যেদিন তুমি নিশ্চিতরূপে দেখতে পাবে যে ঈশ্ববেব বাক্য সত্য, এমন লোক আছে যাবা একে ঐশ্ববিক বলে প্রমাণ কবেছে এবং এভাবে তুমি স্বেচ্ছায় সেই মহান সৃষ্টিকর্ত্তাব কাছে আত্মা সমর্পণ কবে তাকে ভালবাসবে ও তাঁব সেবা কববে।" আমি আপনাদেব না বললে আপনাবা বুঝতে পাববেন না কেন এই বাইবেল খানা এতদিন আগেব ঘটনাগুলি স্মবণ কবিয়ে দিচ্ছে। মা যেমন তাব বাইবেলখানায় দাগ দিয়েছিলেন এখানাও তেমনি দাগ দেয়া; আব অদ্ভুত লাগে একথা বলতে যে এই বাইবেল খানাব মধ্যে যেভাবে কবা হয়েছে সেই খানাব মধ্যেও দশ আজ্ঞাগুলিকে বিশেষভাবে স্মবণ কবে দাগ দেয়া হয়েছিল। আমাব মা ঈশ্ববেব আজ্ঞাগুলিব প্রত্যেকটিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কবতেন। কিন্তু এই কথাটা চিন্তা করুন। আমি এখানে সত্তব বছবেব একজন বৃদ্ধ হিসেবে আপনাদেব সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমাব বিদায় নেবাব সময় ঘনিয়ে এসেছে। আপনাবা কি মনে কবেন যে এটাই সেই সময় যখন মায়েব প্রার্থনা সফল হবে?" গভীব নিস্তব্ধতায় কিছুক্ষণ কেটে গেল। সকলেই অনুভব কবলেন যে একটা পবিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা হচ্ছে অর্ধশতাব্দী পূর্বেব একজন একনিষ্ঠ মায়েব প্রার্থনাব উত্তবে একটি আত্মাব পবিত্রাণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত। এবাবে মিঃ সেভ্যাব্যান্স বললেন, "বিচাবক আমাব কাছেও এটা একটা সত্য প্রকাশিত হওয়াব দিন। কিন্তু আমাকে আবও অনেক কিছু জানতে হবে। মিঃ এণ্ডাবসন আমি কি আপনাকে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবতে পাবি? যেমন ধরুন, সপ্তম দিন যদি বিশ্রাম দিন হয়, আব একটা বিশ্রামদিন হিসাবে পালন কবা যদি আমাদেব নৈতিক কর্ত্তব্য হয়, তাহলে মণ্ডলী আজ সামগ্রিকভাবে তা দেখে স্বীকাব কবে নিচ্ছে না কেন? এটা আমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে।"

মিঃ এণ্ডাবসন বলতে শুরু কবলেন, "মিঃ সেভ্যাব্যান্স, আমার কোন সন্দেহ নেই যে বহু কাবণ আছে যা বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান দুনিয়াকে বিশ্রামদিনেব বদলে ববিবাব পালন কবতে উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু আমি সাহস কবে এই মন্তব্য কবতে পাবি যে অন্যান্য বড় বড় নৈতিক কর্ত্তব্যগুলি যে কাবণে অবহেলিত ও অগ্রাহ্য কবা হয়েছে সেই একই কাবণে

বিশ্রামবাব পালন কবাকেও বহিত করা হয়েছে। আপনাব স্মবণ হবে যে প্রেবিত পৌল স্পষ্টভাবে এমন একটা সময়েব ভবিষ্যদ্বাণী কবেছিলেন যে, সময়ে যাবা খ্রীষ্টিয়ান বলে স্বীকাব কবে তাবা নিবাময় শিক্ষা সহ্য কবিবে না কিন্তু কানচুলকানি বিশিষ্ট হইয়া আপনাদেব জন্য বাশি বাশি গুরু ধবিবে এবং সত্য হইতে কান ফিরাইবে। ২ তীমথিয় ৪ ঃ ৩, ৪। ঈশ্ববেব ব্যাখ্যা নিয়ে সামান্য পবীক্ষা কবলেই দেখা যাবে যে এই মন্দ কাজেব গতিধাবা যুগেব পব যুগ ধবে স্বাভাবিকভাবে চলে আসছে। ঈশ্ববেব বাক্যকে হালকাভাবে গ্রহণ কবা মনে হয় মানুষেব জন্য সব সময় সহজ ছিল। এখনও নিশ্চয়ই তাই আছে যখন পুবোহিত ও সাধাবণ লোকদেব কাছ থেকে সমানে উচ্চস্ববেব সামালোচনা শোনা যায়। তাবা অনুপ্রাণিত লেখাগুলিকে শেক্সপিয়াব, এমাবসন, স্পেনসাব এবং অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদেব লেখাব সমতুল্য মনে কবে। এমন যুগ এসেছে যখন অনেকে এমনকি দশ আজ্ঞাকেও সেকেলে বলে মনে কবেন এবং এব সংশোধন কবা প্রয়োজন বলে মনে কবেন।" দলেব মধ্য থেকে একজন বললেন, হ্যাঁ, এই গতকালই একজন পুবোহিত গোছেব লোক আমাকে বললেন যে আমবা বাইবেলকে আব সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ বলে মেনে নিতে পাবিনা। তিনি বললেন যে পুবাতন নিয়মেব অনেক অংশই নাকি অনৈতিহাসিক এবং সুসমাচাবেব মধ্যে লিখিত আশ্চর্য্য কাজগুলি অধিকাংশই নাকি রূপকেব আকাব বিশিষ্ট। আমি তাকে বিশেষভাবে খ্রীষ্টেব পুনরুত্থান ও স্বর্গাবোহন সম্পর্কে প্রশ্ন কবেছিলাম আব উত্তবে তিনি তাব কাঁধদুটো সামান্য উচু কবলেন ও একটু মুচকি হাসি হাসলেন।"

মিঃ এণ্ডাবসন বলতে থাকলেন, "মিঃ সেভাব্যান্স, অবশ্য যাবা নিজেদেব ঈশ্ববেব লোক বলে স্বীকাব কবে তাবা এভাবে শাস্ত্রকে নাকচ কবে দিলেও সকলে এখনও পুবনো পথ ছেড়ে যায়নি। অনেক সুন্দব সুন্দব এবং উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু আপনি যখন জানতে পাববেন যে কেন বর্তমান যুগেব মণ্ডলীগুলি সাধাবণভাবে বিশ্রামবাবের সত্যকে প্রত্যাখ্যান কবে থাকেন আমাব কথাগুলিব মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাবেন।" বিচাবক কাবশো বললেন, "মিঃ এণ্ডাবসন আপনি শাস্ত্রেব ভাববাণীগুলি থেকে আমাদের কাছে যা বললেন তা এই সময় লক্ষ্যণীয়ভাবে সফল হচ্ছে। আমি এইমাত্র পত্রিকাব একটা প্রবন্ধ পড়ে শেষ কবলাম। প্রবন্ধটাব শিবোনাম দেয়া হয়েছে "যুগেব পাহাড়ে বিস্ফোবণ" এবং এটা দেখিয়েছে যে ধর্মতত্ব বিদ্যালয়গুলিসহ শিক্ষার সব উচ্চতব প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রকাশ্যে নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এমন ধাবণা দেয়া হচ্ছে যা ঈশ্ববেব বাক্যেব মধ্যকাব সব নৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বাতিল কবে দেয়। আমি আমাব নিজেব চোখকে বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না। আব এগুলোই হল সেই সব শিক্ষালয় যেখান থেকে আমাদেব ধর্মযাজকবা বেবিয়ে আসছে।" মিঃ এণ্ডাবসন তার উত্তবে বললেন, "সমালোচনা করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, কারণ সমালোচনা কবা একটা বিপদজনক অভ্যাস। কিন্তু আপনার নিজের আত্মার স্বার্থে

এই যুগের বিপদগুলি সম্পর্কে আপনার জানার দরকার ও সকলকে সতর্ক করা দরকার। আপনি শুনেছেন বলা হয়েছে যে সত্যকে জানা যায়না এবং বাইবেল থেকে একটা বেহালার মত যে কোন সুর চাই তাই বাজানো যায়, আর এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা। একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে আজকে যা সত্য আগামীকাল তা ভুল হয়ে যায় এবং আজকে যা ভুল আগামী কাল তা সত্য হয়ে যাবে।" কিন্তু যীশু বলেছেন, "তোমরা সেই সত্য জানিবে" (যোহন ৮ ঃ ৩২) এবং "যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয় জানিতে পারিবে" (যোহন ৭ ঃ ১৭)। যখন কোন লোক সত্যের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হয়, যখন পবিত্র আত্মা তার কাছে ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলি প্রকাশ করেন এবং সেগুলিকে তার জীবনের একটা অংশ করে দেন। ১ করিন্থীয় ২ ঃ ৯–১২ পদ পড়ুন ও সে সংগে যোহন ৬ ঃ ৪৫ ; ১৬ ঃ ১৩-১৫ পদগুলিও দেখুন।

আবার আপনি শুনতে পারেন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার কাজ কর্মে সরল হন তাহলে আপনার পরিচর্য্যা গ্রহণ করা হবে। এটা শুনতে ভাল শুনায়, কিন্তু এটা ভুল পথে পরিচালিত করে। সরলতার প্রয়োজন আছে কিন্তু তা কখনও অজ্ঞতাকে ক্ষমা করেনা।" মিঃ সেভাব্যাঙ্ক বললেন, "মিঃ এণ্ডারসন, আমি আপনাকে বুঝাতে চাই। আমি যে সরলভাবে রবিবার পালন করে আসছি তা কি ঈশ্বর গ্রহণ করছেন না ? আমি নিশ্চিতরূপে একজন খ্রীষ্টিয়ান হবার চেষ্টা করে আসছি।" "হ্যাঁ, ভাই আপনি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের ভালবাসা উপভোগ করেছেন, কারণ আপনি যা সত্য বলে জানতেন তার সবই আনন্দের সংগে সম্পাদন করেছেন। কিন্তু ধরুন আপনি চতুর্থ আজ্ঞার সত্যকে জানতে পারলেন এবং তারপর তা পালন করতে ব্যর্থ হলেন, তখন তা বিবেচনার বিষয়। যীশু তার সময়ের লোকদেরকে বলেছিলেন "আমি যদি না আসিতাম, ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না ; কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই"। যোহন ১৫ ঃ ২২। পৌল সেই একই আদর্শের উল্লেখ করলেন যখন তিনি বললেন, "ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মন পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন।" প্রেরিত ১৭ ঃ ৩০। যখন আরও ভাল পদ্ধতি প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন আর সরলভাবে মন্দ কাজ করা সম্ভব হয়না। সরলতা তখন মানুষকে তার গতিপথ পরিবর্ত্তনে বাধ্য করে।" হ্যারল্ড ইউলসন তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় গভীর আগ্রহে আগ্রহী হয়ে এবং জানবার ইচ্ছা নিয়ে আর একটা প্রশ্ন করল। "মিঃ এণ্ডারসন, একজন পুরোহিত আমাকে বলেছেন যে সপ্তমদিন পালন করার ব্যাপারটি ঠিক আছে, কিন্তু প্রশ্ন হল কোন দিন থেকে আমরা গুনতে শুরু করব ? তিনি বলেছেন যে তিনি সপ্তমদিন পালন করেন, কিন্তু তিনি সোমবার থেকে সপ্তার দিন গণনা শুরু করেন। আপনি এটাকে

কি মনে কবেন ?" মিঃ সেভাব্যান্স বললেন, "আমিও সেই একই বকম শিক্ষা পেয়েছি। আমি এবই মধ্যে আংশিকভাবে প্রশ্নটিব উত্তব দিয়েছি, কিন্তু এটাকে আব একটু তলিয়ে দেখা যাক। যাত্রাপুস্তক ১৬ অধ্যায়েব মধ্যে সেই মান্নাব কাহিনী দেখা যাক। ঈশ্বব বললেন যে তিনি লোকদেবকে পবীক্ষা কবতে চান যে তাবা তাঁব আইন কানুন মেনে চলে কিনা। পবিকল্পনাটা ছিল এবকম যে লোকেবা প্রথম দিন থেকে ষষ্ঠ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন তাদেব খাবাব কুড়াবে। প্রথম পাঁচ দিনেব প্রতিদিন তাদেব দৈনিক প্রয়োজনেব পবিমাণ অনুসাবে প্রত্যেককে কুড়াতে হবে যেন পবেব দিনেব সকালবেলাব জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু ষষ্ঠ দিনে তাদেবকে দুদিনেব খাবাব কুড়াতে হত যেন একভাগ সপ্তম দিনেব ব্যবহাবেব জন্য বেখে দেযা যায় কাবণ সপ্তম দিনে কোন মান্না পড়ত না। এটা ছিল সদাপ্রভুব ব্যবস্থা। এখন দিন গণনা কবাব ব্যাপাবটা মানুষেব পছন্দ অপছন্দেব উপব নির্ভব কবতো না। ঈশ্বব নিজেই গণনাব কাজটি কবাতেন। কেউ যদি ইচ্ছা কবে বা অন্য কোন কাবণে এব পবিবর্তন কবাতে চেষ্টা কবত এবং ঈশ্ববেব এই নিয়ম মেনে না নিত তাহলে তাব ফল হত কেবল বিভ্রান্তি ও লোকসান। এছাড়া তাকে ঈশ্ববেব তিবস্কাবও শুনতে হত। দেখা গেল কিছু লোক খাবাবটা পবেব দিন সকালবেলাব জন্য বেখে দিয়ে নিয়মেব কিছু পবিবর্তনেব চেষ্টা কবল, কিন্তু তাতে পোকা ধবল ও দুর্গন্ধ হল। ২০ পদ। আব কিছু লোক সপ্তম দিনে মান্না কুড়াতে গেল। সম্ভবতঃ তাবা ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুণ সংগ্রহ কবতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ঐ দিন কিছুই পাওয়া গেলনা। ২৭ পদ। গণনাব পদ্ধতি পবিবর্তন কবা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপাব ছিল।

এবাব লক্ষ্য করুন তাদেব এই অসতর্ক অবাধ্যতাব ফলে কি উত্তব এসেছিল "তোমবা আমাব আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন কবিতে কত কাল অসম্মত থাকিবে ?" ২৮ পদ। আনুগত্যেব পবীক্ষা হল সঠিক গণনাব ব্যাপাবে। বিশ্রামবাবকে প্রধান লক্ষ্য হিসাবে বেখে ঈশ্ববেব মত গণনা কবাব ব্যাপাবে তাদেবকে পবীক্ষা কবা হল। আপনাদেব জানাব জন্য একটা মজাব ব্যাপাব হল এই যে প্রাচীনকালে হিব্রু জাতিব লোকেবা এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে সপ্তাব প্রত্যেকটি দিনকে বিশ্রামবাবেব সংগে সম্পর্কযুক্ত কবত। তাবা বিশ্রামবাবেব প্রথম দিন, "বিশ্রামবাবেব দ্বিতীয় দিন ইত্যাদি বলে সপ্তাব সবগুলি দিনেবই নামকবণ কবেছিল। বিশ্রামবাব দিনটিকে প্রতিদিনই গণনা কবা হত। কখনও ভুলে যাবেন না যে প্রতি সপ্তায তিনটি আশ্চর্য্য কাজের দ্বাবা ঈশ্বব সপ্তাব সঠিক ও নির্দিষ্ট সপ্তম দিন দেখিযে দিতেন ঃ প্রথমতঃ ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুণ পবিমাণ মান্না দিযে; দ্বিতীযতঃ সপ্তম দিনে এটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ বেখে এবং তৃতীযতঃ সপ্তম দিনেব অতিবিক্ত অংশ পচন থেকে বক্ষা করে।"

মিঃ সেভাব্যান্স বললেন, "হ্যাঁ মিঃ এণ্ডারসন, ওটাই মনে হয় গণনাব ব্যাপাবটাব একটা নিশ্চিত মীমাংসা কবে দেয। কিন্তু আমার কাছে এটা এখনও সম্পূর্ণ পবিস্কার নয় যে একটা সম্পূর্ণ দিনেব প্রযোজন হবে কেন।" "একটা ছোট উদাহবণ দিলে,

আমার মনে হয়, এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি আপনার সামনে যদি সাতটা গ্লাস সাজিয়ে রাখি যার ছয়টা গ্লাসে থাকবে পানি আর একটা গ্লাসে থাকবে দুষ্প্রাপ্য সুস্বাদু ফলের রস। আমি আপনাকে বলব যে আপনি যদি সপ্তম গ্লাসটি থেকে পান করেন তাহলে অতি সুস্বাদু পানীয় পান করতে পারবেন, আর আপনি সেটাই পান করতে চান। একটি গ্লাসের মধ্যেই সেই পানীয় রয়েছে আর সেই একমাত্র গ্লাসটি হল সপ্তম গ্লাস। এখন আপনি আপনার আকাংক্ষিত জিনিষটি পাবার জন্য নিশ্চয়ই আমার গণনা অনুসারে কাজ করবেন। ব্যাপারটিকে আমি এভাবেও ঘুরিয়ে বলতে পারি যে সুস্বাদু ফলের রসের আনন্দ গ্লাসের ক্রমিক সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। বিশ্রামবারের ব্যাপারটিও ঠিক সেই রকম। ঈশ্বর বিশ্রামবারকে আশীর্বাদযুক্ত করেছেন, তিনি তাঁর উপস্থিতি রেখেছেন এ নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে, অন্য কোন দিনে নয়। আমার অন্তর যেভাবে তাঁকে জানতে চায় আমি যদি তাঁকে সেভাবে পেতে চাই তাহলে আমাকে, তিনি যেমন গুনেছিলেন তেমনিভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন গুণতে হবে। আর যখন আমি তা করব তখন তাঁকে খুঁজে পাওয়ার, তাঁকে জানবার ও তাঁর মধ্যে বিশ্রাম পাবার প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারব। বিশ্রামবারে আমি তাঁর সংগে থাকি বলেই আমি বিশ্রাম লাভ করি। সুতরাং একজন খাঁটি ও বুদ্ধিমান বিশ্রামবার পালনকারী তাঁর কাজে যে আনন্দ লাভ করে তা এমনকি একজন নিষ্ঠাবান রবিবার পালনকারীও কোন সময় উপভোগ করেনা।"

মিঃ সেভারব্যাঙ্ক বলে উঠলেন, "আমি বুঝতে পারছি মিঃ এণ্ডারসন, আমি বুঝতে পারছি, আজই আমি ঈশ্বরের দেয়া বিশ্রামবারের বৃহত্তর সেবায় আপনার সংগে যোগ দিচ্ছি। আপনি কি আমার জন্য প্রার্থনা করবেন? আমার ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা করার জন্য আমার বিশেষ সাহায্যের দরকার।" "মিঃ সেভারব্যাঙ্ক বললেন, "আপনি যা ভাবছেন তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু আমার মনের মধ্যে আছে। আজ একটা সাংঘাতিক দৃঢ় বিশ্বাসের দিন। আমার ব্যবসায়ী জীবনের সব দিনগুলি এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে যাকে হয়ত পৃথিবীর লোকেরা ন্যায্য মনে করেছে; কিন্তু আজ এই বিকেল বেলায় কে যেন আমাকে বলছে যে আমি যদি পবিত্র হতে চাই এবং যিনি পবিত্র তাকে জানতে চাই, আর তার পবিত্র দিনে তার সান্নিধ্য উপভোগ করতে চাই তাহলে আমার বিগত দিনের কিছু কিছু পদক্ষেপ সংশোধন করতে হবে। বিভিন্ন মানদণ্ডের প্রতি আমার আনুগত্যের পদ্ধতি বদলাতে হবে, আমাকে আমার পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবসায়ী সহযোগীদের কাছে গিয়ে সব কিছু স্বীকার করতে হবে। হ্যাঁ, আরও কিছু করতে হবে, আমাকে অনেকগুলি ডলার তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। আপনার কি বিশ্বাস হয় যে ঈশ্বর আমাকে ক্রুশ বহন করতে শক্তি দেবেন? ঠিক এই সময় ক্যাপ্টেন মান কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন।
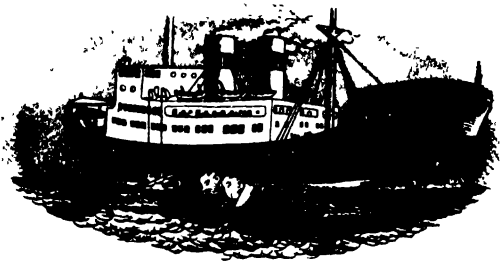
দ্বাদশ অধ্যায়

বিশ্রামবারের শিক্ষা

এক জন জলে ডোবা লোককে উদ্ধার করল

বৈঠকখানায় মিঃ এণ্ডারসনের শাস্ত্র আলোচনার শেষে ডাঃ স্পলডিং মিঃ গ্রেগরীকে সংগে নিয়ে ডেকের উপরে কোন একটা নিরিবিলি স্থান খুঁজতে ছিলেন যেন যা কিছু বলা হলো ও দেখানো হলো তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। তারা উভয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, যদিও মিঃ গ্রেগরী যা শুনেছিলেন তার অনেক কিছুর সত্যকে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এভাবে তারা একসংগে কথা বলার সময় ক্যাপ্টেন মান সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাঃ স্পলডিং তাকে ডাক দিয়ে বললেনঃ "ক্যাপ্টেন আপনার একটুখানি সময় নষ্ট করে আমি শুধু একটা আবেদন রাখতে চাই। বিশ্রামবার সম্পর্কে এই আলোচনাটা আর বাড়িয়ে না তুলে যাতে এখানেই বন্ধ করা যায় সেজন্য কি আমরা কোন উপায় উদ্‌ভাবন করতে পারিনা? এতে খুব ভাল ফল হচ্ছে না, কারণ এতে একটা খারাপ তর্কবিতর্কের মনোভাব জাগিয়ে তুলছে; এবং আগে হোক পরে হোক এটা জাহাজের কিছু ভাল খ্রীষ্টিয়ানদের চিন্তাধারাকে অস্থির করে তুলতে পারে। দাগ দেয়া বাইবেলের ঐ যুবকটি এরই মধ্যে সম্পূর্ণ বিপথে গিয়েছে, এবং আমি লক্ষ্য করছি যে সে অন্যদের উপরেও প্রভাব বিস্তার করছে। ক্যাপ্টেন, আমি একটা জিনিষকে খুব বেশী ভয় করি আর তা হলো ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করা।" "ডাঃ স্পলডিং আপনি জানেন যে আপনাদের যে রকম খুশী সেরকম পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা আছে। জাহাজে আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি আপনাকে বলছি যে, যে যুবকের সম্বন্ধে আপনি কথা বলছেন সেই হ্যারল্ড উইলসন আমরা সান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে আসবার পর থেকে এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন চমৎকার একজন খ্রীষ্টিয়ান, এত বিশ্বস্ত ও যোগ্য সহকর্মী হয়ে পড়েছে যে আমি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমি জানতাম যে সে ছিল একজন লম্পট, মাতাল, মিথ্যাবাদী, জুয়ারী, চোর ও অপরাধী, আর সেই অবস্থা থেকে আপনি দেখতে পাবেন এখন সে হয়েছে একজন স্থির মস্তিষ্ক, প্রার্থনাশীল, পরিশ্রমী ও সৎ যুবক, এটা নিশ্চয়ই একটা ভাল গাছের ফল। আর আমিও স্বীকার

করছি যে আমি নিজে এর স্বাদ নিয়ে উপকৃত হয়েছি। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে এটা আপনার ভয় পাবার মত কিছু নেই। এটা ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করবার মত কিছু নয়। এর মধ্যে অনেক আবেগপূর্ণ আগ্রহ আছে কিন্তু তা বাইবেলের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন ধারণের জন্য যারা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে তারা বেশী বিপথগামী হয় না। আর হ্যারল্ড উইলসন সেরকম ভাবেই জীবন যাপন করছে।"

কাপ্তেন দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্যটি তার চোখে পড়ল তা কখনও ভুলবার নয়। মিঃ সেন্ডারস্ টেবিলের উপরে মাথা নীচু করে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। তার সেখানে প্রবেশ করবার সময় হ্যারল্ড উইলসন তার বাইবেল হাতে নিয়ে তার বন্ধু ব্যবসায়ীর কাঁধের উপর রেখে চতুর্থ আজ্ঞার সত্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা ও তাঁর অদ্ভুত আশীর্বাদ যে তার উপর নেমে এসেছিল সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কাপ্তেন মান যখন দেখলেন যে হ্যারল্ডের মধ্যে এমন একটা মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল যা ছিল প্রকৃত আত্মাজয়ের ও দুঃখী মানুষকে সাহায্য করবার মনোভাব, তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন, এবং তার চোখ জলে পূর্ণ হয়ে গেল। দীর্ঘদিন সমুদ্রে কর্মরত দৃঢ়চেতা এই অভিজ্ঞ বৃদ্ধের এরকম কোমল অনুভূতি প্রকাশ অদ্ভুত লাগলেও তা সত্যই সুন্দর ছিল।

তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হলোনা। তিনি ধীর পদক্ষেপে মিঃ এণ্ডারসনের কাছে গিয়ে শক্ত হাতে তার সংগে করমর্দন করলেন। তার ঠোঁট কাঁপতে ছিল তিনি তাড়াতাড়ি তার কর্মস্থলে চলে গেলেন। এ সময় খাবার ঘরে যে অল্প ক'জন লোক ছিল তারা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চমকে উঠল, আর প্রায় সংগে সংগে জাহাজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই চিৎকার শোনা গেল যে একজন স্ত্রীলোক সমুদ্রে পড়ে গেছে। সকলেই বলতে লাগল "কে পড়েছে ?" "কে পড়েছে ?" কিন্তু কে পড়েছে তার কিছুই বুঝা গেলনা। দুজন ধর্মযাজক ডাঃ স্পলডিং ও মিঃ গ্রেগরী জাহাজের পিছন দিকে দৌড়ে গেলেন। লোহার বেড়ার কাছে ঠিক সময়মত পৌঁছে গিয়ে দেখলেন যে হ্যারল্ড উইলসন প্রধান বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি তার বাইবেল খানা রেখে দিল ও তার কোট খুলে ফেলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ওহ্ কি নির্বুদ্ধিতা, কি নির্বুদ্ধিতা" ডাঃ স্পলডিং বলে উঠলেন। "এর অর্থ একজনের পরিবর্তে দুজনের জীবন দেয়া। এই জাহাজের পিছনে কোন জীবন্ত মানুষ নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনা।" মিঃ গ্রেগরী উত্তর দিলেন, "কিন্তু ঈশ্বর তাকে সাহায্য করবেন।" আর সত্যই ঈশ্বর সাহায্য করলেন। হ্যারল্ডের সাহসিক কাজটা ছিল একটা বিশ্বাসের কাজ। যখন সে সমুদ্রের উত্তাল জলের সংগে সংগ্রাম করছিল তখন সাহায্য ও উদ্ধার পাবার জন্য তার চিন্তা উর্দ্ধে ঈশ্বরের কাছে উঠে গেল ও অনুগ্রহের সংগে তার প্রার্থনার উত্তর নেমে এল। কয়েক ফুট দূরে জলরাশি চক্রাকারে ঘুরতে

ছিল, আর সেখানে এক মুহূর্তের জন্য জলের উপরে সে একখানা হাত দেখতে পেল। সে তার সর্বশক্তি নিয়ে সেই দিকে ছুটে গেল। ডুবন্ত স্ত্রীলোকটির পোষাক তখন সে তার হাতের মধ্যে পেয়ে গেল। সে দ্রুত এবং সুনিপুণভাবে তার মানবিক সম্পদের ব্যবহার করে জাহাজের দিকে রওনা করল। ডাঃ স্পলডিং চিৎকার করে বলে উঠলেন "ধন্য ঈশ্বর"। যাত্রীরা আনন্দে কেঁদে ফেলল। ইতিমধ্যে কাপ্তেন তার জাহাজকে পিছন দিকে চালাবার হুকুম দিলেন আর সেই বিরাট 'পেসিফিক ক্রিপার' এক স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা জীবনতরী নামিয়ে দেয়া হলো এবং হ্যারল্ড ও সেই অজ্ঞাত স্ত্রীলোকটিকে নিরাপদে তুলে ডেকের উপরে নিয়ে আসা হলো। মিঃ গ্রেগরী ভীর ঠেলে সামনে চলে গেলেন যেন একবার এই সাহসী যুবকের হাতে হাত মিলাতে পারেন এবং যেন সম্ভাব্য যেকোন সাহায্য দিতে পারেন। কিন্তু যেই মাত্র তিনি হ্যারল্ডের হাত ধরতে গেলেন তখনই সেই উদ্ধার করা ও আংশিকভাবে বাঁচিয়ে তোলা স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তার দৃষ্টি গেল। মিঃ গ্রেগরীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার শরীরের শক্তি চলে গেল এবং তিনি ধপাস করে ডেকের উপরে পড়ে গেলেন। স্ত্রীলোকটি তারই স্ত্রী। পরের দিন তার কামরায় শুয়ে থাকা অবস্থায় মিসেস গ্রেগরী বললেন, "মিঃ উইলসন, আমি আপনাকে কেন আজ ডেকে এনেছি তা আমাকে বলতে হবে। আমার স্বামী এখানে আছেন। তারও জানা দরকার।"

"গতকাল আমি বৈঠকখানার উপাসনায় উপস্থিত ছিলাম এবং বিশ্রামবারের প্রশ্ন নিয়ে মিঃ এণ্ডারসনের আলোচনা শুনেছি। আমার এখন একথা বলতে লজ্জা লাগছে যে ওখানে যে কথা বলা হয়েছিল তার বেশ কিছুতে আমি আসলেই রেগে গিয়েছিলাম। আমি ওগুলি শুনতে চাই নি এবং আমি চাই নি যে অন্যরা তা শুনুক। আর আমি আপনাকে দোষ দিয়েছিলাম। একজন আমাকে বলেছিলেন যে মিঃ এণ্ডারসনের সংগে আপনার সম্পর্ক আছে বলেই ঐ উপাসনা সম্ভব হয়েছিল। সব শেষে আমি যখন আপনাকে "আমেন" বলতে শুনলাম তখন আমি মনে মনে বলেছিলাম "আমি কামনা করছি যেন ঐ ভুঁইফোড় যুবক সমুদ্রে পড়ে যায় আর এভাবে আমরা বিশ্রামবার সম্পর্কে অধিক আলোচনা থেকে রক্ষা পাই।" "সভার পরে আমি আমার কামরায় এসে সব ব্যাপারটা ভুলে যেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি, তাই কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসি। এসে যখন দেখলাম যে আপনি তখনও সেখানে আছেন, তখন আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আমি যখন বৈঠকখানার দরজার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমার অনুভূতি এমন ভাবে আমাকে পেয়ে বসল যে আমার মাথা ঘুরতে লাগল (আমি যখন বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি তখন এরকম মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে পড়ি) এবং তারপর কি ঘটেছিল তা আর আমি স্মরণ করতে পারিনা। শেষে ডেকের উপরে বসে আমি জ্ঞান ফিরে পাই এবং জানতে পারি যে আমাকে সমুদ্রের কবর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর আপনি যাকে আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম তাকেই ঈশ্বর আমার উদ্ধারকারী হিসাবে মনোনীত করেছেন। মিঃ উইলসন আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি

নিশ্চিত যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি আপনার কাছে আরও বেশি কিছু চাইছি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আপনার বাইবেল খানা নিয়ে আসুন এবং যে সত্যকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে চেষ্টা করেছি সে সম্পর্কে আমার কাছে আরও কিছু বলুন।"

হ্যারল্ড বিনীতভাবে তার অজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন এবং তাকে মিঃ এণ্ডারসনের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবার পরামর্শ দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মনে করেন যে তিনি এখানে আসতে রাজী হবেন?" হ্যারল্ড উত্তর দিল "হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে তিনি আসবেন"। একথা বলে সে তার বন্ধুকে নিয়ে আসতে গেল। মিসেস গ্রেগরী তখন বললেন, "মিঃ এণ্ডারসন, আমি আজ গভীরভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। আমার স্বামী ও আমি চাই যেন আপনি আমাদের কাছে আরও কিছু কথা বলেন। গতকালকের সাংঘাতিক ঘটনাটি ঈশ্বর থেকেই হয়েছে যেন আমরা সংশোধিত হই ও নির্ভেজাল শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক হই। এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে কেন আপনি সপ্তম দিনের বিশ্রামবার পালনের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন? ঈশ্বরই কি আপনাকে দিয়ে একাজ করাচ্ছেন? আর কেনই বা এত লোক বিশেষ ভাবে ধর্মযাজকরা আপনার কথা না শুনবার জন্য স্থির সংকল্প হয়ে বসে আছে?

"বোন, আপনার প্রশ্নগুলি বেশ বড় প্রশ্ন এবং বাস্তবিকই এগুলির জন্য আরও বেশী পরাশুনা করা দরকার, কিন্তু জানিনা আমাদের সেরকম অবস্থা আছে কিনা। তবে প্রশ্নগুলি খুবই সংগত এবং আমি আনন্দিত যে শাস্ত্রই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। প্রথমে আমি এই ঘটনার দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে বিবাহের সংগে বিশ্রামবারও আর একটি মহান আশীর্বাদ যা এদন বাগানের বাড়ি থেকে আমাদের কাছে নেমে এসেছে। বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক রক্ষা করা। চতুর্থ আজ্ঞাটি হেলায় হেলায় পাঠ করলেও বিশ্রামবারের মহান উদ্দেশ্য স্পষ্ট দেখা যাবে" "তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও"...... কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিলেন। যাত্রাপুস্তক ২০ঃ৮-১১। মানুষেরা যাতে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণের কাজটিকে মনে রাখতে পারে তার সাহায্যের জন্যই বিশ্রামবার। এটা আমাদেরকে আহ্বান জানায় যেন আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার বাধ্য থাকি এবং এই পরিচর্যা কাজে বিজয়ী হবার জন্য তিনি বংশ পরম্পরায় আমাদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি যুগিয়ে দেন। বিশ্রামবারকে খাঁটিভাবে পালন করার অর্থ হলো অবিরাম ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা, এর ফলে এটা সব সময় মানুষকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখে। যাত্রাপুস্তক ৩১ঃ১৭ পদে খুব সুন্দর ভাষায় লেখা আছে "আমার ও ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে ইহা চিরস্থায়ী চিহ্ন"। আর যিহিস্কেল আমাদের কাছে বলেন, "আর আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু, ইহা জানাইবার জন্য আমার ও তাহাদের মধ্যে চিহ্ন স্বরূপে আমার বিশ্রামদিন সকলও তাহাদিগকে দিলাম।" যিহিস্কেল ২০ঃ১২, ২০। এর যুক্তি হলো এই যে, ঈশ্বর বা খ্রীষ্ট

নিজেকে অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতিকে এই দিনটির মধ্যে এবং একে গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্রামবার পালনকারীর হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করেন। এভাবে প্রত্যেকটি বিশ্রামবার হলো ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের মধ্যকার চিরস্থায়ী চিহ্ন। এর দ্বারা কেবল অব্রাহামের মাংসিক বংশধর যিহুদীদেরকেই বুঝায় না কারণ তারা অল্পদিনের মধ্যেই খাঁটি বিশ্রামবার পালন ছেড়ে দিয়েছিল, তাই তারা বিশ্রামবারকে আশীর্বাদ হিসাবে জানতে পারেনি। "ইস্রায়েল" কথাটি দ্বারা যিহুদীদের চাইতেও বেশী কিছু বুঝায়। এটি এমন একটি নাম যা শেষকাল পর্য্যন্ত সব যুগের খাঁটি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে। সব খ্রীষ্টিয়ানরাই আত্মিক ইস্রায়েল। রোমীয় ২ঃ ২৮, ২৯; যোহন ১ঃ ৪৭; গালাতীয় ৩ঃ ২৯ পদ দেখুন। সুতরাং যারা ধার্মিকতার পথে রক্ষিত থাকবে তারা সকলেই বিশ্রামবার পালন করবে, এবং তারা এটাকে তাঁর পবিত্রাণকারী ক্ষমতার একটা চিহ্ন বা স্মৃতি চিহ্নরূপে দেখতে পাবে। আপনারা দেখতে পাবেন সৃষ্টি করা ও পবিত্রাণ করা একই কাজ, উভয়ে বিশ্রামবারের স্মৃতি স্মরণ করে।"

মিসেস গ্রেগরী বললেন, "হ্যাঁ, আমি তা বুঝতে পারি, এটা অত্যন্ত সুন্দর জিনিষ।" "এই চিন্তাটা মনে রাখলে এটা বুঝতে কষ্ট হবেনা যে, প্রভু সব সময় কেন বিশ্রামবারের সত্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনাদের স্মরণে আছে যে মিশর দেশে ইস্রায়েলদের কাছে ঈশ্বর এই পরীক্ষাই নিয়ে এসেছিলেন। (যাত্রাপুস্তক ৫ঃ ৫ পদ); সীনয় পর্বতে পৌঁছবার ত্রিশ দিন আগে এই পরীক্ষাই তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৬ অধ্যায়); আর সীনয় পর্বতে বসেই তাদের কাছে চতুর্থ আজ্ঞা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। নহিমিয় ৯ঃ ১৪ পদ। সব আজ্ঞাই যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলার প্রয়োজন হয়না, কিন্তু লেখা আছে যে কেবল বিশ্রামবার পালনের বিষয়টি তিনি তাদের সকলকে জানিয়ে দিলেন। বিশ্রামবার পালনের ব্যাপারটি অদ্ভুত রকম অত্যাবশ্যকীয়। যিশাইয় নবী যাকে সুসমাচারের নবী বলা হয় তার আকর্ষণীয় কথাগুলি শুনুন, "তুমি যদি বিশ্রামবার লংঘন হইতে আপন পা ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে আমোদ-দায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত বল .... তবে তুমি সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে, এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া আরোহণ করাইব" যিশাইয় ৫৮ঃ ১৩, ১৪। নবী কেমন স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে বিশ্রামবার পালনের মধ্যেই সব আত্মিক ক্ষমতা ও উন্নতি লাভ করা যাবে। আমি বলেছি যে যিশাইয় হলেন সুসমাচারের নবী, আর সত্যিই তিনি তাই। এই যে কথাগুলি আমরা পড়লাম আমাদের সুসমাচারের সময়ের সংগে এর সম্পর্ক রয়েছে। যিশাইয় নবীর কথার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করেছেন যেন আমরা বিশ্রামবার লংঘন থেকে পা ফিরাই যেন আমরা একে পদদলিত করা থেকে বিরত হই। যারা এই আজ্ঞাপালনে বাধ্য হয় তাদের জীবনেই প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিজ্ঞা সফল হয়।"

মিঃ গ্রেগরী বললেন, মিঃ এণ্ডারসন, হ্যাবলড ইউলসনকে দেখে আমার ধারণা হয় যে সে একটা বড় আশীর্বাদ লাভ করেছে"। "হ্যাঁ, এবং তা এই সত্যের মধ্য দিয়েই

হয়েছে। সে কেবলমাত্র একটি বিশ্রামবার পালন করেছে, কিন্তু সে এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য আশীর্বাদ লাভ করেছে। বন্ধুগণ, বাস্তবিকপক্ষে এটাই ছিল সেই জিনিষ যা বিশ্রামবার থেকে তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল আর এটাই গতকাল তাকে জাহাজের কিনারে গিয়ে ঝাপ দিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিল। সে নিজেই আমাকে একথা বলেছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ঈশ্বর তার বাধ্যতার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন এবং সমুদ্রের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাবার জন্য সে যে প্রার্থনা করেছিল, ঈশ্বর তার উত্তর দিয়েছেন। সে আপনার নাম দিয়েছে তার "বিশ্রামবারের উদ্ধারপ্রাপ্ত মহিলা"। মিসেস গ্রেগরী উত্তর দিলেন, "আমি তাতে সন্দেহ করিনা, এক মুহুর্ত্তের জন্যও না; এবং সেজন্যই আমি আজ সত্যি সত্যি আমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিচ্ছি।" কিন্তু আমি আরও একটু দূর এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই যে যিশাইয় তার ছাপ্পান্ন অধ্যায়ের মধ্যে শেষকালের বিজাতি সন্তানগণের এক মহৎ ও উন্নত বিশ্রামবারের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ১ থেকে ৮ পদ পর্য্যন্ত পাঠ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এটা বিশেষভাবে একটা সুসমাচারের বাণী এবং এখানে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে যারা ঈশ্বরের সংগে বিশ্রামবারের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে তাদেরকে তিনি "পুত্র কন্যা অপেক্ষা উত্তম স্থান ও নাম" দেবেন। তিনি তাদেরকে লোপহীন অনন্তকালস্থায়ী নাম দেবেন। এখানে অনন্ত জীবনের আভাস দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোন লোককে নিশ্চয়ই এই সময় বিশ্রামবারের বাণী প্রচার করতে হবে। কোন লোককে বিশেষ জোর দিয়ে ঈশ্বরের কথামত এর গুরুত্ব প্রকাশ করতে হবে।" "আচ্ছা মিঃ এণ্ডারসন, তাহলে এমন কেন হয় যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরা এই সহজ সরল স্পষ্ট কথাগুলি মানছে না ? আমি এগুলি আগে কখনও না পড়লেও এগুলি তো খুবই স্পষ্ট এবং ধর্মযাজকরা নিশ্চয়ই এগুলি পাঠ করেছেন।" মিঃ গ্রেগরী বললেন, "তাদের মধ্যে কিছু লোক যে কেন মেনে নিচ্ছেনা তা আমি আপনাকে বলতে পারি। তারা আমার মত একটু অতিরিক্ত চিন্তা করে। তারা যে ভুল করছে এটা তারা স্বীকার করতে চায়না। যেসব ধর্মযাজকরা সত্যি সত্যি বিশ্রামবারের সত্যকে জানে তারা সকলেই যদি তাদের বিশ্বাস স্বীকার করে তাহলে বিরোধিতা করবার মত খুব কম লোকই অবশিষ্ট থাকবে। যা আমি সমর্থন করছি তা আমি ভাল করে জানি। তাদের মধ্যে অনেক লোক আছেন যারা গোপনে আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে বিশ্রামবার পালনকারীরা সঠিক কাজ করছেন।" "আমি আমার স্বামীকে বলছি, আচ্ছা তুমি তো এসব কথা কখনো আমার কাছে বলনি। তোমার তো এ ব্যাপারে সৎ না হবার কোন কারণ নেই।" মিঃ গ্রেগরী বললেন, "ওগো, ও কথাটা না বলাই ভাল। এটাকে বরং অজ্ঞতা বলে মনে করাই ভাল, যা কিছু সময়ের জন্য মানুষকে তাদের নিজেদের মনোভাব বুঝতে বাধা দান করে।" মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "বন্ধুগণ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি বিষয়টা কিন্তু শেষ করিনি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনারা উভয়ে ক্লান্ত। গতকালকের অভিজ্ঞতার মানসিক চাপ আপনাদের দুর্বল করে দিয়েছে। তাই আপনারা বরং বিশ্রাম করুন। সুতরাং আমি চলে যাচ্ছি। প্রভু আপনার পূর্ণ শক্তি আপনাকে ফিরিয়ে দিন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যাত্রাপথে ঈশ্বরের সংগে সাক্ষাৎ

মিসেস গ্রেগরীর কামরায় যখন তার স্বামী ছাড়া আর কেউই ছিলনা তখন তিনি তার স্বামীকে বললেন, "ওগো, তুমি এই বিশ্রামবারের সত্য সম্পর্কে কি করতে যাচ্ছ ?" ডাঃ স্পলডিং অল্প সময়ের জন্য প্রবেশের অনুরোধ জানিয়ে দরজায় টোকা মারলেন। মিসেস গ্রেগরী বললেন, "মিঃ স্পলডিং আপনি এসে পড়ায় আমি খুব খুশী হয়েছি কারণ আমি ও আমার স্বামী একটা ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আর আমি মনে করি আপনার উপর আমাদের আস্থা আছে।" ডাঃ স্পলডিং একটু চিন্তিত হয়ে কামরার মধ্যে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে এই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের ব্যাপারটা এমন একটা বিষয় ছিল যা তিনি এই সময় এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। তার অসুবিধার কারণটা স্পষ্ট ছিল, কারণ তিনি দেখতে পেলেন যে হ্যারল্ড উইলসনের বাইবেল খানা পাশেই পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ির সময় যুবক বাইবেল খানা সেখানেই ফেলে গিয়েছিল। মিসেস গ্রেগরী বললেন, "আপনি হয়ত বেশীক্ষণ আমাদের সংগে থাকতে পারবেন না, তাই আমি দেরী না করে আমার আসল কথাটি বলছি।" মিসেস গ্রেগরী তার কামরার দেয়ালে সমুদ্র যাত্রার নীতিবাক্য হিসাবে শাস্ত্রের একটা কথা লিখে রেখেছিলেন। ডাঃ স্পলডিং এর দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হলো। "ডাঃ স্পলডিং আপনি দেখতে পেয়েছেন যে আমাকে ও আমার স্বামীকে এক কঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আপনি জানেন যে ঈশ্বর গতকাল আমাকে এক মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকায় ফেলে দিয়েছিলেন, আর আমি যখন সব অবস্থার কথা বিবেচনা করি তখন আমার গভীর বিশ্বাস হয় যে এর মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু আমাকে শিখাতে চান যে আমি যেন নিজের ক্রুশ বহন করতে ইচ্ছুক হই। আমি ছোট বেলা থেকে সব সময় এরকম কিছু শুনে আসছি যে রবিবার খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্রামদিন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি প্রভুর খাঁটি বিশ্রামবার পালনের ঘোর বিরোধী হয়ে আসছি। গতকাল প্রায় আমার জীবন দিয়ে সেই বিরোধিতার মূল্য দিতে হচ্ছিল, এবং একজন বিশ্রামবার পালনকারীর সাহসিকতাপূর্ণ কাজই কেবল আমাকে রক্ষা করল। যাহোক আমি দেখতে চাই ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কি

করতে চান এবং আমি তাই করব। আমার স্বামীও দেখছেন। তিনিও বিশ্বাস করছেন যে গতকাল এবং অন্যান্য সময় যে সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। এখানে আমি বাস্তবিকই আপনাকে একজন গোপন বিশ্বস্ত বন্ধু বলে ধরে নিচ্ছি। আমার প্রশ্ন হলো এই যে, আপনি কি মনে করেন না আমাদের বেরিয়ে এসে প্রকাশ্যে বিশ্রামবারের পক্ষ সমর্থন করা উচিত ? আপনি খ্রীষ্টের পক্ষে একজন রাজদূতের কাজ করছেন। আমি চাই আপনি আমাকে একটা খাঁটি পরামর্শ দিন।" এই সরল স্ত্রীলোকটি জানতেন না যে আগের দিন যখন তিনি সমুদ্রে পড়ে গিয়ে নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ডাঃ স্পলডিং তার স্বামীকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীদের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের কাছে হ্যারল্ড উইলসন ছিল একটা আতংকস্বরূপ এবং মিঃ এণ্ডারসন হলেন এমন একটা লোক যাকে ধর্মযাজক ও সাধারণ লোকদের পরিহার করে চলা উচিত। মিঃ গ্রেগরী এই লজ্জাজনক অবস্থার বিষয় অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে স্পলডিংকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করা যায়। তিনি বললেন, "স্পলডিংকে, গতকাল এই দুর্ঘটনার সময় আমরা মিঃ উইলসন সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা করছিলাম তাতে তার পক্ষে আমার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলে আপনি মনে করেন না ? তারপর লক্ষ্য করুন সে নিজেই বলছে যে সম্প্রতি যে সত্য তার কাছে প্রকাশিত হয়েছে সেটাই তাকে উদ্ধার কাজের জন্য সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়বার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছে। এটা কি আপনার কাছে আশ্চর্য্যজনক বলে মনে হয়না ?"

"হ্যাঁ, গ্রেগরী, আমার তাই মনে হয়। আমি স্বীকার করি যে আমি যা বলেছি তা নিন্দার যোগ্য" মিসেস গ্রেগরী জিদ করে বললেন, "ডাঃ স্পলডিং আপনাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আপনি কি মনে করেন না যে পৃথিবীতে আমাদের যা কিছু আছে তার সবকিছু বিসর্জন দিতে হলে আমরা যখন বুঝতে পারছি যে ঈশ্বর আমাদেরকে বিশ্রামবার পালন করতে আহ্বান জানাচ্ছেন তখন আমাদের উভয়ের সেকাজ করা উচিত ?" "মিসেস গ্রেগরী আপনি আপনার অজ্ঞাতসারেই আমাকে এক অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলেছেন। আপনি হয়ত জানেন না যে আমি সপ্তমদিনের বিশ্রামবারের ধারণার ঘোর বিরোধী এবং আমি এটাকে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে মনে করে এসেছি। আমি ধরে নিয়েছি সমগ্র বিশ্বে সুসমাচার প্রচারের এই মূল্যবান সময়ে এটা একাজের একটা বাধাস্বরূপ হয়ে আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সরলভাবে বলতে গেলে আমি বলব যে প্রত্যেক মানুষের সুযোগ আছে এবং এটা তার কর্ত্তব্যও বটে যে সে তার বিবেকের বাধ্য হয়ে চলে।" মিঃ গ্রেগরী প্রশ্ন করলেন, "স্পলডিং, আপনি কি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন যে বিশ্রামবার সম্পর্কে আপনি যে ধারণা পোষণ করেন তা ঠিক ? উদাহরণ স্বরূপ যদি ধরে নেয়া হয় যে ব্যবস্থাকে বিলোপ করা হয়েছে এবং বিশ্রামবার আর পালন করতে হবেনা, তখন এ চিন্তার উপর ভিত্তি করে আপনি কি আপনার পরিত্রাণ বিপন্ন

কবতে বাজী হবেন ? যীশু কি বাস্তবিকই দশ আজ্ঞাব প্রতি সম্মান দেখিযে সেগুলিব দাবী পূবণ কববাব জন্য মৃত্যুববণ কবেননি ? কালভেবীব কাহিনী কি এটাই প্রমাণ কবেনা যে মানুষের হৃদযে লিখে দেয়া নুতন নিয়মের আইনই হলো পর্বতে ঘোষিত আইন ? ঈশ্ববেব সাক্ষাতে বসে আপনি আমাকে এ প্রশ্নেব উত্তর দিন। আসুন আমবা আমাদেব বিবেকেব কাছে সৎ থাকি।" "মিঃ গ্রেগবী আমি বুঝতে পাবছিনা আমি কি কবে আমার অবস্থা ব্যাখ্যা কবব। আমি যখন এই সমস্ত পদ পাঠ কবি, যেমন মথি ৫ঃ ১৭, ১৮; বোমীয ৩ঃ৩১; ৮ঃ৩,৪; যাকোব ২ঃ৮-১২; মথি ১৯ঃ১৭ এবং এবকম অন্যান্য শাস্ত্রাংশ, তখন ক্ষণিকেব জন্য আমাব মনে কিছুটা সন্দেহেব উদ্রেক হয। না, আমি সত্যি কবে বলতে পাবিনা যে আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস কবি।"

মিঃ গ্রেগবী তখন বললেন, "তাহলে আর একটা প্রশ্ন, আমাদেব কি যীশুব শিক্ষা ও আদর্শকে অপবিহার্য বলে গ্রহণ কবা উচিত নয ?" "হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস কবি আমাদেব তা কবা উচিত।" ডাঃ স্পলডিং শিথিল হতে আবম্ভ কবলেন এবং একটা মুক্ত চিন্তাব মনোভাব যা এতক্ষণ তিনি প্রায অনিচ্ছাক্রমে পোষণ কবতে ছিলেন তা এখন তাব মধ্যে প্রভাব বিস্তাব কবতে শুরু কবল। মিঃ গ্রেগবী বললেন, "আমিও সেই মত পোষণ কবি। অনেকদিন যাবত আমি মনে কবে আসছি যে আমি যদি আমাব মনেব গর্ব ত্যাগ কবি এবং স্বাধীনভাবে মুক্তিদাতাব পবিকল্পনা অনুসবণ করি তাহলে আমি একজন বিশ্রামবাব পালনকাবী হয়ে যাব। তিনি নিশ্চযই তাই ছিলেন যদিও একজন যিহুদী হিসাবে নয। যীশু ছিলেন বিশ্বমানব এবং তাই তাঁব বিশ্রামবাব পালনও ছিল বিশ্বজনীন গুরুত্বসম্পন্ন। তিনি আমাব আদর্শ এবং আমি এই সিদ্ধান্ত এড়িযে যাবার কোনই পথ দেখছিনা যে তিনি যেমন কবেছিলেন আমাকেও তাই কবতে হবে। ডাঃ স্পলডিং আপনি সংযুক্ত ছিলেন এবং সেখানে আপনি মণ্ডলীব ইতিহাস পডাতেন। আপনি দয়া কবে আমাকে বলুন যে আপনাব এই পডাশুনা কি আপনাকে দেখিযে দেযনি যে খ্রীষ্টেব সময়েব বহু শত বছব পবেও প্রেবিতবা ও মণ্ডলী সাধাবণভাবে চতুর্থ আজ্ঞাব বিশ্রামবার পালন কবতেন ? এটা কি সত্য নয যে প্রাচীনকালের পৌত্তলিকদের সূর্য্য উপাসনার অনুষ্ঠানাদি দ্বাবা প্রাচীন মণ্ডলী প্রভাবিত হয়েছিল, এবং ধীবে ধীবে মণ্ডলী সেই সমযকার বীতি নীতিগুলি গ্রহণ করে নিযেছিল, আর এই বীতি নীতিগুলিব একটা ছিল ববিবাব পালন কবা ? সংক্ষেপে বলতে গেলে, মণ্ডলী কি জাগতিক পদমর্যাদা ও ক্ষমতা লাভেব জন্য নীতিহীন অবস্থায পতিত হয়নি, এবং চতুর্থ শতাব্দীতে বিশ্রামবারেব পরিবর্তে ববিবাবকে প্রতিষ্ঠিত করে আইনের দ্বারা তা স্বীকার করে নিতে সকলকে বাধ্য করেনি ?"

ডাঃ স্পলডিং উত্তর দিলেন, "গ্রেগবী, আপনি এবারে আসল বিবেকেব প্রশ্নে চলে গেছেন এবং আমি আমাব মনকে সবল কবছি। আমি এর আগে কখনও যা কোন মানুষেব কাছে বলিনি তাই এখন আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি। আপনি এতক্ষণ যা বলেছেন এবং তার চেযেও বেশী কিছু আছে যা সত্য। কোন সন্দেহ নেই যে একজন

স্বধর্মত্যাগী বালকই কেবল রবিবারকে বিশ্রামদিন বলতে পারে। এর প্রতি ঐশ্বরিক অনুমোদনেব কোন দাবী প্রমাণ করবাব জন্য ফাদারদের কোন লেখার মধ্যে সামান্যতম সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া যাবেনা। এ সব কিছু আমি জানি। কিন্তু ব্যাপাবটা আমি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। আমি শ্রদ্ধার সংগে বিবেচনা করে দেখেছি যে ববিবার প্রভুব পুনরুত্থান দিন হওযায সেই গৌববময ঘটনাব সাক্ষী হওয়ার জন্য উপাসনার দ্বাবা উপযুক্ত অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে আমরা সেই দিনটি পালন কবতে পাবতাম। আমাকে বলতেই হচ্ছে যে যদিও আমি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, তবুও আমার পক্ষে পদ্ধতিগত কোন জোর দাবী উত্থাপন করা উচিত হবে না। ঈশ্বর নিশ্চযই কখনও এ আদেশ দেননি। মিসেস গ্রেগবী বললেন, "ডাঃ স্পলডিং, তাহলে এবাব বলুন তো, কিভাবে দুনিযাতে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে সপ্তার পর সপ্তা আপনি এমন কিছু শিক্ষা দিতে পারলেন যে সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন। আপনি কি বাইবেলে বিশ্বাস কবেন না ?" "মিসেস গ্রেগবী, আমি আমাব অন্তবেব আবও কিছু কথা খুলে বলছি। আপনি এবাব সম্পূর্ণ ব্যাপাবটাব আসল সমস্যাটা তুলে ধবেছেন। আমি বিশ্বাস কবি আমি ঈশ্ববেব বাক্য নিয়ে খেলা করছি। আমি বুঝতে পারছি যে আমাব জীবনে এমন কিছু এসেছে যা আমাব পুবনোদিনেব বিশ্বাসকে দুর্বল কবে দিয়েছে। বাইবেল আব আমার কাছে সত্যি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য ঐশ্ববিক গ্রন্থ বলে মনে হচ্ছে না। আমি এটাকে এমনভাবে ব্যবহাব কবেছি যেন এটা ঈশ্ববেব কাছ থেকে নয কিন্তু মানুষেব কাছ থেকে এসেছে; আব সেই হিসেবে সত্যকে খুঁজবাব জন্য নয কিন্তু আমাব মতের সমর্থন পাবাব জন্য আমি এব পক্ষে তর্ক কবেছি।" মিঃ গ্রেগবী বললেন, "আমিও কিছু পবিমাণে সেই একই কাজ করেছি"। মিসেস গ্রেগবী বললেন, "আপনাবা কি উভযে একই ধবণেব কথা বলতে থাকবেন ? আমার মনে হচ্ছে ঈশ্বব আজ এখানে খুব একাগ্রভাবে চেষ্টা কবছেন যাতে আমাদেব সকলেব মধ্যে একটা পবিবর্ত্তন আসে।" ডাঃ স্পলডিং জিজ্ঞেস কবালেন, "মিসেস গ্রেগবী, তিনি কি চেষ্টা কবছেন যেন আমরা সকলে বিশ্রামবাব পালনকাবী হযে যাই ?" "আমি তা বলিনি, কিন্তু হতে পাবে যে কোন খাঁটি ও সম্পূর্ণ পবিবর্ত্তনেব অর্থ তাই, ডাঃ স্পলডিং আপনি জানেন যে আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে একটা অনুপ্রাণিত প্রত্যাদেশ ও আমাদের জীবনের একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে আমবা অস্বীকার কবতে পাবিনা যে চতুর্থ আজ্ঞা পালন করা আমাদের অপবিহার্য নৈতিক দায়িত্ব। তাই না ?" উত্তব দেয়া হল, "নিশ্চযই, কাবণ অন্য কোন দিনকে ঐশ্ববিকভাবে আলাদা করার কোন আভাস কোথাযও পাওয়া যায়না।" "তাহলে বাইবেলের বিবরণ অনুসাবে বিশ্রামবাব পালনকারীবাই ঠিক, তাই না ?" "হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু হায়, দুনিয়াব্যাপী খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী যে দিনটি পালন কবছে তা থেকে ভিন্ন একটা দিন পালনেব চিন্তা। আর এটাই হল সেই জিনিষ যা আমাকে আঘাত দিচ্ছে। কেন একটা লোক সত্যি সত্যি সমাজেব হাসি ঠাট্টাব বস্তু হযে পড়বে। আমি নিজে শনিবারি লোকদেবকে খ্রীষ্টেব হত্যাকারী ও ধর্মপাগলা লোক বলেছি।" মিঃ গ্রেগরী বললেন, "হ্যাঁ সত্যিই আপনি তাই বলেছেন, স্পলডিং। গতকাল যখন "একজন

স্ত্রীলোক জলে পড়ে গেছে" বলে লোকেরা চিৎকার করছিল" তখন ঐ রকম ভাষাই আপনি ব্যবহার করতে ছিলেন।" মিসেস গ্রেগরী বললেন, "আমি এর আগে কখনও শুনিনি যে সুসমাচারের পরিচর্য্যাকারীরা যা তারা সঠিক বলে জানে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে তারা এত অনিচ্ছুক হতে পারে। আপনি কি আমাকে বলতে চান যে পুলপিটের লোক আরও আছে যারা মুখে এক কথা বলে কিন্তু অন্তরে অন্য জিনিষ বিশ্বাস করে ?"

মিঃ গ্রেগরী তার স্ত্রীকে বললেন, "ওগো, যদিও তুমি প্রবঞ্চনার মত কিছু একটি কথা জানতে পেরেছ তবুও এব্যাপারে তোমাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে ও বদান্যতা দেখাতে হবে। আমি এটাকে ওরকম খারাপ কিছু বলতে চাইনা, আমি বরং একে অনেক বছরের ভুল শিক্ষার ফলে সৃষ্ট একটা বিভ্রান্তি বলব। স্পলডিং যেমন বলেছেন যে তিনি তার নিজের ধারণাগুলিকেই বিশ্লেষণ করতে পারেননি। যা সত্য বলে আমরা জানতে পারিনি তা আমরা অনেকবার শিক্ষা দিয়েছি, অথচ আমরা যা ভুল বলে জেনেছি তা আমরা কখনও শিক্ষা দেইনি। এটা খুব নিরাপদেই বলা হয় যে আজকালকার অধিকাংশ ধর্মযাজকই এই অবস্থায় আছেন। কিন্তু এই যাত্রা অবস্থাগুলি যেমন হ্যারল্ড উইলসন ও তার দাগ দেয়া বাইবেলের সংগে সংযোগ, ক্যাপ্টেন মানের মনোভাব, মিঃ এন্ডারসনের পরিচর্য্যা, এর পর মিঃ মিচেল, ডাঃ স্পলডিং ও আমার মধ্যকার আলোচনা এবং শেষ পর্যন্ত গতকালকার দৈব ঘটনা যা আমার অন্তরে এত স্পষ্টভাবে কথা বলেছে — এসবই আমাকে দেখিয়েছে যে আমাকে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে এবং আমি এই অভিপ্রায় পোষণ করছি যে ঈশ্বর আমার জন্য যা করেছেন তা যেন এই জাহাজের সকল লোক জানতে পারে।" এভাবে মিঃ গ্রেগরী ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলেন। "স্পলডিং, আপনি যাবার আগে বাইবেল খানা হাতে নিয়ে আমাদের কাছে কি একটা অংশ পাঠ করবেন ? দয়া করে গীতসংহিতা চল্লিশ অধ্যায় পাঠ করুন।" ডাঃ স্পলডিং আনন্দ চিত্তে মিঃ গ্রেগরীর অনুরোধ মেনে নিতে রাজী হলেন এবং দাগ দেয়া বাইবেল খানা তুলে নিয়ে গীতসংহিতার এ অংশটি পড়তে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে ও আবেগ সহকারে পাঠ করবার সময় এক কোমল ভাব তার হৃদয়কে অভিভূত করল। তিনি তার যাজকীয় পরিচর্য্যার সময় বহুবার এ অংশটি পাঠ করেছেন, কিন্তু এর পূর্বে কখনও এই কথাগুলি তার কাছে এত স্পষ্টভাবে কথা বলেনি, অথবা এর বাণী তার কাছে এত মধুর লাগেনি। তিনি অষ্টম পদে পৌঁছলে দেখতে পেলেন যে ঐ পদটিতে দাগ দেয়া রয়েছে। তার পাশে মার্জিনে এই কথাগুলি লেখা ছিল : "ঈশ্বরের ইচ্ছাই তার আইন"। তার ইচ্ছামত কাজ করা আর তার আইন মেনে চলাই জীবনের খাঁটি ও একমাত্র লক্ষ্য। উপদেশক ১২ : ১৩। সম্পদ নয়, স্বাস্থ্য নয়, সুখ নয়, পবিত্রাণ নয়, দেশপ্রেম নয় কিন্তু ঈশ্বরের সদ ইচ্ছা পালন করা। যে লোক ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে আমোদ করে সে নিশ্চয়ই অন্যদেরকে

ভালবাসা ও সেবার দিকে পরিচালিত করতে যীশুর মত সহায়ক হবে। এটাই হল মানুষের মধ্যে ও মানুষের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ – মা।"

ডাঃ স্পলডিং তার পড়া থামালেন। মন্তব্যের শেষে লেখা "মা" কথাটি তার মধ্যে এক অদ্ভুত উৎসাহ জাগিয়ে তুলল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই মা কে যিনি এই মন্তব্য লিখেছেন ?" তিনি যখন এই কথাগুলি বলছিলেন তখন দরজায় মৃদুকরাঘাত শোনা গেল। "ভিতরে আসুন" বলার সংগে সংগে হ্যারল্ড উইলসন প্রবেশ করল। সে তার বাইবেল খুঁজে না পেয়ে এখানে সেটিকে খোঁজ করতে এসেছিল। মিঃ গ্রেগরী বললেন, "বস, বাছা, আমরা ডাঃ স্পলডিং এর সংগে প্রার্থনায় যোগ দিতে যাচ্ছিলাম।" হ্যারল্ডের কাছে এটা অদ্ভুত মনে হল; এবং আরও অদ্ভুত লাগল যখন সে দেখতে পেল তার বাইবেল খানা ডাঃ স্পলডিং এর হাতে। এর কি অর্থ হতে পারে ? অল্পক্ষণের মধ্যে স্পলডিং সব অবস্থা ব্যাখ্যা করে হ্যারল্ডের কৌতুহল দূর করলেন, এবং তারপর তার পূর্বের স্বাভাবিক আচরণের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে শান্ত ও পিতৃসুলভ স্নেহে বললেন, "বৎস, এই মন্তব্যের নীচে এখানে স্বাক্ষর করা এই "মা" এই কথাটির অর্থ কি ? আমি এটা জানতে আগ্রহী কারণ এই মন্তব্যটা ঠিক আমার মায়ের কথার মত। তিনিও তার বাইবেলে দাগ দিয়ে রাখতেন।" হ্যারল্ড তার বিশ্বস্ত মায়ের সব কাহিনী এক এক করে বর্ণনা করল, মায়ের প্রভাব ও শিক্ষা থেকে তার পালিয়ে যাবার চেষ্টার কথা, দাগ দেয়া বাইবেল খানার কথা যেখানা সে সমুদ্রে থাকা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল ও শেষে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তার পাপময় জীবনের কথা, তার বিচার ও দণ্ডাদেশের কথা, ওকল্যাণ্ড বাঁধে দাগ দেয়া শেষের বাইবেল খানার কথা, যেখানা তার মায়ের মৃত্যু সয্যায় থাকা অবস্থায় তার অনুরোধেই দাগ দেয়া হয়েছিল, এরপর মিঃ এণ্ডারসনের সংগে তার স্নেহময়ী মায়ের পরিচয় হবার কথা ও শেষে কাপ্তেন মান ও তার অভিজ্ঞতার কথা। এই সব কথা এবং আরও অনেক কিছু হ্যারল্ডের কাছে রূপকথার চেয়েও এক অদ্ভুত কাহিনীর মত মনে হতে লাগল। সে অদৃশ্য ঈশ্বরের রক্ষাকারী ক্ষমতায় বিশ্বাসী একজন লোকের মত এই সব ঘটনা বর্ণনা করে চলল। হ্যারল্ড বলল, "আর এজন্যই আমি আমার মুক্তিদাতাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছি। মিঃ এণ্ডারসনের মধ্য দিয়ে আমার মায়ের প্রার্থনা সফল হয়েছে। যে পদটি আপনি এইমাত্র পাঠ করলেন সেটাই আমার পথ প্রদর্শক এবং "মা" কথাটির নীচে আমি আমার নাম লিখে দিয়েছি যেন আমার অন্তরে আমি বলতে পারি যে আমি তার কথাগুলি অনুমোদন করি।"

ডাঃ স্পলডিং প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরের আত্মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থনা করতে করতে তার হৃদয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভেংগে পড়ল। আত্মিক উন্নয়নের জন্য তার আশীর্বচনে মিঃ ও মিসেস গ্রেগরী পূর্ণমাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন এবং আমেন বলবার সময় তাদের ঠোঁটগুলি কাঁপতেছিল। যখন তিনি পূর্ব দিনের বিশ্বাসের বীর হ্যারল্ডের

জন্য এবং যিনি সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন সেই উৎসর্গীকৃত প্রাণ মিঃ এণ্ডারসনের জন্য প্রার্থনা করছিলেন তখন হ্যারল্ডের হৃদয় আবেগে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলে হ্যারল্ড নীরবে বিদায় নিল এবং ডাঃ স্পল্ডিংও তাড়াতাড়ি তার কামরায় চলে গেলেন। কিন্তু হ্যারল্ড তাঁর ডিউটির ঘণ্টা বাজাবার আগেই মিঃ এণ্ডারসনের ঘরে গিয়ে এই মাত্র ছেড়ে আসা গ্রেগরীদের কামরায় যা কিছু ঘটেছিল তাব সব কিছুই তাব কাছে বর্ণনা করল। ধর্মযাজক বললেন, "ধন্য ঈশ্বর, অলৌকিক কাজের যুগ এখনও শেষ হয়ে যায়নি।"

চতুর্দশ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ বাণী থেকে জ্ঞানলাভ

এটা ছিল বিশ্রামবারের এক সুন্দর উজ্জ্বল প্রভাত। মিসেস গ্রেগরীকে অলৌকিকভাবে উদ্ধার কবার পরে অনেক দিন পাব হয়ে গিয়েছিল। হ্যারল্ড উইলসনকে প্রায়ই এখানে সেখানে থামিযে আগ্রহী লোকেবা প্রশ্ন কবতে চাইত কিভাবে সে বিশ্বাসী হয়েছে, কি করে সে দাগ দেয়া বাইবেল খানা লাভ কবল এবং কিভাবে সে ধর্মযাজকের স্ত্রীকে উদ্ধার করবার জন্য তার প্রার্থনাব উত্তর লাভ কবেছিল। এই যুবকটি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও গুজব বটে গিয়েছিল যে, এক জন ধর্মযাজক শনিবারি হয়ে গেছেন। কিন্তু কেউই সম্ভবতঃ জানতে পাবেন নি এই ধর্মযাজক কি মিঃ মিচেল, নাকি ডাঃ স্পলডিং বা মিঃ গ্রেগরী ? এই বিশ্রামবারের সকাল বেলাব আগ পর্যন্ত কেউই এই সুন্দব শিক্ষিত ও মার্জিত লোকটিব দিকে বিশেষ মনোযোগ দেননি, যিনি নিজেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। তিনি জাহাজেব কোন ধর্মীয উপাসনায় যোগদান করেন নি। তিনি তার সংগে করে কিছু অত্যন্ত পুবনো বই পুস্তক নিয়ে এসেছিলেন, আব সেগুলি পড়েই তিনি তার অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। মিঃ এণ্ডারসন স্থির করেছিলেন যে যাত্রা শেষ হবার আগে তিনি অন্ততঃ পক্ষে লোকটির সংগে পবিচয় করার চেষ্টা করবেন। তাই তিনি যখন দেখতে পেলেন যে লোকটি তার স্বভাব অনুসারে বই নিয়ে পড়তে বসেছেন তখন তিনিও ডেকের উপরে তার পাশে গিয়ে বসলেন এবং তার রীতি অনুযায়ী লোটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি খ্রীষ্টিয়ান কিনা। "হ্যাঁ সার, আমি একজন রোমান কাথলিক অর্থাৎ একমাত্র খাঁটি ও প্রেরিতিক মণ্ডলীব এক জন সদস্য" অপরিচিত লোকটি অত্যন্ত স্পষ্ট জবাব দিল। তখন ধর্মযাজক বললেন, "আপনার সংগে দেখা হওয়ায় আমার বেশ আনন্দ লাগছে। যদিও আমি একজন প্রোটেষ্টাণ্ট, কিন্তু তাতে আমার ভ্রাতৃসুলভ অনুভূতিতে কোন বাধা সৃষ্টি করবেনা।" লোকটি বলল, "প্রোটেষ্টাণ্ট আবার কে আছে নীতিতে অবিচল এমন কোন প্রোটেষ্টাণ্ট তো দেখা যায় না। আর তারই প্রমাণগুলি সম্পর্কে আমি পডতেছিলাম।" মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "আচ্ছা বন্ধু, আপনি বললেন যে কোন খাঁটি প্রোটেষ্টাণ্ট নেই, এর কি প্রমাণ আপনার কাছে আছে ? এটা বেশ একটা শক্ত উক্তি।" "কথাটা শক্ত

শোনালেও এটা সত্য। প্রোটেষ্টান্টদের কথার কোন মিল নেই। তারা কেউই বাইবেলকে এবং একমাত্র বাইবেলকে তাদের বিশ্বাসের আইন বলে মনে করেনা। তারা বলে যে তারা বাইবেল মেনে চলে কিন্তু অনেক বিষয়ে তারা একে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্যাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা ও রীতিনীতি মেনে চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এবং আপনারা ভাল করে জানেন যে রবিবার পালনের ব্যাপারে আপনাদের কোন শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই, একটা কথাও না। বাইবেল আপনাদের শিক্ষা দিচ্ছে যেন আপনারা আজকের এই শনিবার দিন পালন করেন, আগামী দিন নয়। ক্যাথলিক মণ্ডলী প্রেরিত পিতরের প্রৈরিতিক ক্ষমতার দ্বারা উপাসনার দিনকে সপ্তার সপ্তম দিন থেকে সপ্তার প্রথম দিনে পরিবর্ত্তন করে দিয়েছে আর দুনিয়ার সব ধর্মীয় সংগঠন এই পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এর পরেও যখন তারা নিজেদেরকে প্রোটেষ্টান্ট বলে দাবী করে তখন তা খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হয়।"

"কিন্তু আপনি যেমন বললেন, সব প্রোটেষ্টান্ট সেরকম নয়। এর ব্যতিক্রম আছে।" "আমি যতদুর জানি তারা সকলেই তা করে। অবশ্য তাবা ঘৃণা ও ক্রোধের সংগে তার শক্ত প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু সাহস করে বেরিয়ে এসে আসল ঘটনার মুখোমুখি হয়না। আমাদেব মণ্ডলী সমগ্র প্রোটেষ্টান্ট দুনিয়াকে সংগ্রামী আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা প্রমাণ করেন যে রবিবার পালনের ব্যাপারে তারা বাইবেলের পরিবর্ত্তে কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসরণ করছেন না। কিন্তু এ আহ্বানের এ পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এর কারণ হলো এই যে দেবার মত তাদের কোন উত্তর নেই। মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠ করেছেন এমন সব বুদ্ধিমান প্রোটেষ্টান্ট ধর্মযাজকরাই জানেন যে আমাদের মণ্ডলীই ববিবারে উপাসনার রীতি উদ্ভাবন করেছে। আর তাই আমরা বলতে চাই যে আমাদের ধর্মের একটা অংশ যখন নেয়া হয়েছে তখন তার সংগে মিল রেখে সব অংশটাই তাদের নেয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা অপেক্ষা করে আছি যে আপনারা সকলেই এই খাঁটি খোঁয়াড়ে ফিরে আসবেন" লোকটি আরও বললেন, "কয়েক বছর আগে আমাদের একজন পুরোহিত ঘোষণা করেছিলেন যে কেউ যদি বাইবেল থেকে একটি শাস্ত্রাংশ দেখাতে পারেন যেখানে রবিবারকে পবিত্র বিশ্রামবার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাহলে তিনি তাকে এক হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সেই পুরস্কার দাবী করতে এগিয়ে আসেননি।" মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "না, কেউই আসেনি, আর কেউ কখনও আসবেও না। এ রকম কোন শাস্ত্রাংশ পাওয়া যাবেনা।" "তাহলে কেন আপনারা রবিবার পালন করে নিজেদের এবং অন্য লোকদের প্রতারিত করছেন ?" উত্তরে বলা হলো, "আমি প্রতারিত করছিনা"। "ওহ্ আমি মনে করি আপনি তাহলে কোন দিনই পালন করেন না।" "হ্যাঁ, আমি সপ্তার সপ্তম দিন পালন করি। আমি একজন শনিবারি। এবারে আমি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি কি এমন কোন লোককে এক হাজার ডলার পুরস্কার দিতে প্রস্তুত থাকবেন যিনি বাইবেল থেকে প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে আপনার মণ্ডলীই এই বিশ্রামদিনকে পরিবর্ত্তন করেছে ?"

লোকটি তার হাতের মধ্যে যে ধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরমালা ছিল তা বন্ধ করে মিঃ এণ্ডারসনের চোখের দিকে সামনাসামনি তাকাল এবং প্রশ্ন করল, "আপনি কে ? আপনি কি বলতে চান ?" পালক মশাই বললেন, "আমি বলতে চাই যে আমি আপনার সংগে সম্পূর্ণ একমত যে আপনাদের মণ্ডলীই বিশ্রামদিন পরিবর্ত্তন করেছে, এবং আমি ঈশ্বরের বাক্য থেকে দেখিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি যে আপনি ঠিক কথা বলেছেন।" "ঠিক আছে, তবে একটা শর্ত যে আপনাকে আমার বাইবেল ব্যবহার করতে হবে, এবং আপনি যদি আপনার দাবী প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে একশো ডলার দেব। পরবর্ত্তী রবিবারের লোকের সংগে সাক্ষাৎ হলে তাকে মোকাবেলা করবার জন্য এটা তখন আমার কাছে খুবই মূল্যবান হবে। কিন্তু মনে রাখবেন যে আমাদের ডাউয়ে বাইবেল থেকে প্রমাণ করতে হবে।" মিঃ এণ্ডারসন সংগে সংগে রাজী হয়ে গেলেন, আর যে লোকটি নিজেকে জেমস কনান বলে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি তার বাইবেল আনতে গেলেন। তিনি তার ধর্ম শিক্ষার প্রশ্নোত্তরমালা খানি ডেকেব চেয়ারের উপরে ফেলে গেলেন।

মিঃ এণ্ডারসন যখন অপেক্ষা করছিলেন তখন বিচারক কারশো সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নীচু হয়ে ছোট পুস্তিকাখানা তুলে নিলেন এবং তা খুলতে খুলতে বললেন, "এখানে এটা কি জিনিষ, ভাই ?" "এটা একটা ক্যাথলিক ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরমালা। কোন প্রোটেষ্টাণ্ট পালকের জন্য এটা এক অদ্ভুত পুস্তক"। বই খানা খুলবার সংগে সংগে সেই অধ্যায়টি বেরিয়ে পড়েছিল যেখানে মণ্ডলীব ক্ষমতা সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল, এবং বিচারকের দৃষ্টি গিয়ে এই কথাগুলির উপর পড়ল, "প্রশ্নঃ আদেশ দেয়া কোন পর্ব যে মণ্ডলীর নূতন করে স্থাপন বা শুরু করার ক্ষমতা আছে তা প্রমাণ করার জন্য আপনার কি আর কোন উপায় আছে ? উত্তরঃ মণ্ডলীর যদি সেই ক্ষমতা না থাকত তাহলে সব আধুনিক ধর্মীয় নেতারা যে বিষয়টিতে একমত হয়েছে সেই কাজটি মণ্ডলী করতে পারতনা। মণ্ডলী বিশ্রামবার হিসাবে শনিবার দিন পালনের প্রথাকে পরিবর্ত্তন করে তার জায়গায় সপ্তার প্রথমদিন রবিবার পালনের নিয়ম করতে পারত না, কারণ এ পরিবর্ত্তনের কোন শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই।" বুঝা গেল বিচারক ইতিপূর্বে এরকম কোন উক্তি পাঠ করেননি এবং তাকে দেখে মনে হল তিনি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মিঃ কনান এসে পড়ায় আর কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হল না। মিঃ এণ্ডারসনের হাতে বাইবেল খানা সপে দিয়ে মিঃ কনান তার আলোচনা আবার শুরু করলেন। মিঃ এণ্ডারসন তার প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ কনান, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনারা সম্পূর্ণ বাইবেল পেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ সার, প্রত্যেক ভাল ক্যাথলিকই তা করে।" "আমি জানতাম যে আপনারা অবশ্যই তা করে থাকবেন, কারণ এখানে ফুট নোটে ২ পিতর এব কথাগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি; লেখা রয়েছে, "পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত লোকদেব দ্বারা পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ লেখা হয়েছে এবং মণ্ডলী দ্বারা সেই ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।" মিঃ কনান বললেন, "মিঃ এণ্ডারসন, আমি কিন্তু মণ্ডলীর শিক্ষাই বিশ্বাস করি।" "আসুন

আমবা লক্ষ্য কবে দেখি বাইবেল কি বলে। দানিয়েল পুস্তকের ৭ অধ্যায়ের মধ্যে ভাববাদীব দেখা এক দর্শনের কথা বলা হয়েছে। এই দর্শনেব মধ্যে তাকে চাবটি প্রকাণ্ড জন্তু দেখানো হয়েছে একটা সিংহ, একটা ভল্লুক, একটা চিতাবাঘ ও একটা নাম না জানা জন্তু। ফুট নোটে বলা হয়েছে, "কলদিয, পারসিক, গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য। এই অবস্থানেব যথার্ততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। দর্শনে ভাববাদী চতুর্থ জন্তুর দশটি শিং দেখতে পেলেন এবং ফুটনোটে লেখা আছে "দশটি শিং এর অর্থ দশটি সাম্রাজ্য যাব মধ্যে চতুর্থ জন্তুটিব সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাবে। এইটিও প্রশ্নাতীতভাবে সঠিক কাবণ ৩৫১ থেকে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাশ্চাত্যেব সাম্রাজ্যটি ঠিক দশটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল যাদেব নাম ছিল ফ্রাংক, এলামন্নি বারগণ্ডি, সুযেভ, ভ্যাণ্ডাল, ভিসিগোথ, এংলো স্যাকসন, লম্বার্ড, অষ্ট্রোগোথ ও হেরুলী। দশটি শিং বা সাম্রাজ্য গজাবার পরে ভাববাদী বললেন, "ঐগুলির মাঝখানে আব কযেকটি ছোট শিং গজালো; এবং তাদের সাক্ষাতেই প্রথম শিংগুলিব তিনটিকে উপড়ে ফেলা হলো। আব এই শিং এব উপবে মানুষেব চোখেব মত চোখ দেখা গেল এবং কাটা মুখও দেখা গেল যে মুখে দর্পের কথা বলা হল। ৪৯৩ থেকে ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে উল্লিখিত ঠিক তিনটি শিংকে (সাম্রাজ্যকে) ভাববাণীব কথামত উপড়ে ফেলা হয়েছিল। এগুলি ছিল ইটালীর হেরুলী, আফ্রিকার ভ্যাণ্ডাল এবং বোমের অষ্ট্রোগোথ।" মিঃ কনান মন্তব্য কবলেন, "ঐ ইতিহাস আমার জানা আছে, এবং আপনাবা জেনে বাখতে পাবেন যে তাদেব বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য, বিশেষ ভাবে অষ্ট্রোগোথদের বিবোধিতার জন্য তাদেবকে ধ্বংস করা হয়েছিল। বোমের বিশপ ছিলেন একমাত্র লোক যিনি চিবস্থাযী নগবী পবিস্কার করবার জন্য পুর্ব দিকের সাম্রাজ্যের সংগে সন্ধি কবেছিলেন।"

মিঃ এণ্ডাবসন বললেন, হ্যাঁ, মিঃ কনান আপনি ঠিকই বলেছেন, একটা ধর্মীয় বাদানুবাদের ফলেই ঐ তিনটি সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। তারা বিশ্বাসে ছিলেন আর্য্যসমাজভুক্ত, তাই মণ্ডলী তাদের নির্মুল করে দিল। কিন্তু এবার লক্ষ্য করুন, যে শিংটি তাদেবকে নীচে ফেলে দিযেছিল তাব অনেক দর্পের কথা বলার একটা মুখ ছিল। (৮ পদ)। আবাব ২৪ পদে এই একই শিংটির কথা বলা হয়েছে যে সে তিন জন রাজাকে নিপাত করবে এবং তারপর ভাববাদী আরও বলেছেন যে সে নিজেকে এমন মনে করবে যে সে নিরুপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পবিবর্ত্তন করতে সমর্থ এবং এক কাল, দুই কাল ও অর্দ্ধকাল পর্যন্ত এগুলি তার হাতে সমর্পিত হবে। আমি এখন অনেক সময় নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনায যাবনা, কিন্তু বর্ণনার শেষ অংশ অর্থাৎ সময়ের দিকটির দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করব। এখানে ফুট নোটে বলা হয়েছে এককাল অর্থ এক বছর। এই ভাববাণীতে এটি একটি ভাববাদীক বছর যা ৩৬০ ভাববাদিক দিনের সমান। যিহিস্কেল ৪ ঃ ৬ পদ অনুসারে এক ভাববাদিক দিন এক সাধারণ বছরের সমান। শাস্ত্রের এই অংশে লেখা আছে এক এক বৎসরের নিমিত্ত এক এক দিন তোমার জন্য রাখিলাম" এর ফলে এই হিসেব পাই ঃ

এক কাল	......	৩৬০ বছর
দুই কাল	......	৭২০ বছর
অৰ্দ্ধকাল	.....	১৮০ বছর
মোট		১২৬০ বছর

প্রকাশিত বাক্য ১২ঃ৬, ১৪ পদে একই সময়কালকে এক হাজার দুশো ষাট দিন বা বছর বলে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। আবার প্রকাশিত বাক্য ১৩ঃ৫ পদে এই সমযকালকে বিয়াল্লিশ মাস বলা হয়েছে। যিহুদী মাসে ত্রিশ দিন ধরা হয়। সুতরাং সে হিসাবেও এই একই সংখ্যা পাওয়া যায়।" যুক্তির খাতিরে মিঃ কনানকে প্রকাশ্যে একথা মেনে নিতে হলো, যদিও তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন যে সিদ্ধান্তটা তার কাছে মোটেই সুখকর নয়। এক হাজার দুশো ষাট বছর হল সেই সময়কাল যে সময়ের মধ্যে ছোট শিংটি কথা বলবে, সাধুদের নিপাত করবে এবং মনে করবে যে সে নিজে সময় ও ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন কবতে সমর্থ। ইতিহাসের ঘটনাগুলির দিকে তাকালে কি দেখা যায়? ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব রোমের সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এক আদেশ জারি করে রোমের বিশপকে মণ্ডলী সমূহের প্রধান এবং ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীদের সংশোধনকারী হিসাবে ঘোষণা করলেন। সংগে সংগে এই নূতন আদেশকে কার্য্যকর করবার জন্য নূতন প্রতিশোধের বাসনা নিয়ে আর্য্য মতবাদকে স্তব্ধ করে দেয়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। এর পরের বছর ভ্যাণ্ডলদের পরাভূত করা হল এবং একই কাজের অনুসরণ করে ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রোগোথদের উচ্ছেদ করা হল। সুতরাং ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশবলে রোমের বিশপ হয়ে পড়লেন বিশাল আত্মিক বা ধর্মীয় জগতের অবিসংবাদিত নেতা এবং এই তারিখ থেকেই ভাববাণীর মধ্যে তার যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে তা শুরু হয়ে যায়। ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৬০ বছর গণনা করে আসলে আমরা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এসে উপস্থিত হই। রোমের বিশপ মণ্ডলীর প্রধান থাকা কালীন সময়ের ইতিহাসে সেটি কি কোন উল্লেখযোগ্য বছর ছিল? হায় হায়, এটাই ছিল সেই সময় যখন ফ্রান্সের সৈন্য বাহিনী মণ্ডলীর প্রধানকে বন্দী করে কারাগারে রেখে দেয় এবং দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় দিন তারিখ পর্য্যন্ত সফল হয়ে যায়।" মিঃ কনান একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "মিঃ এণ্ডারসন, আপনি ক্যাথলিক মণ্ডলীকে খ্রীষ্টারি হিসাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। এ রকম খারাপ কথা আমি এর আগে কখনও শুনিনি।" "আমাকে ক্ষমা করবেন, মিঃ কনান, কিন্তু আমি কি আপনার কথামত আপনার বাইবেল থেকে এসব কথা বলিনি?"

"আচ্ছা, আপাততঃ ওটা ছেড়ে দিন। বিশ্রামদিন পরিবর্ত্তন সম্পর্কে আপনার কি বলার আছে? আমরা যে বিষয়টি নিয়ে শুরু করেছিলাম আপনি এ পর্যন্ত তার কিছুই প্রমাণ করেননি?" মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "খুব ভাল কথা, আসুন আমরা এগিয়ে

যাই। ভাববাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে এই ছোট শিংটি নিজেকে সময় ও আইন কানুন পরিবর্ত্তনে সক্ষম বলে মনে করে। এখানে কোন্ আইন কানুনগুলির কথা বলা হয়েছে ? সম্পূর্ণ পদটা পড়ুন ও দেখুন। এই শিংটা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের নামের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা বা আইন কানুনের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ঠিক এখানেই আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনার বই পুস্তক কি এই শিক্ষা দেয়না যে মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে পোপ মণ্ডলীর মংগলের জন্য শাস্ত্রের বাক্যকে রদ করবাব ক্ষমতা পোষন করেন ?"

"আমি স্বীকার করি তার সে ক্ষমতা আছে।" "আপনার হাতে যে ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরমালা রয়েছে তার মধ্যে কি ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত আকারে আপনার সামনে রাখা হয়নি ?" মিঃ কন্নান উত্তরে বললেন, "আমি জানিনা।" মিঃ কন্নান তার প্রশ্নোত্তরমালা খানা এগুারসনের হাতে তুলে দিলে তিনি তা খুলে ঠিক সেই অধ্যাযটি বাব করলেন যেখানে দশ আজ্ঞার কথা লেখা ছিল। তিনি এই অংশটি পড়লেন এবং সংগে সংগে তা মিঃ কন্নানের বাইবেলের সংগে মিলালেন। "এখন লক্ষ্যকরে দেখুন মিঃ কন্নান। আপনাব প্রশ্নোত্তরমালার মধ্যে চতুর্থ আজ্ঞাটিকে পরিবর্ত্তন করা হয়েছে এবং বিশ্রামদিনে উপাসনা করার বদলে রবিবারে উপাসনা করতে বলা হয়েছে। আর ঠিক এখানেই মণ্ডলীর যে অন্যান্য বিশেষ উপাসনাব দিন নির্ধারণ করার ক্ষমতা আছে তার প্রমাণ স্বরূপ এই পরিবর্ত্তনের কাজটি উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আপনার মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্যকে পরিবর্ত্তন করাব কথা প্রকৃতপক্ষে স্বীকার করে নিচ্ছে। আপনি প্রথমেই আমাকে বলেছিলেন যে আপনার মণ্ডলী এই দিনটির পরিবর্ত্তন করেছে।" বিচারক কারশো এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র একজন নীরব শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, "মিঃ এগুারসন এমন প্রমাণ খাড়া করেছেন যা যে কোন বিচারালয়ে গৃহীত হবে। মামলায় বিবাদী কেবলমাত্র সন্দেহাতীত সাক্ষীদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের দ্বারা নয়, কিন্তু তার নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারাও দোষী প্রমাণিত হয়েছেন।" মিঃ এগুারসন বললেন, "মিঃ কন্নান, এগুলি কঠিন জিনিষ, কিন্তু আমি আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাই। রোমীয় মণ্ডলী আর একটা বড় ভাববাণী পূর্ণ করেছে, আর সেটা হল ২ থিষলনীকীয় ২ঃ৩, ৪ পদের ভাববাণী, যেখানে বলা হয়েছে "সেই পাপ পুরুষ, সেই বিনাশ সন্তান প্রকাশ পাইবে, যে প্রতিরোধী হইবে ও ঈশ্বর নামে আখ্যাত বা পূজ্য সকলের হইতে আপনাকে বড় করিবে, এমন কি ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া দেখাইবে। পোপ ঈশ্বরের আইন কানুনের একটি অংশকে রদ করে নিজেকে ঈশ্বরের চেয়ে বড় করেছেন। একমাত্র

ঈশ্বর যে পদমর্য্যাদার অধিকারী পোপ তা দখল করেছেন। তিনি নিজে খ্রীষ্টের প্রতিনিধির ভান করে সেইমত শ্রদ্ধাভক্তি দাবী করেন এবং এই সবকিছুই মন্দিরের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এটা কি সত্য নয় যে রোমীয় মণ্ডলী হচ্ছে সেই ক্ষমতা যা দানিয়েল ৭ ঃ ২৫ পদ পূর্ণ করেছে এবং যা যিহোবা ঈশ্বরের বিশ্রামবার পরিবর্ত্তন করেছে ?"

"মিঃ এণ্ডারসন, এটা গুরুতব বিষয়। পুরোহিতরা কি এসব বিষয় জানে ?" "হ্যাঁ ভাই, তাদেব অনেকেই এসব ব্যাপার জানেন। কেবলমাত্র পুরোহিতবা নন, কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম যাজকরাও তা জানেন।" তিনি তখন যিহিস্কেল ২২ঃ২৬ পদ পাঠ করলেন। মিঃ কন্নানকে খুব বিস্মিত মনে হল, কিন্তু সেটা কোন বিজ্ঞজনোচিত ক্রোধ ছিলনা। তিনি মণ্ডলীর কাজের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন। তিনি এখন এ ব্যাপারে কি করতে পারেন ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

মিঃ এণ্ডারসন যেই মাত্র তার কামবায গিযে ঢুকলেন, সংগে সংগে এক জন সংবাদবাহক বালক এসে তাকে একখানা চিঠি দিল এবং বলল যে এই চিঠির উত্তর নিয়ে যাবাব জন্য তাকে অপেক্ষা কবতে বলা হযেছে। চিঠিখানা এসেছিল মিসেস শ্লোকাম এর কাছ থেকে। সান ফ্রান্সিকো থেকে যেসব মহিলা জাহাজে এসেছিলেন মিসেস শ্লোকাম ছিলেন তাদেরই এক জন। আগের মংগলবারের উপাসনার সময় পালকের প্রার্থনায তিনি অত্যন্ত অভিভূত হযে পডেছিলেন। পত্র খানায এই কথাগুলি লেখা ছিলঃ "প্রিয় মিঃ এণ্ডাবসন, বিশ্রামবাবেব প্রশ্নটি সম্পর্কে আপনাব বক্তব্য শুনবার জন্য বহুদিন ধবে অনেক যাত্রীব মধ্যে একটা আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাপারটা আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে যে আমবা আব একবাব আপনার বক্তব্য শুনবার দাবী করছি। আগামীকাল (রবিবার) আপনি কি বৈঠকখানায় আমাদেব কাছে আপনাব বক্তব্য উপস্থিত কববেন ? বিষযটিব যে দিক আপনাব ভাল মনে হয় সেই দিক নিযেই অবশ্য আপনি কথা বলবেন। দযা কবে পত্রবাহকের মাবফত উত্তব জানিয়ে দেবেন। ইতি– মিসেস ফ্রান্সিস শ্লোকাম"

মিঃ এণ্ডাবসনের প্রতি ন্যায়বিচার কবতে হলে এটা বলা দবকাব যে তিনি জন সমর্থন আদায়ের জন্য নিজের মতবাদ প্রচাব করবার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করতেন না অথবা যাকে ধর্মান্তবিকরণ বলা হয় সেই দুর্ভাগ্যজনক কাজটিতেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তার লক্ষ্য ছিল খাঁটি ভাবে আত্মা জয় করা। কিন্তু একটা উদ্দেশ্য তাকে এই কাজে উৎসাহ যুগিয়েছিল আর তা হলো ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করা। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে মৃতকে বিশ্বাস শিক্ষা দেবার প্রয়োজন আছে, কারণ তাছাড়া আর কোন আচরণ বিধি নেই এবং এমন কোন রাস্তা নেই যার উপর দিয়ে বিশ্বাসী তার জীবনের গাড়ীকে সাফল্যজনকভাবে ঈশ্বরের রাজ্যে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এই আমন্ত্রণটা তার কাছে প্রকাশিত হলো অন্তরের এমন খাঁটি ক্ষুধা হিসাবে বা পরিবর্ত্তিত অবস্থা হিসাবে যাকে বীজ বুনবার উপযুক্ত মাটির সংগে তুলনা করা যায়। তাই তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সংক্ষেপে তার উত্তর লিখে দিলেন এবং চিন্তা করতে শুরু করলেন যে

তিনি কি বলবেন। ঈশ্বর যে তার এই পরিচর্য্যার কাজকে তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা হিসাবে আশীর্বাদযুক্ত করেছিলেন তা তিনি টেরই পেলেন না। নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে বৈঠকখানা ভর্ত্তি হয়ে গেল। ডাঃ স্পলডিং এবং মিঃ ও মিসেস গ্রেগরী সামনেই বসলেন। তাদের মুখমণ্ডল প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিচাবক কাবশো একটা উঁচু আসনে বসলেন, আর তার কাছেই বসলেন মিঃ সেভারয়্যান্স ও বাইবেল হাতে নিয়ে হ্যারল্ড উইলসন। অবশ্য মিসেস শ্লোকাম এবং তার বন্ধুরা এমন জায়গায় বসেছিলেন যেখান থেকে সকলকে দেখা যায় ও তাদের কথা শোনা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার যে মিঃ কন্নানও শ্রোতাদের মধ্যে বসেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে যে উপাসনা হয়েছিল তাব চেয়ে এই উপাসনার পরিবেশ কতই না ভিন্ন প্রকৃতিব ছিল। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ঈশ্ববেব অনুগ্রহ সব হৃদয়ে প্রবলভাবে তাব বিনম্র প্রতিনিধির মাধ্যমে কাজ করে যেতে লাগল। এই দিন পুবোহিত ও সাধারণ লোকদেব জীবনে এমন এক স্বাধীনভাব দেখা গেল যা এব আগে কখনও দেখা যায়নি, কারণ এর আগে তাবা সত্যেব কাছে কখনও আত্মসমর্পণ কবেনি। এই সত্যই মানুষকে স্বাধীন করে এবং স্বাধীন থাকতে সাহায্য করে। যোহন ৮ ঃ ৩২, ৩৬। উপস্থিত লোকদেব অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল যখন কাপ্তেন মান প্রার্থনা করে সভার কাজ উদ্বোধন করলেন। এটা ছিল এমনই এক প্রার্থনা যা এই বৈঠকখানায বসে কেউ কখনও শুনতে পায়নি, আর হয়ত কখনও শুনতে পাবে না। কম্পিত কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন, "হে স্বর্গের ঈশ্বর, এই সময় সত্যই আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমাদেরকে তোমাব কাছে ডেকে এনেছ— আমবা তোমার ভালবাসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তোমার ভালবাসা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুসরণ করেছে। আমবা আমাদের সুন্দর স্বভাবেব মাযেদের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন তোমাবই নির্দেশে তারা ধার্মিকতার পথে আমাদেরকে চালিয়ে এনেছেন, তারা আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন এবং তারা আমাদেরকে তোমার আদেশগুলিকে ভালবাসতে ও তা পালন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের মাযেদের চেয়ে আরও উত্তম কারণ তুমিই তাদের সৃষ্টি করে আমাদের দিয়েছ। আমরা তোমার উপর নির্ভর কবতে পারি এবং এখন তা করিও বটে। আমরা চাই আজ তুমি তোমার মহান শক্ত বাহুতে আমাদেরকে তুলে নিয়ে তোমার কোলের মধ্যে ধরে রাখ। আমরা জগৎ ও তার সব মূর্খতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই হে মুক্তিদাতা তুমি আমাদেবকে ধর, ও তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাদেরকে বিশ্রাম দান কর। আমরা তোমার আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করি, তুমি আমাদেরকে এখন শিক্ষা দেও! সত্যের সেই পূর্ণতায় আমাদেরকে নিয়ে চল। তুমি আমাদেরকে সাহস দেও যেন যে কোন মূল্যে আমরা সঠিক কাজটি করতে পারি এবং যেন যাত্রার শেষে পৌঁছে একদিন আমরা আমাদের মায়েদের দেখা পাই ও তোমাকে মহিমান্বিত অবস্থায় দেখতে পাই; তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে ও আমাদের জরুরী প্রয়োজনে এই সব কিছুই আমাদের দান কর। তোমার পুত্র ও আমাদের মুক্তিদাতা যীশুর অধিকারের মাধ্যমে আমরা এই সব চাই – আমেন।" কাপ্তেন তার হাঁটু গাড়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে বার বার "আমেন"

শব্দ শোনা গেল, কারণ তিনি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিলেন। তার প্রথম জীবনের কোমল স্মৃতিগুলি স্মরণ করে তার চোখ এমনভাবে ভিজে গিয়েছিল যে তা মুছবার জন্য একাধিকবার রুমাল ব্যবহার করতে হলো। মিঃ এণ্ডারসন উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই মিসেস গ্রোকাম কথা বললেন। তিনি বললেন, "পালক মশাই, আপনি কি আজ দাগ দেয়া বাইবেল খানা ব্যবহার করার কথা ভাবতেছেন? আমি এই প্রার্থনার ফলে এই সভাকে এক ধরণের মায়েদের সভা বলে মনে করছি, আর এই বাইবেল খানা সত্যই এক জন মায়ের বাইবেল। এটা একটু আবেগের কথা হলেও এটা সত্য, আর কিছু লোকের কাছে এটা আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হবে।" হ্যারল্ড উইলসন আনন্দের সংগে বাইবেল খানা নিয়ে এগিয়ে আসল এবং বক্তার টেবিলের উপর রেখে দিল। এভাবে এক জন মায়ের গলার স্বর কথা বলতে লাগল ও এক জন মায়ের প্রার্থনার উত্তর দান চলতে থাকল। ঈশ্বরের হাতে জীবনের নিয়ন্ত্রণভার দিলে তার কাজে ফলগুলি কেমন নিশ্চিতভাবে অনুবর্তী হয়। মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "বন্ধুগণ আপনারা হয়ত জানেন যে আজ আমাকে কথা বলবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিছু লোক প্রভুর বিশ্রামবারের মধ্যে প্রকাশিত সুসমাচারের সত্য সম্পর্কে আরও পূর্ণরূপে জানবার জন্য আগ্রহী হয়েছেন, এবং একাজে সাহায্যের জন্য আমি আপনাদের সামনে কয়েকটা নীতি বা শিক্ষা রাখতে চাই যার দিকে আগে নজর দেয়া হয়নি। আমার মনে হয় গত মংগলবার আমার হাতে এক জন লোক যে প্রশ্নটি তুলে দিয়েছে তার উত্তর দেয়াই আমার পক্ষে ভাল হবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, "প্রকাশিত বাক্য ২৩ঃ ১৭ পদে যে পশুর ছাব এর কথা বলা হয়েছে তার অর্থ কি?"

"আমাকে নিঃসন্দেহে খুব সংক্ষেপে বলতে হবে; তাই আপনারা আমাকে সুখী মনে নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন যেন আমি নির্বাচিত শব্দ ব্যবহারের স্বাভাবিক উপদেশ দেয়ার রীতি বাদ দিয়ে আপনাদের সংগে এক শ্রেণীর ছাত্রদের মত আচরণ করতে পারি যাতে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি প্রথমে এই ঘটনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে প্রকাশিত বাক্যের ১২, ১৩ এবং ১৭ অধ্যায়ের পশুটি হলো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানের প্রভাব বিশিষ্ট ও মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণাধীন পার্থিব ক্ষমতা বা পৃথিবীর সাম্রাজ্য। প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়টি হলো পোপের মণ্ডলীর প্রভাববিশিষ্ট পার্থিব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যা ভাববাদিক সময়ের বিয়াল্লিশ মাস পর্যন্ত (৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২৬০ বছর) দর্পের ও ঈশ্বর নিন্দার কথা বলেছিল এবং যাকে পবিত্রগণের সংগে যুদ্ধ করবার ও তাদেরকে জয় করবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ৫ থেকে ৭ পদ দেখুন। এটা ছিল সেই ভয়ংকর পদ্ধতি যা সেই পাপ পুরুষ এবং বিনাশ সন্তান নামে পরিচিত যা ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে সংঘটিত হলো, রোমীয় সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করল, বাইবেলের স্থানে রীতি-নীতিকে স্থান দিল এবং বিশ্রামবারের পরিবর্তে রবিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের আইনকেই বদলে দিল। ২ থিষলনীকীয় ২ঃ ৩,৪ পদ ও দানিয়েল ৭ঃ ২৫ পদ দেখুন। এগুলি সব ইতিহাসের ব্যাপার এবং সকলেই তা পড়ে দেখতে পারে।

সুতরাং আপনারা এক নজরেই দেখতে পাবেন যে পশুর ছাব এর কথা বলা হয়েছে তা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সত্য ও তাঁর লোকদের বিরোধিতাকারী পোপের কার্য্যাবলী, কারণ প্রকাশিত বাক্য ১৮ঃ৯-১১ পদ স্পষ্টভাবে বলে যে, যে কেউ এই ছাব ধারণ করে সে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অভিশাপের পাত্র করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ছাব হলো অত্যন্ত সাংঘাতিক একটা প্রতিজ্ঞার চিহ্ন এবং নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা আমাদেরকে এর আসল অর্থ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে। "ছাব" কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো মুদ্রাংকিত করা বা ছাপ মারা বা চিহ্নিত করা বা স্বাক্ষর করা। একই অর্থ বুঝবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এই বিভিন্ন শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন যিহিস্কেল ৯ঃ৪ পদে ঈশ্বর স্বর্গীয় সংবাদবাহককে বললেন যে, যে সমস্ত লোক তাকে সম্মান করে যেন তাদের কপালে চিহ্ন দেয়। আবার প্রকাশিত বাক্য ৭ঃ৩ পদে আমরা দেখি সেই একই লোকদের কপালে মুদ্রাংকিত করা। রোমীয় ৪ঃ ১১ পদে মুদ্রাংক ও চিহ্ন শব্দ দুটি একই অর্থ প্রকাশ করেঃ "আর তিনি ত্বকচ্ছেদ চিহ্ন পাঠাইয়াছিলেন, ইহা সেই বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতার মুদ্রাংক ছিল, যে বিশ্বাস অচ্ছিন্নত্বক থাকিতে তাঁহার ছিল।" সুতরাং এটাকে ঈশ্বরের চিহ্ন বলা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হবে। ঈশ্বরের মুদ্রাংক বা ঈশ্বরের চিহ্ন যেটিই বলা হোক না কেন লোকেরা এর অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ব্যাপারটি আসলে যেভাবে আছে তা হলো এই যে একদিকে পশুর ছাপ, তার চিহ্ন বা মুদ্রাংক আছে এবং তার বিপরীতে ঈশ্বরের ছাপ, ঈশ্বরের চিহ্ন বা ঈশ্বরের মুদ্রাংক আছে। পশুর ছাপ, বা চিহ্ন, বা তার মুদ্রাংক ধারণ করার অর্থ হবে মৃত্যুকে বরণ করা, আর ঈশ্বরের ছাপ, বা চিহ্ন বা তার মুদ্রাংক ধারণ করার অর্থ হবে বেঁচে থাকা এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকা। কিন্তু এবারে আমরা বিষয়টির আসল মজার অংশটিতে আসছি। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ছাপ, চিহ্ন মুদ্রাংক নামক এই শব্দগুলি বিশেষ অর্থে আইন কানুন বা আইন সংগত দলিল বুঝবার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। "ঈষেবল আহাবের নাম করিয়া কতকগুলি পত্র লিখিয়া তাঁহার মুদ্রায় মুদ্রাংকিত করিল।" ১ রাজাবলি ২১ঃ৮। ইষ্টের রাণীর সময়ে যিহুদীদের ধ্বংস করবার জন্য হামনের আদেশটি আহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অংগুরীয়ে মুদ্রাংকিত করা হয়েছিল। ইষ্টের ৩ঃ১২। এটা ছিল প্রাচীন কালের সীল মোহরের আংটি বা নাম সম্বলিত আংটির চিন্তা ধারা। আংটিতে রাজার নাম থাকত এবং আংটির ছাপ মারার অর্থ ছিল রাজার নামের সীলমোহর করা। এভাবে দলিল পত্রকে সীল মোহর করা হত এবং তা আইন সংগত হয়ে যেত। আমরা যে বিষয়টির খোঁজ করছি তা জানবার জন্য এটা স্মরণ রাখা দরকার। ঈশ্বরের মুদ্রাংক বা চিহ্ন এমনই একটা জিনিষ যা তাঁর আইন কানুনের সংগে সম্পর্কযুক্ত। তার সীল মোহরের মধ্যেই তাঁর নাম পাওয়া যায়, আর সেইজন্য এটাই বাস্তবিক আইনের বৈধতা প্রদান করে। আপনারা সকলে নিশ্চয়ই জানেন যে প্রত্যেকটি আইনের সীল মোহরের মধ্যে তিনটি অত্যাবশ্যক জিনিষ আছেঃ প্রথমতঃ সরকারী কর্মচারীর নাম, দ্বিতীয়তঃ তার কার্য্যালয়ের নাম এবং তৃতীয়তঃ সেই রাজ্যের নাম যে রাজ্যের উপরে তিনি ক্ষমতাবান। এভাবে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টকে কোন বিল বা অন্য কোন দলিলে স্বাক্ষর করবার সময় তার নিজের

নাম স্বাক্ষর করতে হয় এবং সে সংগে তার পদ অর্থাৎ যুক্ত বাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এই কথাটিও সংযোযিত কবতে হয়। তিনি কেবল তাব নাম স্বাক্ষর করলেই যথেষ্ট হবেনা, কারণ ঐ একই নামে অন্য কোন লোকও থাকতে পারে। আবার তার নাম ও কাজের কথা বললেও যথেষ্ট হবেনা, কারণ ঐ নামেব কোন লোক এটা অস্থায়ী কোম্পানি বা সাহিত্য ক্লাবেবও প্রেসিডেণ্ট হতে পাবেন। সুতরাং তিনটি কথাই লিখতে হবে (১) নাম (২) প্রেসিডেণ্ট (পদ বা কার্য্যালয়) এবং (৩) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (রাজ্য বা এলাকা)। এবারে দেখা যাক ঈশ্বরের আইন দশ আজ্ঞার বেলায় এই নিয়মটি বাস্তবিকই মেনে চলা হয়েছে কিনা। প্রথম আজ্ঞা ও শেষ পাঁচটি আজ্ঞায় যিহোবার নাম উল্লেখ কবা হয়নি, সুতবাং আমবা এগুলি ছেড়ে যাব। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম আজ্ঞায় কেবল মাত্র তার নাম দেযা হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামবারের আদেশে তাঁর নাম, তাঁর পদ বা কার্য্যালয এবং তাঁর রাজ্য বা এলাকাব পরিচয় পাওয়া যায়।" সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বব সদাপ্রভুর (যিহোবা) উদ্দেশ্যে বিশ্রামদিন" — এখানে তার নাম আছে। "কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্ম্মাণ কবিয়া" - এখানে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে তার পদ বা কার্য্যালয় এব কথা বলেছেন এবং আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও সমুদ্রকে তার ক্ষমতাবান থাকার এলাকা হিসাবে বর্ণনা কবেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা যিহোবা – এটাই হলো তার বৈধ সীল মোহব। চতুর্থ আজ্ঞাই হলো ঐশ্বরিক আইনের বৈধ সীল মোহর, আর এটা না থাকলে এ আইন কানুন বা ব্যবস্থা অচল বা অকার্যকব হয়ে পড়ত। আপনাবা সকলে কি এখন এটা বুঝতে পাবছেন ?"

কেউ কোন প্রশ্ন কবল না। সত্য আত্মপ্রকাশ কবল। "আমরা কেন তার বাধ্য হব তাঁর যুক্তি হিসাবে ঈশ্বব সব সময দেখিযে দেন যে তিনিই সব বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। আদিপুস্তক ১ঃ১, যাত্রাপুস্তক ২০ঃ৮–১১, যিরমিব ১০ঃ১০-১২, গসংহিতা ৯৬ঃ৫, ৩৩ঃ৬-৯ এবং সে সংগে অন্যান্য শাস্ত্রাংশ পড়ে দেখুন। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি পৌত্তলিকদের কাছে মিশনাবী হিসাবে যাবার জন্য যাত্রা করে থাকেন তাহলে মনে বাখবেন যে কেবলমাত্র চতুর্থ আজ্ঞা সত্য এবং বিবেক বুদ্ধির সংগে তা পালন করেই কেবল তাদেবকে আমাদের ঈশ্বরেব শ্রেষ্ঠতা বুঝানো যাবে।" ডাঃ স্পলডিং বললেন, "দয়া করে ঐ বিষয়টি আব একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।" পৌত্তলিকরা যখন তাদের দেবদেবীর মহত্ত্বে বিশ্বাস কবে থাকেন তারা সেগুলির সৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলে সেগুলির উপাসনা করে না। এভাবে আপনারা যখন প্রামাণ্য বা যুক্তি সংগত কথা দিয়ে তাদের বুঝাবেন যে যিহোবা হলেন সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি সব বস্তু নির্মাণ করেছেন, এমন কি পৌত্তলিকরা যেসব বস্তুর উপাসনা করে তাও তিনি নির্ম্মাণ করেছেন, তখন তারা বুঝতে পারবে যে সে ক্ষেত্রে দেব দেবীদেরকেও যিহোবার আজ্ঞাগুলির কাছে মাথা নত করা উচিত। এভাবে বিশ্রামবার পালনের আজ্ঞা তাঁর কাছে তার আনুগত্য পরিবর্ত্তনের সতর্কবাণী হয়ে দেখা দেবে এবং আপনার বাধ্যতা তাকে এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে ঈশ্বর এখনও বেঁচে আছেন এবং যারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকে তিনি নূতন করে সৃষ্টি করেন।" ডাঃ স্পলডিং বললেন, "আমরা যারা মিশনারী তারা এই

শিক্ষাটি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি।" এরপর মিঃ কনান বললেন, "মিঃ এণ্ডারসন, সেই পশুর ছাব এর অর্থ কি ? আপনি সে বিষয়ে তো কিছুই বললেন না।" ধর্মযাজক বললেন, "মিঃ কনান, আমার মনে হয় আপনি নিজেই এখন আপনার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। বিশ্রামবার পালনের আদেশটি যদি ঈশ্বরের সীল মোহর হয়, "আর আসলে তাই সত্য) আর সেই পশুর ছাব বা মুদ্রাংক যদি তার বিরোধিতা করে তাহলে সেই ছাব এর চরিত্র সম্পর্কে যুক্তি সংগতভাবে আমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি ?" মিঃ কনান তার উত্তরে বললেন, "কেন, আমিও তাকে যুক্তিসংগতভাবে এক ধরণের বিশ্রামবার বলব; তার মানে বিশ্রামবারের বিরুদ্ধে বিশ্রামবার।" মিঃ এণ্ডারসন বললেন, "ঠিক তাই, আর সেটাই হল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যার কথা আমি গতকাল আপনাদের বলেছি। সেই পশু বা পোপতন্ত্র অর্থাৎ আমাদের যুগের চতুর্থ শতাব্দীতে রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর যে সংযোগ সাধিত হয়েছিল তা ঈশ্বরের বাক্যের স্থলে প্রথা বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হল এবং অন্যায়ভাবে চতুর্থ আজ্ঞার সত্যকে আক্রমণ করে বিশ্রামবারের জায়গায় রবিবারকে প্রতিষ্ঠা করল। তৎকালীন বিশপ ইউসেরিয়াস প্রকাশ্যে দাবী করলেন যে বিশ্রামবারে যা কিছু করা কর্ত্তব্য ছিল তার সব কিছুই আমরা প্রভুর দিনে নিয়ে গেলাম। বেশী দিন আগের কথা নয়, যুক্ত রাষ্ট্রের একটা নামকরা কাথলিক পত্রিকা এই বিবৃতি প্রকাশ করেছিল যে ক্যাথলিক মণ্ডলী তার নিজস্ব অভ্রান্ত ক্ষমতা বলে পুরাতন ব্যবস্থার বিশ্রামদিনের জায়গায় রবিবারকে পবিত্র দিন করল। আমি গতকাল যে ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরমালা দেখেছিলাম তাতে লেখা আছে যে আমরা শনিবারের পরিবর্ত্তে রবিবার পালন করি, কারণ ক্যাথলিক মণ্ডলী ৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লায়দিকেয়ার কাউন্সিল সভায় শনিবারের ভাবগাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা রবিবারে বদলী করে নিয়ে গিয়েছে। এখন ঈশ্বর যেমন তাঁর বিশ্রামদিনের মুদ্রাংককে তাঁর ক্ষমতা বা পদাধিকারের প্রমাণ হিসাবে দেখান, ঠিক তেমনি রোমের মণ্ডলী রবিবারের ছাপকে তার ক্ষমতার প্রমাণ হিসাবে দেখিয়ে থাকেন। প্রশ্নোত্তর মালা অনুসারে রবিবারকে বিশ্রামবারে পরিণত করার কাজটি দ্বারা ঐ মণ্ডলী প্রমাণ করতে চায় যে ভোজ পর্ব ও পবিত্র দিন স্থির করার তার অধিকার আছে। এভাবে তার ছবি দর্পের সংগে ঈশ্বরের মুদ্রাংকের বিরোধিতা করে। সব মিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে স্বধর্মত্যাগী এক ক্ষমতা ঈশ্বরের আইনের মুদ্রাংক ছিড়ে ফেলে এবং রবিবারকে তার স্থানে বসিয়ে সেই ব্যবস্থা লংঘন করেছে। এরপরে এই ধর্মত্যাগ সকল মানুষের কাছে উপস্থিত হয়ে এই পরিবর্ত্তন মেনে নেয়ার জন্য দাবী জানিয়েছে, আর যেখানেই তারা যথেষ্ট প্রভাব খাটাতে পেরেছে সেখানেই ... আইনের আশ্রয় নিয়ে তাদের দাবীগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমাদের ও অন্যান্য দেশের রবিবারের আইনগুলির পিছনে এই একই নীতি কাজ করেছে। পাছে আপনারা কেউ অজ্ঞ থেকে যান সেজন্য এখানে আমার বলা দরকার যে ঈশ্বরের বাক্যের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ও বর্ত্তমান রোমীয় মণ্ডলীর পরিকল্পনাগুলি উভয়ে দেখিয়ে দেয় যে অল্প সময়ের মধ্যেই সব জাতি আইন পাশ করে রবিবার পালনকে একটা সার্বজনীন ব্যবস্থা বা রীতি করে ফেলবে এবং পরিশেষে মানুষকে তা পালন করতে বাধ্য করবে, অন্যথায় তাদের শেষ হয়ে যেতে হবে। আপনারা প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ের

সব অংশটুকু পড়ুন। অনেক খ্রীষ্টিয়ান সৎ বিবেকে রবিবার পালন করে আসছে। তারা বিশ্বাস করে আসছে যে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে; ঈশ্বরও তাদের অভিপ্রায় বা হৃদয়ের ভালবাসা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঈশ্বব আমাদেরকে সেই পশুর ও তাব মূর্ত্তির মধ্যকার ভ্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যা খাঁটি বিশ্রামবারের জাযগায় মিথ্যা বিশ্রামবারের প্রশংসাগান করে ও দণ্ডাজ্ঞাব মাধ্যমে তা চালু রাখাব চেষ্টা কবে। এভাবে এটা তার ছাপ হয়ে যায়। আব মানুষেরা যখন ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেয়েও তাঁর নির্ধারিত দিনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেই পশু ও তার মূর্ত্তির দ্বাবা বলবৎ করা রবিবারকে তাদেব আনুগত্যেব প্রতীকরূপে মেনে নেয় তখন তারা সেই পশুর ছাব ধারণ কবে যার বিরুদ্ধে ঈশ্বব সতর্ক করে দিচ্ছেন। মানুষেব অভিজ্ঞতার কোন স্তরে গিয়ে মানুষ ঈশ্ববের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা নশ্বর মানুষের পক্ষে বলা খুব শক্ত। ঈশ্বরই তার বিচার কববেন। সুতরাং এই সময ঈশ্বর আমাদেবকে আহ্বান কবছেন যেন আমরা আবার তাঁব ব্যবস্থার কাছে ফিরে আসি এবং সম্পূর্ণরূপে তা পালন করি। তিনি আমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করছেন যেন আমরা বিশ্রামবারকে তাব উপযুক্ত স্থানে ফিরিযে আনি। যিশাইয় ৮ঃ ১৬ পদ দেখুন। তিনি আমাদেবকে পরামর্শ দিচ্ছেন যেন আমরা আর একে পদদলিত না করি। যিশাইয় ৫৮ঃ ১৩। তিনি তাঁর বার্তাবাহকদের আদেশ দিচ্ছেন যে পর্য্যন্ত আমরা এর সত্যকে জীবনে গ্রহণ না কবতে পারি সে পর্যন্ত যেন আমবা মানুষের বিতর্কের ঢেউ সহ্য করে যাই। প্রকাশিত বাক্য ৭ঃ ১-৩। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে এক মহৎ সুসমাচারের বাণী পাঠিয়ে মানুষকে আহ্বান করছেন যেন একমাত্র তাঁবই উপাসনা কবা হয যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ ৬,৭। আর পরিশেষে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন যে অনেকে রবিবারের ছাপ গ্রহণ কবতে অস্বীকাব করবে, কিন্তু ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে তাদের জীবনে গ্রহণ করে তাবা সবগুলি আজ্ঞাপালন করবে (প্রকাশিত বাক্য ১ঃ ১২), এবং তাঁর সীল মোহরে মুদ্রাংকিত হয়ে শেষে মহিমার রাজ্যের সিয়োন পর্বতে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ ১। অপর দিকে যারা ঈশ্বরের বাণী প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ শক্তিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য জগতে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে এবং এভাবে জগতের মনোভাব ও স্বভাববিশিষ্ট হবে, তারা তাঁর "রোষ – মদিবা" পান করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ ৯–১১) এবং সেই সব ভয়াবহ মহামারীতে কষ্ট পাবে যা তখন পৃথিবীকে জনশূন্য করে দেবে। প্রকাশিত বাক্য ১৬। বন্ধুগণ, আপনারা কি ভাবছেন যে এ ব্যাপারে আমার কোন স্বার্থ আছে? এ বিষয় নিয়ে ধ্যান চিন্তা করা কি আপনি উপযুক্ত মনে করেন না? এখানে কি এমন কেউ আছেন যিনি এই প্রশ্নটিকে একটা লঘু ব্যাপার বলে মনে করেন? আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন – রোমকে না খ্রীষ্টকে, রবিবারকে না বিশ্রামবারকে, পশুর ছাপকে না জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রাংককে?" ডাঃ স্পলডিং প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, "মিঃ এণ্ডারসন, আমি কি কয়েকটা কথা বলতে পারি?" তিনি যখন লোকদের দিকে মুখকরে দাঁড়ালেন, তখন স্পষ্ট বুঝা গেল যে তিনি এমন কিছু লাভ করেছেন যা তার জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করবে এবং যা অন্যান্য অনেকের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।

ষোড়দশ অধ্যায়

দাগ দেয়া বাইবেলের শুভ ফলসমূহ

ডাঃ স্পল্‌ডিং এর গলা থেকে স্বর বের হচ্ছিল না। তার বিগত জীবনের সম্পূর্ণ চিত্রটা তার সামনে ভেসে উঠল এবং তার জীবনের এই বিরাট ব্যর্থতার অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলল। তিনি বলতে শুরু করলেন, "ভাই সব, আপনারা অবশ্য জানেন যে আমি এই যাত্রার প্রথম থেকে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সর্বতোভাবে এই চিন্তার সংগে যুদ্ধ চালিয়ে আসছি যে চতুর্থ আজ্ঞা খ্রীষ্টিয়ানদের পালন করা উচিত। এই যাত্রার শুরু থেকে আমি এমন ও কামনা করেছি যে মিঃ উইলসন নামের এই যুবকের গলার স্বর স্তব্ধ করে দেবার জন্য কিছু একটা ঘটবে। আমি বাস্তবিকই তাকে এবং তার বাইবেল খানাকে ঘৃণা করে আসছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। তিনি আমার হৃদয় স্পর্শ করে তা নরম করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নূতন নিয়মের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন, এবং আজ আমি সত্যি করে বলতে পারি যে তাঁর ইচ্ছা পালনে আমি আনন্দ অনুভব করছি। যে আইনটিকে রদ করা হয়েছে বলে আমি ধারণা করতে চেয়েছিলাম এবং যে বিশ্রামবারকে আমি তুচ্ছ করেছিলাম ও এমনকি ঘৃণা করেছিলাম তা এখন আমার অন্তরে লেখা হয়ে গেছে এবং আমি প্রভুতে বিশ্রাম লাভ করছি। মিঃ উইলসনের একজন ঈশ্বরভক্ত মা ছিল। তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে ভালবাসতেন এবং চাইতেন যেন তার ছেলেও তা ভালবাসে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তার চোখের জল ও তার প্রার্থনা এই বই খানার মধ্যে রেখে গেছেন (টেবিলের উপর থেকে তিনি সেই দাগ দেয়া বাইবেল খানা তুলে ধরলেন)। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, কোন না কোন ভাবে তার এই ভালবাসার কাজটি স্বর্গে আশীর্বাদযুক্ত হবে। আর আজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তাই হয়েছে। তার ছেলে প্রভুকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ভাই সব, আমি আপনাদের বলতে চাই যে এই বইখানা ও ঐ যুবকের মায়ের প্রার্থনা আমার মত একজন একরোখা লোককেও তার গতিপথ থেকে ধরে এনেছে।" তার এই সাক্ষ্য এত একাগ্র, এত সরল ও এত মধুর ছিল যে ক্ষণিকের জন্য মনে হলো যেন সেই পরিবেশটাই ঈশ্বরের ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে গেছে। হ্যারল্‌ড উইলসন জিজ্ঞেস করল, "ডাঃ স্পল্‌ডিং, আপনি কি সত্যিই আমার সংগে যাবেন?" ডাঃ স্পল্‌ডিং এর হাতে যে ভাজ করা কাগজ খানা ছিল তা খুলে ধরে তিনি

এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এটা ছিল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে লেখা এক খানা পদত্যাগ পত্র। যাদের পৃষ্টপোষকতায় তিনি এই যাত্রায় বেরিয়েছিলেন সেই কর্ত্তৃপক্ষীয় বোর্ডের কাছে তিনি এই পদত্যাগ পত্র লিখেছিলেন। তিনি তখন পদত্যাগ পত্রখানা পড়তে আরম্ভ করলেন ঃ

"সম্মানিত বন্ধুগণ, এতদ্বারা আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, ঈশ্বর আমার জীবনে এক অলৌকিক পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন, এবং তিনি আমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যেখানে আমি বুঝতে পারছি যে তার্ষ নগরের শৌলের মত বহু বছর যাবৎ যে চিন্তা আমাকে দংশন করছিল তাকে আমি নির্বোধের মত পদাঘাত করে এসেছি। সমুদ্র পথে আমার যাত্রা শেষ করবার আগেই আমার পূর্ববর্ত্তী বিশ্বাস ও শিক্ষা এত বেশী পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে যে আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্রাচ্যে পাঠানো হয়েছিল আমি সেকাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছি, এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করছি ফরেন মিশন বোর্ডের একজন সদস্য হিসাবে আমার পদত্যাগ পত্র যেন গ্রহণ করা হয়। আপনারা যাতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন সেজন্য আমার বিগত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমি একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতে চাই। আপনারা ভাল করে জানেন যে বিশ্রামবার পালনকারীদের কথিত ভুল মতবাদের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে আমাদের মতবাদ সমর্থন করবার জন্য আমাকে অনেকবার মনোনীত করা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে একাজে আমি বেশ খ্যাতির সংগে সফলকাম হয়েছি। কয়েক বছর আগে আমাকেই মনোনীত করা হয়েছিল যেন আমি আমাদের আরাকানসাস রাজ্যের রবিবারের আইন ভংগকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করি। আর এখানেও আমি সফলকাম হয়েছি বলে মনে করা হয়েছিল, কারণ আমি বেশ কিছু লোককে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছিলাম এবং আমাদের জেলা সম্মেলন থেকে এজন্য এক প্রশংসাপত্র পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার যাজকত্বের সব সময় জুড়ে অনবরত এক অদ্ভুত ও অস্পষ্ট চেতনা আমাকে অনুসরণ করে পীড়া দিয়ে আসছে যে আমার ধারণাগুলির শাস্ত্রসম্মত কোন ভাল ভিত্তি নেই। অনেক সময়, এমনকি তীব্র বিতর্কের সময়েও আমি শুনেছি একটা স্বর যেন আমাকে বলছে যে আমার কথা ঠিক নয়; কিন্তু তখন আমি তা শুনতে চাই নি, আমি মনে করেছি যে এটা কেবল আমার স্বভাবের ক্ষণিক একটা মূর্খতাপূর্ণ দুর্বলতা। থেমে গিয়ে আমার মতবাদগুলি পরীক্ষা করে নেয়ার চিন্তাকে আমি দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করতাম কারণ আমি পরিবর্ত্তনকে ভয় করতাম, আর তাছাড়া সত্যের প্রতি ভালবাসার চেয়ে আমার গর্ব ও আমার লোকদের সমর্থনের আকর্ষণ আমার কাছে বেশী মূল্যবান ছিল।

কিন্তু আমার কাছে পর পর বহু সময়োচিত ঘটনা ঘটেছে যা আজ আমাকে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করেছে। আমার জীবনের দরজা এমন প্রশস্তভাবে খুলে গেছে, অনুপ্রেরণার আলো এত পরিস্কার হয়েছে এবং ঈশ্বরের ভালবাসা পরিবর্ত্তনের দিকে আমাকে এমনভাবে পরিচালিত করেছে যে আমি পবিত্র আত্মার প্রভাবের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি জীবনের যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছি এবং যীশু

খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে আমি তাতে আনন্দ অনুভব করছি। আমার সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে ও সব সন্দেহ চলে গেছে; আর আত্মা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আমার নূতন জন্ম হয়েছে। প্রিয় বন্ধুগণ, এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আমি এখন একজন বিশ্রামবার মান্যকারী ও সপ্তমদিন পালনকারী। আমি আপনাকে আর একটু ধৈর্য্য ধরতে অনুরোধ করব। আমি বাইবেল থেকে আর কয়েকটা প্রধান যুক্তি দেখাতে চাই যে, কেন আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

১। ঈশ্বরের বাক্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যরূপে তার কাছ থেকে এসেছে। ২ তীমথিয় ৩ঃ১৬, ১৭ পদ; রোমীয় ১৫ঃ৪ পদ।

২। যীশু খ্রীষ্টই হলেন এর রচয়িতা। ২ পিতর ২ঃ২১ পদ; ১ পিতর ১ঃ১০-১১ পদ।

৩। পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম উভয় গ্রন্থ খ্রীষ্টকে প্রকাশ করে। লূক ২৪ঃ২৫-২৭ পদ; যোহন ৫ঃ৩৯ পদ।

৪। প্রথম থেকেই সুসমাচারকে জানিয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করে। প্রকাশিত বাক্য ২৩ঃ৮ পদ; গালাতীয় ৩ঃ৮ পদ; যোহন ৮ঃ৫৬ পদ; ইব্রীয় ৪ঃ১-২ পদ।

৫। সুসমাচার পাপ থেকে উদ্ধার করে (মথি ১ঃ২১ পদ; রোমীয় ১ঃ১৬ পদ;) পাপ হলো নৈতিক আইন লংঘন (১ যোহন ৩ঃ৪ পদ); ব্যবস্থা পাপকে দেখিয়ে দেয় এবং সুসমাচার এই পাপ থেকে উদ্ধার করে (রোমীয় ৩ঃ২০ পদ)।

৬। আদিতেই পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে (রোমীয় ৫ঃ১২ পদ); এবং যেখানে কোন ব্যবস্থা বা আইন নেই সেখানে পাপ গণিত হয়না (রোমীয় ৪ঃ১৬ পদ ; ৫ঃ১৩ পদ); সেইজন্য পৃথিবীর শুরু থেকেই ব্যবস্থা আছে।

৭। ঈশ্বরের আইনের অংশ হিসাবে আমাদের আদি পিতা মাতাকে বিশ্রামবার দেয়া হয়েছিল। আদি পুস্তক ২ঃ১-৩ পদ।

৮। সমগ্র মানব জাতির জন্য এর সৃষ্টি হয়েছিল। মার্ক ২ঃ২৭ পদ।

৯। খ্রীষ্ট যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার ভূমিকায় ছিলেন (যোহন ১ঃ১-৩, ১৪ পদ; কলসীয় ১ঃ১৩-১৬ পদ)। তেমনি তিনি বিশ্রামদিন সৃষ্টি করে মানুষকে তা দিয়েছিলেন। ব্যবস্থার বিশ্রামবার হল খ্রীষ্টেরই বিশ্রামবার।

১০। খ্রীষ্ট নিজেই মধ্যস্থ হয়ে সীনয় পর্বতে ব্যবস্থা প্রদান করলেন। (গালাতীয় ৩ঃ১৯ পদ; ১ তিমথীয় ২ঃ৫ পদ)। দশ আজ্ঞা বিশেষভাবে যীশু খ্রীষ্টের দান।

১১। আমরা দেখেছি যে খ্রীষ্ট নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন। ১ পিতর ১ঃ১০-১১ পদ। আর নবীদের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গীতসংহিতা ৪০ঃ৭-৮ পদ; যিশাইয় ৪২ঃ২১ পদ।

১২। তিনি যখন জগতে এলেন তখন তিনি জীবন যাপন করার সংগে সংগে দশ আজ্ঞার পবিত্র ও সুদূর প্রসারী দাবীগুলি শিক্ষা দিলেন। যোহন ১৫ঃ১০ পদ; মথি ৫ঃ১৭, ১৮ পদ; ১৯ঃ১৭ পদ।

১৩। নূতন নিয়মের সর্বত্র যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করা হয়েছে এবং ব্যবস্থার গুরুত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। রোমীয় ৩ঃ৩১ পদ; যাকোব ২ঃ৮-১২ পদ; প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১৪ পদ।

১৪। এদন উদ্যানে আইন কানুন দেবার পর থেকে এর কোন পরিবর্ত্তন করা হয়নি, কারণ ঈশ্বর অপরিবর্ত্তনীয়। মালাখি ৩ঃ৬ পদ; গীতসংহিতা ৮৯ঃ৩৪ পদ; মথি ৫ঃ১৮ পদ।

১৫। আইন কানুনের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত বিশ্রামবার তাঁর মহান নৈতিক প্রকৃতির এক অত্যাবশ্যক অংশরূপে আমাদের কাছে এসেছে। সুতরাং, এর কোন পরিবর্তন হয়নি এবং এটা অপরিবর্ত্তনীয়।

১৬। যুগ যুগ ধরে বিশ্রামবারকে বাধ্যতার পরীক্ষা রূপে ও আনুগত্যের চিহ্নরূপে রেখে দেয়া হয়েছে। যাত্রাপুস্তক ১৬ঃ২৭–২৮ পদ; যিরমিয় ১৭ঃ২৪–২৫ পদ; যাত্রাপুস্তক ৩১ঃ১৬–১৭ পদ; যিহিস্কেল ২০ঃ১২, ২০ পদ।

১৭। ঈশ্বরের আইন কানুনের সীল মোহর হিসাবে এই শেষ দিনগুলিতে এটা হবে সুসমাচারের সেই মহা পরীক্ষার বিষয়। প্রকাশিত বাক্য ৭ঃ১–৩ পদ; ১৪ঃ৬, ৭ পদ। এর সংগে যিশাইয় ৫৬ঃ১–৮ পদের তুলনা করুন।

১৮। পৃথিবীর সব প্রাচীন ও আধুনিক জাতিগুলির সংরক্ষিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সেই এদন উদ্যানের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে সাপ্তাহিক দিন চক্র চলে আসছে তার ক্রমিক অবস্থান সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি বা দিন গণনার কোন গড়মিল হয়নি। সব জাতি দিনগুলির নাম সম্পর্কেও সব সময় একমত হয়ে আসছে।

১৯। সীনয় পর্বতের সেই সময় থেকে যিহুদী জাতি সপ্তম দিনকে পবিত্ররূপে মান্য করে আসছে এবং সীনয় পর্বত সৃষ্টির সপ্তম দিনকে সনাক্ত করে তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। সুতরাং, কোনই সন্দেহ নেই যে আদিতে সপ্তার দিনগুলির যে অবস্থান ছিল আমাদের বর্তমান সপ্তা ও তার সপ্তম দিনের অবস্থান ঠিক তেমনই আছে।

২০। যীশু বিশ্রামদিন পালন করতেন (লূক ৪ঃ১৬ পদ)। তাই আমারও তা করা উচিত।

২১। যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা খ্রীষ্টের কাছে কাছে থাকতেন তারাও তাঁর ক্রুশারোপনের পরে সেই দিনটি পালন করেছিলেন। (লূক ২৩ঃ৫৬ পদ)।

২২। প্রেরিতরা এই দিনটি পালন করতেন। প্রেরিত ১৭ঃ২ পদ; ১৮ঃ৪ পদ ইত্যাদি।

২৩। খ্রীষ্ট চলে যাবার পরেও দুই শতাব্দীর বেশী সময় যাবৎ খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী সাধারণভাবে সপ্তম দিন পালন করেছে।

২৪। রবিবার ছিল প্রাচীন পৌত্তলিক সূর্য্য উপাসনার মহান দিন, এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে জনপ্রিয় করবার জন্য এবং অগণিত জনগণের রুচিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য উচ্চাভিলাষী জাগতিকমনা মণ্ডলীর লোকেরা এই দিন মিলিত হবার রীতির প্রচলন করে। মণ্ডলী যদি বিশ্বস্ত থাকত তাহলে রবিবার দিন পালনের কোন কথাই শোনা যেতনা।

২৫। চতুর্থ শতাব্দীতে মণ্ডলী যখন সম্পূর্ণরূপে ভেংগে পড়ল, তখন সে রাষ্ট্রের সংগে হাত মিলালো, এবং এভাবে আইনের দ্বারা রবিবার দিনকে স্বীকৃতি দেয়া হোল, আর সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সেই রীতি চলে আসছে। দানিয়েল ৭ ঃ ২৫ পদ অনুসারে রোমের মণ্ডলীই বিশ্রামবার পরিবর্ত্তন করেছে।

২৬। কিন্তু বৃহত্তর দুনিয়ার কাছে বিশ্রামদিন সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এখন ঈশ্বর মানুষকে আহ্বান করেছেন এই দিন পালন করে তাঁকে সম্মান করা হয় (যিশাইয় ৫৮ ঃ ১৩ পদ) এবং পোপতন্ত্রের রীতি অনুসরণ করে তার ছাব ধারণ করার বিরুদ্ধে তিনি মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। (প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১২ পদ)।

২৭। কতকলোক তাঁর এই বাণীর প্রতি মনোযোগ দেবে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করবে। (প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১২ পদ)।

২৮। এই লোকগুলিকে তাঁর নাম দিয়ে সীল মোহর করা হবে এবং এখানে খ্রীষ্টেতে তারা যে বিশ্রাম লাভ করেছে সেই বিশ্রাম দিনের বিশ্রাম তারা অনন্তকাল যাবৎ সেই পরবর্ত্তী উন্নততর জগতে উপভোগ করতে থাকবে। প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১ পদ। যিশাইয় ৬৬ ঃ ২২, ২৩ পদ।

প্রিয ভাইয়েরা,

এই সমস্ত শাস্ত্রাংশ পড়বার পরে আমি আমার অন্তরকে নূতন নিয়মের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে দান করেছি এবং আমি এরই মধ্যে তাঁর পবিত্র বিশ্রামবারের দানের মধ্যে আশীর্বাদ লাভ করতে শুরু করেছি। এই নূতন জীবন এত সুন্দর যে আমি আপনাদের আমার সংগে আসবার আমন্ত্রণ না জানিয়ে বিদায় নিতে পারছি না। সম্ভাব্য সব পবিত্রীকরণের মাধ্যমে আপনারা কি আমার সংগে যোগদান করে সেই ক্ষমতা লাভ করবেন না যা সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের কাজকে ত্বরান্বিত করবে এবং শেষ বিজয়ের আনন্দময় দিনকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে? ইতি — আপনাদের ভাই ও সহকর্মী

হ্যাগ, এম স্পল্ডিং

"হ্যাঁ, হ্যারল্ড আমি তোমার সংগে যাব। এই দিনে ক্রুশের একজন খাঁটি মিশনারী হিসাবে আমার প্রভুর কাছে আমি আমার পরিচর্য্যার কাজ উৎসর্গ করছি। আমার বিশ্রামবার পালনকারী ভাইয়েরা যদি আমার উপহার গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন তাহলে

আমি অতি আনন্দের সংগে ঈশ্বরের সেই মহৎ দিনের জন্য লোক প্রস্তুত করার কাজে তাদের সংগে যোগদান করব। এখন আমাব কথা শেষ করবার আগে আমি কি জিজ্ঞেস কবতে পারি যে এখানে আমার সংগে যোগদান করবার জন্য অন্য কেউ কি নেই ?" এই স্বীকারোক্তি ও আহ্বানের ফল ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। প্রায় এক কুড়ি লোক সংগে সংগে দাঁড়িয়ে গেল। বিচাবক কারশো ডাঃ স্পলডিং এর হাত ধবলেন এবং বললেন, "বন্ধুগণ, শিমিয়োন যেমন মন্দিবেব মধ্যে বলেছিলেন তেমনি এই দিনও এর উল্লেখযোগ্য আশীর্বাদগুলি আমাকে বলতে বাধ্য করছে। "হে স্বামীন, এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কেননা আমাব নয়নযুগল তোমার পরিত্রাণ দেখিতে পাইল। আমি বিশ্রাম পেয়েছি, এবং আমার জীবনের প্রায় সত্তর বছরের মধ্যে এই প্রথমবার আমি শান্তি লাভ করেছি।"

এবপর মিঃ সেবারেন্স ঘুরে দাঁড়ালেন এবং যাত্রীদের দিকে মুখ করে বললেন, "আমি তিরিশ বছরের বেশী সময যাবত একজন ব্যবসায়ী। ছোটবেলা থেকে সব সময়েই আমি সঠিক মতবাদ গ্রহণ করতে চেয়েছি, কিন্তু কোন না কোন ভাবে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই এবং আমাব ধারণা অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন এবং পবিশেষে সব কিছু ঠিক হযে যাবে বলে বিশ্বাস করা ছাড়া আব ভাল কিছু নেই। আমাব স্ত্রীকে সন্তুষ্ট কববার জন্য এবং সম্ভবতঃ আমার ব্যবসা-বাণিজ্যে সহয়তা লাভেব জন্য এই কযেক বছব আগেই কেবল আমি মণ্ডলীতে যোগদান কবেছি, কিন্তু বাহ্যিক একটা পবিবর্ত্তন ছাড়া এতে আব কিছুই আমাব হযনি, আর বাস্তবিকই আমি আমাব অন্তরে খুব অসুখী।

দু'বছব আগে সানফ্রান্সিসকোতে আমি মিঃ এণ্ডারসনেব প্রচার শুনেছি। তাব কথাগুলি খুব স্পষ্ট ছিল এবং এক দিক দিযে তাব বাণী আমার হৃদয়ে আবেদন জানিয়েছিল, কিন্তু তা কেবল মানসিক বুদ্ধিজ্ঞানেব মাধ্যম। সেটা আমার হৃদয স্পর্শ করতে পাবেনি। কিন্তু গত মংগলবাব মিঃ এণ্ডারসনেব কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাকে আমার পাপময় অবস্থা ও এ অবস্থায তাঁর ইচ্ছানুসারে আমার কিরূপ হওয়া দরকার সে সম্পর্কে এক দর্শনের মাধ্যমে আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর বিশ্রামবার সম্পর্কিত শিক্ষার মধ্যে আমি এক আলো দেখতে পেলাম যা আমাকে আমার খাঁটি চরিত্র দেখিয়ে দিল। আমার পাপ আমাব সামনে উঠে এল এবং আমি দণ্ডাদেশের ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে সান্ত্বনা ছিল। আত্মা আমাকে সুস্থ করে তুললেন। আজ ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি একজন নূতন লোক, আর বিশ্রামবারই আমার আনন্দ। এখন আমি জানি একজন মানুষ হওয়া এবং ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে একজন সৎলোক হওয়াব অর্থ কি ?"

মিঃ এণ্ডাবসন বললেন, "মিঃ সেভারান্সের এই আনন্দদায়ক সাক্ষ্য আমাকে আর একটা কথা বা আর একটা ত্রুটি স্বীকারের কথা বলতে বাধ্য করছে। কয়েক বছর

আগে আমার প্রচার যে কেন কেবল মানসিক বুদ্ধিজ্ঞানের মাধ্যমে আমার বন্ধুকে আবেদন জানিয়েছিল তার কারণ ছিল এই যে তখনও আমি ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করার রহস্যকে খুঁজে পাইনি। আমার প্রচারকাজ ছিল প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক এবং সেজন্য তা সত্যিকারভাবে মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাত না। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমি এখন উন্নততর পদ্ধতিটি খুঁজে পেয়েছি।" এই সময় অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে মিঃ কম্যান তার আসন থেকে উঠে আসছেন। তিনি বললেন, "বন্ধুগণ একটা রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীতে আমার জন্ম হয়েছে, আর সেখানেই আমি লালিত পালিত হয়েছি। আমি সব সময় গর্ব করে এসেছি যে কিছুই আমাকে প্রভাবিত করে আমার বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে পারবে না। আমার মণ্ডলীই ছিল আমার কাছে একমাত্র মণ্ডলী। কেবল মাত্র কুড়ি বছরের কিছু বেশী সময় আগেও আমি এমন কিছু দেখিনি যা আমার সামান্যতম উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে আমার সব কিছু বদলে গেছে। আমার হাত দুটি আর পুরোহিত বা পোপের শৃংখলে বাঁধা নেই। আমি এখন সত্য, সুন্দর ও স্বাধীন এক নূতন পৃথিবীতে বাস করছি। আমি যীশু খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছি এবং আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুর সেবা করবাব আশা করছি। আমি অনুরোধ করতে চাই মিঃ এণ্ডারসন যেন আমাব সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুর সেবা করবার আশা কবছি। আমি অনুরোধ কবতে চাই মিঃ এণ্ডারসন যেন আমার জন্য প্রার্থনা করেন কারণ তার মাধ্যমেই আমার কাছে সত্য প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার মুক্তি এসেছে। ডাঃ স্পলডিং এর মত আমিও আমার মণ্ডলীর এক বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, কিন্তু আমি সে সব কিছু এখন পরিত্যাগ করছি যেন সময়ের ত্রুটি থেকে এবং বিশেষভাবে বিশ্বাস ত্যাগের চিহ্ন থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য খাঁটি প্রোটেষ্টান্টদের সংগে যোগ দিতে পারি।" একথা শুনে মিসেস গ্রোকাম এমন জোরে তার বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে কামরার সব জায়গা থেকে তার কথা শোনা গেল। তিনি বললেন, "এটা কি চমৎকার কথা নয় ? আর বহুদিন যাবৎ আমিতো এরকম কথারই অপেক্ষা করে আসছি। আমি চাই আপনারা যেন সকলেই জানতে পারেন যে আজ থেকে আমি একজন বিশ্রামবার পালনকারী।" কাপ্তেন মান অন্যদের সংগে দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে পেলেন যে তার কথা বলার এটাই সুযোগ, তাই তিনি বললেন, "পঞ্চাশ বছর যাবত অনেক অন্ধত্ব ভোগ করার পরে শেষ পর্যন্ত আমার চোখ খুলে গিয়েছে। আমি যা জানতাম না তাও আমার জানা আছে বলে মনে করতাম। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে যীশু খ্রীষ্টই বিশ্রামবারকে পরিবর্তন করে তা রবিবারে নিয়ে এসেছেন এবং সেই জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে সপ্তার প্রথম দিন পালন করতে আমি নীতিগতভাবে বাধ্য ছিলাম। কিন্তু আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি জানতে পেরেছি যে কেবল অজ্ঞ লোকেরাই সেসব মেনে নিতে পারে। খ্রীষ্ট কোন দিনের পরিবর্ত্তন করেন নি, কিন্তু পোপতন্ত্রই তা করেছে। সুতরাং একজন প্রোটেষ্টাণ্ট হিসাবে এবং যারা

ঈশ্বরের আইন কানুনের চিরস্থায়ী দাবীগুলিতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তাদের একজন হিসাবে ও যারা একমাত্র বাইবেলকে তাদের বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মজীবনের আইন বলে মনে করে তাদের পক্ষ হয়ে আমি আমার হাত, হৃদয়, জীবন, সময় ও সব কিছু আমার খুঁজে পাওয়া সেই আশীর্বাদযুক্ত সত্যের কাছে সমর্পণ করছি। এখন থেকে পৃথিবী আমাকে একজন সপ্তমদিনে বিশ্বাসী বলেই জানবে। ঈশ্বর সাহায্য করুন যেন আমি অন্য কিছু না করি। কাপ্তেন হিসাবে এটাই আমার শেষ আন্তঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় যাত্রা। এরপরে মিঃ ও মিসেস গ্রেগরী ঈশ্বরের আদেশের কাছে তাদের আত্মা সমর্পণে সাক্ষ্য দিলেন। মিসেস গ্রেগরী বিশেষভাবে এমন একজন লোকের হাত দ্বার থেকে তার উদ্ধার লাভের কথা বললেন যাকে তিনি তুচ্ছ ও ঘৃণা করতেন। সে সত্যের লোক এক নব প্রতিষ্ঠিত ভালবাসার পূর্ণতা ও এক নূতন ক্ষমতালাভের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করবার জন্য পরস্পর হাত মিলালো। দাগ দেয়া বাইবেল খানা তা উদ্দেশ্য সফল করল। একজন মায়ের প্রার্থনার উত্তরের প্রাচুর্য দেখা গেল।

সেই সময়ের পরে বহু বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর সেই সংগে সেই উং কাজও দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। হ্যারল্ড উইলসন সান ফ্রান্সিসকো ফিরে এসেছে এবং মিঃ সেভারান্স এর সহায়তায় তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে; তারপ ধর্মযাজকের কাজে প্রবেশ করে একজন অভিষিক্ত ধর্মযাজক হিসাবে বিদেশে গি সুনামের সংগে কাজ করছে। কাপ্তেন মান নাবিকদের জন্য একটা হোম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আত্মাজয়ের কাজে হ্যারল্ডের দাগ দেয়া বাইবেল খানাকে একটা বিশেষ ভূমিকা দিয়েছেন। বই খানার সংস্পর্শে এসে এবং যে তাকে এই বইখানা দিয়েছিলেন তার কাহিনী শুনে অনেক যুবকের হৃদয় জেগে উঠেছে। ডাঃ স্পলডিং ও মিঃ গ্রেগরী তাদের দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের প্রাচ্য দেশের দুটি নগরীতে তাদের ধর্মযাজকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান তাঁর কাছে পাপ [illegible] নিয়ে আসার কাজে তাদের সাফল্য অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। ডাঃ স্পলডিং লিখিতভাবে তার পদত্যাগ পত্র পেশ করার ফলে তার পূর্বতন কিছু সহকর্মী আরও উজ্জ্বল আলোর সন্ধানে তাকে অনুসরণ করেছে। মিঃ কনান এখন বড় একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার এবং একই সংগে ঈশ্বর প্রদত্ত গভীর আত্মিক জ্ঞানের লোক। তার কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য এখন একটা ধর্মীয় কাজ। আমাদের স্বর্গীয় পিতার সময়োচিত কাজগুলি কেমন চমৎকার। তাই আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, তাঁর বাক্য নিষ্ফল হবে না এবং একজন মায়ের প্রার্থনা নিশ্চিতরূপে একদিন সফ